বুধেলা রহস্য

নাটক।

জিলা রঙ্গপুরান্তর্গত

কাকিনীয়া নিবাসি

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী

মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে

চট্টগ্রামস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের

প্রধান পণ্ডিত

শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার

প্রণীত।

কাকিনীয়া।

শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৪।

মূল্য ১.০ সিকা।

বুধেলা রহস্য নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

মিথিলা রাজ ভবন।

রাজা বৈবস্বত মনু একান্তে উপবিষ্ট।

মাধবীর প্রবেশ।

রাজা। (দূরহইতে মাধবীকে দেখিয়া স্বগত) এইযে মাধবী আসিতেছে, উহার গতি ও নিষ্ফারিত নয়ন দ্বয় তথা প্রফুল্ল মুখ ভঙ্গিতে বোধ হইতেছে যেন কোন হর্ষ সূচক কথা বলিবে। (প্রকাশে) মাধবী যে কি মনে করে এলি বল দেখি।

ধবী। মহারাজ ! আপনাকে একটা
খুশীর খবর দিতে এলেম্
কি খাওয়াবেন্ আগে বলুন্।

রাজা। খবরটা না বোলেই খাবার কথা,
আগেবল, তার পর যা খাওয়াতে হয়
খাওয়ান যাবে ।

মাধবী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)
সত্যিই বোল্‌তে হবে।

জা। ব্যাপার খানা কি বলনা।

বী। তবে একান্তই শুনবেন
ছাড়্‌বেন্ না, শুনুন্।
চতুর্দিকে উঠিয়াছে সুখের পবন,
মন্দ মন্দ আন্দোলিত আনন্দ কানন।

রাজা। কি বল্লি ভেঙে বল্‌না, বুঝ্‌তে
পাল্লেম্‌না।

মাধবী। কি আপদ বুঝ্‌লেন্ না, রাজমহিষীর সন্তানের
লক্ষণ। কেমন এখন বুঝ্‌লেনত।

রাজা। হাঁ এখন বুঝ্‌লেম, দেখিস্ যেন্ ফোস্‌কে যায়না।

। যাই অনেক কাজ রোয়েছে, মহিষী বোলেছেন্
"কচি আঁবের টক্ খেতে সাধ হয়,,।
আঁব আন্তে লোক পাঠাচ্ছি।

মাধবী। মহারাজ! আপনাকে লজ্জা দিই, কথায় বলে, "যে যার, সে তার" ; আমি যখন খুনকুটে থাবা কথাটা বোল্লেম তখন আপনি গেলেন আগে . খ রটা বল্ তারপর যা খাওয়াতে হয় খাওয়ান মহারে এখনও (মহিষীকে বলিস্ ছেলে . . তাঁর দে বোল্লেন না।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য) বুঝলিইত, এখন যা।

মাধবী। আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেলা হয়ে আজি আবার অরুন্ধতী এখানে মি সেইজন্যে জল আন্তে পুকুরে .

(মাধবী

শুদ্ধান্ত।

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। বৃন্দদেবী কোথা।

বৃন্দদেবী। (গৃহ মধ্য হইতে) কে গো দিদি ন অনেক দিনের পর যে, (নিকটে আগ আর দেখ্তে পাইনে কেন, বাড়ির ত যেমন হোয়েছি, লোকের সঙ্গে দেখা আর হোয়ে ওঠেনা।

অরুন্ধতী। আর বোন্! আস্বো ইরা কি ধান্দাই মেটেনা। সংসারের জ্বালায় দেখ্তে পাইনা, ছেলেমানুষ বৌটী

উন শুটি কায্ করি, তাতে অবসর্ই বা পাব কি আর বেড়াবোই বা কি।

হৃদ্ধদেবী। দিদি! কিমনে করে এলে বলদেখি।

অরুন্ধতী। অনেক দিন আসিনাই, তোমরা কে কেমন্ আছ তা দেখতে শুনতে এলেম্। এবার এদেশের অনেক লোক প্রভাস তীর্থে যাচ্ছে, ইচ্ছে হয় আমিও যাই, কিন্তু বোন্! ছেলেটী বিদেশে, কেমন্ কোরে যাই তাই ভাবছি। তুমিকি যাবে যদি যাও তবে তোমার সঙ্গে যাই।

বোন্! আমার তীর্থ, আজ ছেলেটীর ব্যামো, কাল বৌটীর ব্যারাম, দিন্ গেলে যে একবার হরির মালা টা ফিরোবো তাই হোয়ে ওটেনা, তার বৌটীর এই তিনমাস্——।

চুপে বোল্লে। রাজ মহিষীর সন্তানের লক্ষণ হোয়েছে! মা এতো শুনিওনাই।

ভাল হোয়েছে দিদি! তুমি এসেছো, দেখ দেখি সত্যি না মিথ্যে, সকলেই বলে বৌটীর গড হোয়েছে, কিন্তু বোন্ আমারত প্রত্যয় হয়না, তোমরা রাতি সোয়াতি মানুষ দেখলেই টের পাবে।

রাজ মহিষী কোথায়, চল দেখি দেখে আসি।

তবে চল যাই, বৌ উপুরে আছে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

এই বৌ শুয়ে আছে।

অরুন্ধতী। বৌ! ওট্ দেখি, ওমা সত্যিইত, বোন্ দেখ্‌ছনা।

নাই অধরের রাগ, কুচাগ্রেতে কালদাগ,
পাণ্ডুবর্ণ সুন্দর শরীর।
মলিন হয়েছে মুখ, সতত ঘামিছে বুক্,
পেটে দেখি কাল কাল শির।।
গায়ে যেন জোর নাই, মুখেতে উঠিছে হাই,
অলসেতে ধূলায় শয়ন।
নাপায় পানের স্বাদ, পোড়ামাটি খেতে সাধ,
এই সব গর্ভের লক্ষণ।।

বৃদ্ধাদেবী। যাহোক বোন্! তোমাদের পাঁচ পোয়াতির পায়ের ধূলায়, বৌটী-খালাস হলেই বাঁচি।

অরুন্ধতী। বোন্! ভয়কি, দেবতারা তোমার মঙ্গল কর্‌বেন্।

বৃদ্ধাদেবী। বোন্! আমার ভাঙ্গা কপাল কখন্ কি হয় তাইতে ভয় করি, কথায় বলে " ঘর পোড়া গোরু সিদূরে মেঘ দেখেও ডরায় "।

অরুন্ধতী। ও বল্‌তে নাই, তুমি রাজার মা, তোমার আবার ভাঙ্গা কপাল কি, তোমার সোণার সংসার শত্রুর গিয়ে ভাঙ্গা কপাল হোক্, চল এখন নাইতে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পুষ্করিণী তীর)

কলসী কক্ষে মাধবীর প্রবেশ,

পুস্তক হস্তে দৈবজ্ঞ উপবিষ্ট।

মাধবী। (বাঁধা ঘাটে কলসী রাখিয়া) ঠাকুর প্রণামে।

দৈবজ্ঞ। কল্যাণ হউক, তোমার কপালটা যে বড় প্রসন্ন দেখ্‌তেছি।

মাধবী। সেকি ঠাকুর! কিসে কপালটা প্রসন্ন দেখ্‌লেন।

দৈবজ্ঞ। দেখি তোমার হাত খান দেখি ([illegible]) হুঁ যা বলেছি তা কি কখন মিথ্যা হতে [illegible]

মাধবী। কি ঠাকুর! কি বল্লেন যে [illegible] হবেনা, খোলসা করে বলুন না।

দৈবজ্ঞ। বলি, না, এমন কিছু নয়, তবেকি জান, তোমার কপালটায় কিছু অর্থ অর্থ লাগ্‌চে।

মাধবী। (স্বগত) সত্যিইত, রাজা আমাকে একছড়া হার দিয়েছেন, তা এ বামুন টের পেলে কিকরে (প্রকাশে) হাঁ মশয়! রাজা আমাকে এক ছড়া হার দিয়েছেন, তা আপনি কিকরে জান্‌লেন।

দৈবজ্ঞ। আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানি, বিদ্যা প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় বলে দিতে পারি।

মাধবী। যদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলি বলে দিতে পারেন, তবে বলুন দেখি আমাদের রাণীর কি ছেলে হবে

দৈবজ্ঞ। এ তো সহজ গণনা. এখনি বলে দেবো, রাণার গর্ভ কয়মাস, ?

মাধবী। এই তিন মাস।

দৈবজ্ঞ। এখন বেলা কত ?

মাধবী। (সূর্য্য দেখিয়া) আন্দাজ, চারিদণ্ড হয়েছে।

দৈবজ্ঞ। গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা ,
পেটের ছেলে রৈল কোথা।
শেটের কোলে দিয়ে পা,
এক, তিনে, পোয়াতি খা!

একটা ফলের নাম করদেখি ?

মাধবী। রজনীগন্ধ।

দৈবজ্ঞ। ফুল নয়, ফুল নয়, ফলের নাম।

মাধবী। তবে মল্লিকা, মর শশা।

দৈবজ্ঞ। শশা, তাহলে ছেলে হবে।

মাধবী। প্রণাম ঠাকুর! তবে এখন যাই, এদিগে একজন দেশোআলি আসচে।

(মাধবীর প্রস্থান)

(রামদীনের প্রবেশ)

রামদীন। (স্বগত) মহারাজ নে এক্ জ্যোতিষীকা ওবাস্তে বোলাথা, এ ব্রাহ্মণ্ তো জ্যোতিষী হ্যায়. ইছিকো লে যাএঃ। (প্রকাশে) ওরে বাহ্মণ্ তোম্

ক্যা কাম্ করতে হো ?

দৈবজ্ঞ। (ভীত ও ম্লান মুখে) বাবা, আমি কিছু করিনাই।

রামদীন। রে, তু ক্যা কর্‌তা হো ?

দৈবজ্ঞ। বাবা, আমি গণক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে খাই, আমি তো কিছুই করিনাই।

রামদীন। (স্বগত) ইয়ে তো ঠিক্ জ্যোতির্ষী হ্যায় (প্রকাশে) তোম্‌কো মহারাজা বোলাতে হেঁ।

দৈবজ্ঞ। (স্বগত) দাসীটার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়েছিলেম্ তাই বুঝি কে দেখে গিয়ে রাজাকে বলে দিয়েছে, আজি কি, অশুভক্ষণে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, প্রাতঃকালে কার মুখ দেখে উঠে ছিলাম, বৃদ্ধকালে বুঝি অপমৃত্যুটাই হলো। (প্রকাশে) দোহাই ঈশ্বরের ! বাবা ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কিছুই জানিনা। আজি ভিক্ষা করে এই চালি গুলি আর একটী সিকি পেয়েছি, তাই আশীর্ব্বাদী দিচ্ছি, নিয়ে গুরে আমাকে ছেড়ে দেও, যতকাল বাঁচ্‌বো তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

রামদীন। নেই নেই, দসীয়ৎ মৎ কর, হামারি সাৎ আও।

দৈবজ্ঞ। না বাবা ! দাসীকে আমি দেখিও নাই, দোহাই ঈশ্বরের, আমি এখানে বসে ছিলেম তিনি জল নিয়ে গেলেন।

রামদীন। তোমারি বাৎ হাম্‌তো কুছ্‌ সমঝ্‌তে নেই, এবে তুঁ হামারা সাৎ আও, রাজানে তোম্‌কো কুপীর দেগা, কুছ্‌ ডর নেহি।

দৈবজ্ঞ। রামবল বাঁচ্‌লেম্‌, এতক্ষণ বাঙ্গলা করে বল্লেইত লেঠা চুকে যায়।

রামদীন। আও হামারা সাৎ, আও ডরো মৎ।

দৈবজ্ঞ। চল বাবা! চল।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(রাজ সভা)

(রাজা উপবিষ্ট)

রামদীন। (করপুটে) মহারাজ্‌ কি জয়, মহারাজ! ইয়ে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী হ্যায়।

রাজা। ঠাকুর! প্রণাম করি, ওরে কে আছিস, একখানা আসন দে।

দৈবজ্ঞ। মহারাজের জয় হউক, (উপবেশন করিয়া) কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন। বোধ করি, আপনার কি সন্তান হবে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য বটে?

রাজা। (স্বগত) ইনি তো সামান্য লোক নহেন, প্রশ্ন না করিতেই, মনের কথা বলিয়া দিলেন, (প্রকাশে) আজ্ঞে! যথার্থ অনুভব করেছেন।

দৈবজ্ঞ। বেলা প্রায় ছদণ্ড হয়েছে, কর্কট লগ্ন, (

ঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) এই তিন মাস গর্ভ, কেমন মহারাজ ! মিল্‌চে কি না ?

। হাঁ ! আপনি আজ্ঞা করুন।

জ্ঞ । একটী ফুলের নাম কর্‌ত্তে হবে।

। । অপরাজিতা।

জ্ঞ । তবে হবেন্ পুত্রের পিতা।

। (ঈষৎ হাস্য) এখানে কে আছ ! ঠাকুরকে দশটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

(দৈবজ্ঞের প্রস্থান)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ ! বেলা অনেক হয়েছে, গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হয়, ভোজনের দ্রব্য প্রস্তুত।

। কি ? এত বেলা হয়েছে, ওরে কে আছিস্।

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

(বৃন্দকের প্রবেশ)

। (বিরক্ত হইয়া স্বগত) চাকরি করার চেয়ে ঝক্‌মারি আর নাই, কথায় বলে চাকর আর কুকুর সমান, এই সকাল বেলা হতে ভূতের মত খেটে খেটে এক ছিলিম্ তামাক্ সেজে বসেছি, হুঁকাটায় একটী টান্ দিতে না দিতেই অমনি তলপ, এত মে-

হনতের পর রাত্তিরেও যে, একটু ঘুম্ যাবো তা
হয়না, এইত এখানে দুপুর রাৎ ডাকাতি গো
হয়রান্ হয়ে বাড়ী যেয়ে শুই, এক ঘুম্ হয়েছে
কি না, অমনি পাখি যুকি গুলো কিচ্ মিচ ক
তে থাকে. তখনি ঘুম-চোখে এসে হাজির হতে হ
য়, যদি কোন দিন একটুক্ বেলা হলে, তা হলে
আর রক্ষ্যা থাকেনা, এমন চাকরির মুখে ছাই,
চেয়ে, ভিক্ষে কোরে খাওয়াও ভাল। (প্রকাশে)
মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ! ভৃত্য উপস্থি
কি আজ্ঞে হয়।

রাজা। বৃন্দক! অনেক বেলা হয়েছে, আমাকে স্নান ক
রাইয়া দেও।

বৃন্দক। যে আজ্ঞা মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করিলেই হয়
স্নানাগারে সমুদয় প্রস্তুত।

(সকলের প্রস্থান)

(শুদ্ধান্ত)

রাজা ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজা। কিহে প্রেয়সী, খবর কি?

মহিষী। নাও, আর ঠাট্টায় কাযনাই।

রাজা। চট কেন, কি ঠাট্টা করলেম্, বলি বড় যে,
উঁচু লাগে।

মহিষী। (বসনাঞ্চল মুখে দিয়া) যাই তোমার কাছে আর বসা হলোনা, ঠেকারে আর মাটিতে পা দেন না, ছি, মুখে যা আস্‌চে তাই বল্‌চো।

(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

রাজা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) ছি, ছি, এত মান কেন. বসো, যদি না বলতে চাও বলোনা, তুমি না ব- ল্লেত কি হলো, আমি মাধবীর কাছে সব শুনেছি।

মহিষী। যদি শুনেথাক, তবে আমাকে বার বার লজ্জা দি চ্ছ কেন।

রাজা। হাঁ, এখন বুঝ্‌লেম্, কথায় বলে " উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট ,, উচিত বল্‌তে গেলেই দোষ, " কাণাকে কাণা বল্‌তে নাই ,,।

মহিষী। উচিত বল্লে রাগ্‌বে, ছি. মিন্‌সেরা যে, এত বে হায়া তাতো জানিনে, কথায় বলে,

" তিনাঞ্জলী দিয়ে লাজে,
পথমাঝে দাঁড়িয়ে ছি ,,।

রাজা। হা, হা, হা, (উচ্চ হাস্য) মিল্লনা মিল্লনা।

মহিষী। দ্বন্দ্বে আবার মিল কি? মিল হলে কি, দ্বন্দ্ব হয়।

রাজা। দ্বন্দ্ব ভিন্ন মিল কোথা; দেখ দেখি আমি মিলি- য়ে দেই।

" তিনাঞ্জলী দিয়ে লাজে,
দাড়িয়ে ছি, পথ মাঝে ,,

কেমন, হলো কি না।

মহিষী। যাই, তোমার সঙ্গে মিছে মিছি বকলে কি হবে, বেলা বড় জেয়াদা নাই, সূর্য্যের অর্ঘ্য দিবার সময় উপস্থিত।

রাজা। আমিও চল্লেম, আমাকে একবার ক্রীড়া কাননে যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পুষ্পোদ্যান)

রাজা ও তালব্য পুষ্করিণী তীরে উপবিষ্ট।

তালব্য। মহারাজ! দেখুন, কি সুখের সময় উপস্থিত, সূর্য্য অস্ত গত হইয়াছেন, পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া পূর্ব্ব পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, মধু মালতী, যূথিকা, এলা, কুটরাজ, নাগকেশর, প্রভৃতি পুষ্প কলিকা ঈষৎ বিকশিত হইয়াছে, মলয়ানিল মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া শরীর শীতল করিতেছে, উন্নত তরুর উপরি ভাগে উপবেশন করিয়া পক্ষি সকল ডাকিতেছে, তরু সকলও বায়ু ভরে আন্দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন, বিটপী বলয় নৃত্য করিতে করিতে হস্ত, মুখ, নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, মন্দ মন্দ হিল্লোলিত সরসী জলে শশধরের প্রতিবিম্ব সহস্র খণ্ডে বিভক্ত দেখাইতেছে, সেই বহুধা বিভক্ত প্রতিবিম্ব সকল, যেন, রজত নির্ম্মিত মৎস্য ঝাঁকের ন্যায় ফর ফর করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন, বিধাতা চন্দ্র হইতেও আর কোন শোভাকর বস্তু প্রস্তুত করিবার জন্য নিশাকরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে গুলিতেছেন।

রাজা । সখা ! তুমি যেরূপ বলিতেছ, যথার্থই সেই প্রকার বোধ হইতেছে ।

তালব্য । আহা ! মহারাজ, জলমধ্যে দেখুন, কুমুদিনী কান্ত-সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া মুখের কাপড় ফেলাইয়া হাসিতেছে ।

রাজা । বয়স্য ! বিধাতা কি কেবল রাত্রিকালের আলোক জন্যই চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, না আর কোন কারণ আছে ?

তালব্য । মহারাজ ! কেবল আলোক জন্য নয়, বিধাতা শশধরের সৃষ্টি করিয়া জীব দিগকে নানা উপদেশ দিয়াছেন ।

রাজা । কি, উপদেশ, ব্যক্ত করদেখি শুনি ।

তালব্য । তবে শ্রবণ করুন ।

প্রতিপদ দ্বিতীয়ার চাঁদের সমান ।
জননী জঠরে জীব থাকেন শয়ান ॥
যখন জনম লয় অবনী মণ্ডলে ।
তৃতীয়ার চন্দ্র যেন নিরখে সকলে ॥
সিত পক্ষে শশীকলা ক্রমে বেড়ে যায় ।
সেই রূপ শিশু দিন দিন বৃদ্ধি পায় ॥
পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণ হয় শশধর ।
জীবের যৌবন কাল পরম সুন্দর ॥

[illegible] শশি। বজ্ররাজে আবরে নারিলে।
কখন সম্পদে জীব কখন বিপদে ॥
বিব্রত রজনী-পতি রাহুর সংযোগে।
অতর্কিত রূপে দেহ গ্রাস করে রোগে ॥
কৃষ্ণপক্ষে শশি-কলা ক্রমে পায় হ্রাস।
জরায় জর্জ্জর তনু সেই রূপে নাশ ॥
অমাবস্যা দিনে বিধু হয় অদর্শন।
পক্ষান্তরে জীব যান শমন সদন ॥

রাজা। সাধু সাধু সখা! তুমি সরস্বতীর বর-পুত্র, যেরূপ বর্ণনা করিলে শুনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তালব্য। আজি দিন তুত্তিন পর্য্যন্ত যে, বিদূষকের খোজ খবর নাই, বেলিক্‌টে গেল কোথা?

রাজা। তাইতোহে! তাকে কদিন দেখ্‌ছিনা কেন? বোধ-হয়, কোনস্থানে ফলারের গন্ধ পেয়েছে।

তালব্য। হতেও পারে; অমন পেটুক্‌ তো আর দুটী নেই; ফলারের নাম শুন্‌লেই দড়া ছেঁড়ে।

(নেপথ্যে) খঞ্জনী বাদ্য ও গীত

রাগিণী মুলতান্‌
তাল্‌ একতালা।

মিছে পরের ভাবনা ভেবে আমার জনম গেল।
ও কি হলোরে আমার হওয়া ধন সব খোয়া গেল ॥

ঘৃত কুম্ভ লয়ে শিরে,
যাই কত আশা করে,
মুরগী বেচে বখ্‌রি কিন্‌বো রে।
বখ্‌রির বাচ্চা বেচে কিন্‌বো গরু,
দুদ্‌ বেচে মুই করবো জরু,
লেড়কা ডাক্‌বে খানা খেতে,
মনের আনন্দে, লেড়কা ডাক্‌বে খানা খেতে,
নেই খাঙ্গা বাতেতে,
মাথা নাড়্‌তে কলসি ভেঙ্গে গেল ॥

তালব্য। মহারাজ! ঐ শুনুন, নাম কত্তে কত্তেই আস্‌চে ভেড়ের কি পরমায়ু।

রাজা। (আস্তে আস্তে) চুপ কর, দুজনকে কথা ব[...] কৈতে দেখ্‌লে এখনি মনে কর্‌বে, এরা আমারি নি[...]ন্দা চর্চ্চা কর্‌ছে।

তালব্য। ঠিক বলেছেন, তাও ওর আটক নাই।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। (স্বগত) বাগানটা পাতি পাতি করে তল্লাস ক[...]র্‌লাম্‌, জন মানবের সঙ্গে দেখা হলোনা। বৃন্দ[...] বল্লে, কতক্ষণ রাজা আর তালব্য বাগান পা[...] বেড়াতে গেলেন, তা সেবেটার কথায় যে বিশ্বা[...] করে সে গাধা, বেটা আমাকে ঠাট্টা করেছে, ভাল

কাল্ ইএর শোদ তুল্বো, বেটার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। সেদিন রাণীর ব্রতের দরুণ এক মালসা সন্দেশ বেটার কাছে রেখে দিয়েছিলেম্, বেটা এমনি বিশ্বাস ঘাতক, আদমালসা আপনি সাৎ করেছে, আচ্ছা থাকুক, দেখা যাবে, চোরের দশ দিন, গৃহির এক দিন, (অগ্রসর হইয়া) পুকুর ধারে যেন দুজন মানুয ফুস্ ফুস্ করে কথা কচ্ছে, (কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া) হাঁ মানুষই বটে, দেখ্তে হলো, কে, কে, (কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া) এই যে ঠাকুর, ব্রজ আঁধার করে নদীয়ায় গৌরাঙ্গ অবতার। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজকে খুঁজ্তে খুঁজ্তে হয়রান্ হয়েছি।

রাজা। কেহে, বসন্তক নাকি! এসো, এসো, কেন আমিতো এই খানেই আছি, খুঁজ্বার কি প্রয়োজন ছিল।

বিদূষক। মহারাজ! আমিতো জান্‌নই যে, আপনি এখানে চোরের মত একাটী বসে আছেন, তা জান্তে পাব।

রাজা। কেন! একা কেন, এইযে আমার সঙ্গে তালব্য আছেন।

বিদূষক। কৈ? তালব্য ভায়া কোথায়? নমস্কার ভায়া।

তালব্য। নমস্কার, কেমন হে! কুশলতো?

রাজা। সখে বসন্তক! এই শীলাতলে উপবেশন কর, দিম

ছুদ্দিন দেখিনাই কেন ? কেমন বাড়ীরতো সব মঙ্গল, তুমি কেমন আছ ?

বিদূষক। (সজল নয়নে) মহারাজ ! আর মঙ্গল।

রাজা। কি হয়েছে ? বাড়ীরতো সব ভাল ?

তালব্য। কিহে কি ? ব্যাপারটা কি ? তোমার দাদা কেমন আছেন ?

বিদূষক। হাঁ, বাড়ীর সব ভাল, কিন্তু একটা বিষয়ে যে ছুঃখ পেয়েছি তা আর বল্‌বার নয়।

রাজা। বিষয়টা কি ? কেউকি তোমাকে কিছু বলেছে ?

বিদূষক। বল্লেকি আর এত ছুঃখ হতো।

রাজা। তবে কি হয়েছে বলনা ?

বিদূষক। একান্তই বল্‌তে হবে ; কিন্তু, হিতোপদেশে লিখিত আছে। যথা।

মনস্তাপ গৃহ ছিদ্র আর ধন নাশ।
বুদ্ধিমান্ এ সব না করিবে প্রকাশ॥

যাহোক্, আপনাদের কাছে না বলে আর পারিনা। কাল্, রাম ঘোষালের পিতৃ শ্রাদ্ধে লুচি ফলার হবে, নগরের তাবৎ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ, কেবল আমাকে বলেনাই, এতবড় ফলার হাতে থেকে গেল, বল্‌তে কি, আমি যেই অনেক সই সেই বেঁচে আছি, অন্য লোক হলে দম্‌ফেটে মরে যেতো।

রাজা ও তালব্য। } হা, হা, হা, (উচ্চ হাস্য) এই কথা ; তবুও ভাল, আমরা ভেবেছিলাম, না জানি কি হয়েছে।

বিদূষক। আপনারা কি ইচ্ছা করেন, ইহা হইতেও আমার আর কোন বিপদ্ হয়, আমার যে দুঃখ হয়েছে, তা আমিই জানি, কথায় বলে " যার দুঃখ সেই বোঝে "।

তালব্য। তা বটেইতো, পাকা ফলার টা হাতে থেকে গেল, দুঃখ হবার বিষয়ই বটে, ভাল এখন বসো, একটা উপায় করা যাবে এখনি।

বিদূষক। (উপবিষ্ট) তালব্য ভায়া ! তুমি বেঁচে থাক, উপায় কর আর না কর, মুখে যে বল্লে সেই আমার শত লাভ ।

রাজা। সখে ! এ আবার কি ? এক খানি খঞ্জনী যে হাতে দেখ্ছি ? এ আবার কোন্ ভাব।

বিদূষক। আজ্ঞে, এ ব্রজের ভাব।

রাজা। ফলারটা হারিয়ে বুঝি বৈরাগ্যোদয় হয়েছে।

বিদূষক। আজ্ঞে, ফলারটা আদায় করতে বলুন না কেন।

রাজা। সেকি হে ? বৈরাগী হয়ে আবার ফলার আদায় করবে কি ?

বিদূষক। এই বুজ্লেইতো পাগল সারে, বুজ্তে পাল্লেন না, ভেবেছি কি, বেটারাতো নিমন্ত্রণ কল্লেইনা, তা নাই

করুক, ফলারের দিন গিয়ে পাত করে বসেযাব, এ-কে বামন তাতে বৈষ্ণব, কথায় বলে " একে মা, তাতে বয়সের বড় ,, বস্‌লে কিছু উঠিয়ে দিতে পারবে না, হয় বামন, নয় বৈষ্ণবের জোরে কায হাঁসিল হবেই হবে, এই ভেবে আগেহতে বৈষ্ণমন্ত্র টা এস্তমাল ক-রে রাখ্‌ছি।

রাজা । হা ! হা ! হা ! (উচ্চ হাস্য) একেবারে বুদ্ধির না-গর দেখ্‌ছি যে ।

বিদূষক । নাহয়ে আর কি করি, আজি কাল্‌ যেমন কাল দেশ, পাত্র, পড়েছে, তাতে চালাকি না কল্লে কা-হাত হয় না ।

রাজা । যাক্‌, আর ওসব কথায় কাযনাই, দেখদেখি, কেম-ন পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়েছে ।

বিদূষক । আজ্ঞে দেখলেম্‌, চাঁদ দেখে আমার মনের আ-গুণ দ্বিগুণ জ্বলে উঠ্‌লো ।

রাজা । চন্দ্র দেখে আবার তোমার মনে কি দুঃখ হলো ?

বিদূষক । আজ্ঞে দেখ্‌ছেন না, চাঁদটা ঠিক যেন লুচিখানা মত, আবার তার চারিদিকে তারা গুলো যেন গো-ল্লা, ছানাবড়া, মেঠাই, রসকরার মত সাজান রয়ে-ছে, কাল্‌ অমনি ফলার হবে ।

রাজা । সখে ভালবয্য ! বামন ফলার ফলার করে খেপুলে

আমি ভাব্‌লেম, ওকে চন্দ্র দেখিয়ে অন্য মনস্ক করি, তা " চোরের মন ভাঙ্গাবেড়া পানে ,, ও চন্দ্রেও ফলার দেখ্‌লো।

তালব্য। ওহে বসন্তক! তোমাকে আর গোপন করে কি হবে, দিন চারি পাঁচ হলো, আমি ঘোষালদের বাড়ি গিয়েছিলেম, যেয়েদেখি, নিমন্ত্রণ করার ঘুঁট পাঁট হচ্ছে, গোপাল গাঙ্গুলি বল্লে কি, বসন্তক কে নিমন্ত্রণ করা হবেনা, সেটা বামনের ছেলে সন্ধ্যা আহ্নিক জানেনা, সত্যি কি হে, তুমি নাকি সন্ধ্যা জাননা?

বিদূষক। সন্ধ্যা জান্‌বোনা কেন।

তালব্য। আমিওতো তাই বলি; ভাল, কেমন জান, সন্ধ্যাটা বলদেখি।

বিদূষক। তুমি যে " পিতামহকে গায়ত্রী শিখাতে এলে ,, আমি সন্ধ্যা জানিনা, তবে শোনো, প্রথম দুপুর বেলা ফলার বা ভোজন, তার পর বৈকালে জলখাবার, তার পর সন্ধ্যা হয়।

রাজা। খুবসন্ধ্যা, বাঃ, এতো সন্ধ্যা আহ্নিক, সব জানে।

তালব্য। ওহে বসন্তক ভায়া! তুমি নাকি একটা ফলারের গান বেঁধেছ?

বিদূষক। হাঁ বেঁধেছি বটে, কেন সে খবরে কাযকি?

তালব্য। কেমন গান বেঁধেছ গাও দেখি।

বিদূষক। তবে শোনো। (খঞ্জনী বাদ্য ও পরিক্রমণ)

যৎ কল্লারং পরিভ্রষ্টং,
মাত্রা অল্পঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং,
তৎ প্রসাদাৎ লুচি চিনি॥

কেমন, গান শুন্‌লেতো।

তালব্য। এ আবার কোন্ দেশি গান, তাতো বুঝ্‌লেম্ না এর না আছে রাগ, না আছে তাল।

বিদূষক। তোমার যেমন বিদ্যা, বুঝ্‌বার রাক্কস্, এ গানে রাগও নাই, তালও নাই, খুব বুজেছ।

তালব্য। আচ্ছা ভাই! আমি যেন বুজ্‌লেমইনা, ভাল তুমি বলদেখি কোন্ রাগ?

বিদূষক। এখন পথে এসো বাবা! তান্ সানের ক্ষমতা উপরে বল্লে হয়না, রাগ মর্ম্মান্তিক।

তালব্য। (ঈষৎ হাস্য) বুজ্‌লেম, আচ্ছা তালটা কি?

বিদূষক। তোমার মত তাল কানাতো আর দুটী নাই, এ সোঝা তালটা বুজ্‌লেনা, তাল ভাদ্র মাসে।

রাজা। হাঁ সকলি বুজ্‌লেম, তুমি এখন সেই গানটা গাবে কি না তাই বল?

বিদূষক। আজ্ঞে তবে শুনুন।

গীত রাগিণী ভেঁর,
তাল কওয়ালি।

জয় যত্ন নন্দন, জগত জীবন, জগন্নাথ জগত্তারো জী।
লুচি কচুরি, কত খেতে পারি, গুণে সংখ্যা হয়না জী ॥
গোল্লা মণ্ডা, দশ বিশ গোণ্ডা, খেলে মনটা জড়ায় জী।
পূলি পিঠে, বড়লাগে মীঠে, গুড়ের ছিটে দিলে জী ॥
মুড়কি মুড়ি, ঝুড়ি ঝুড়ি, জুড়িদিয়ে উড়াই জী ॥

(নেপথ্যে) মহারাজ কোথা, সর্ব্বনাশ হলো!

কলে। (কর্ণদিয়া) কেও, কি হলো, কি হলো!

রাজা। সেনাপতি যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিতেছে, বিষয়টা কি?

তালব্য ও। }
দূনক। } মহারাজ! কি হয়েছে, শুনেযে আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছে।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ! একটা দুর্জ্জয় রাক্ষস্ আসিয়া নগরের দক্ষিণ দিকে অনেক দৌরাত্ম্য করিতেছে, শুন্‌লেম্ প্রায় শতাবধি মনুষ্য মেরেছে।

রাজা। কি, রাক্ষস্! শীঘ্র ধনুর্ব্বাণ দেও।

দূষক ও
লব্য । } (কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! আমরা
কোন খানে পলাব ।

জা । সে পাপাত্মা কোথা ? শীঘ্র আমাকে সেখানে ল-
ইয়া চল, অগ্রে ধনুর্ব্বাণ দেও ।

নাপতি । মহারাজ! এই সর ও সরাসন ।

জা । (ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ) কৈ, কোন্ দিকে সে পাপাত্মা,
আমাকে শীঘ্র সেখানে লইয়া চল ।

নাপতি । এইদিকে আসুন মহারাজ !

(উভয়ের পরিক্রমণ)

জা । আর কত দূর আছে ? সে দুরাত্মা কোথা ?

নাপতি । ঐ দেখুন মহারাজ !

ভয়ঙ্কর কলেবর দেখে ওড়ে প্রাণ ।
ঠিক যেন যুগান্তের শমন সমান ॥
চক্ষু দুটা জ্বলিতেছে মসালের প্রায় ।
বোধহয় পৃথিবী কাঁপিছে পদঘায় ॥
দাঁত গুলা বড় বড় মূলার মতন ।
মাথায় জটার ভার তাঁবার বরণ ॥
মার মার ধর ধর-মুখে এই ভাষ ।
করতলে শূল গাছা মনে নাহি ত্রাস্ ॥
জাহাজের খোল সম গভীর উদরে ।

সংসার পুরিলে বুঝি ভরে কি না ভরে ॥
চিবাইয়া খাইতেছে মানুষের মেদ।
গালের দুধার বেয়ে পড়ে তার ক্লেদ ॥

মহারাজ ! সাবধান ! দুরাত্মা এই দিকেই আসিতেছে।

রাজা। উঃ কি ভয়ানক ! দেখিয়া শঙ্কা হতেছে।

সেনাপতি। মহারাজ ! অতর্কিত রূপে উহার হস্তস্থিত শূল-গাছ কাটিয়া ফেলুন, শূন্য হস্ত হইলে মারিবার বড় সুবিধা হইবে।

রাজা। ভাল বলিয়াছ। (বাণাঘাতে শূল ছেদ)

রাক্ষস্। (শূলচ্ছেদ দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক) কে আমার শূলচ্ছেদ করিল, আজি কার মৃত্যুকাল উপস্থিত।

রাজা। স্থির হ দুর্ব্বৃত্ত ! কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, এখনি দেখ্‌তে পাবি।

রাক্ষস্। (সরোষে রাজার প্রতি ধাবমান ও সম্মুখে অবস্থিতি পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ওরে মূর্খ ! তুই আমার শূলচ্ছেদ করিয়াছিস্, রস্ তোকে দেখাইতেছি।

রাজা। ওরে দুর্ব্বৃত্ত ! তুই আবার আমাকে কি দেখাইবি, আমিই তোকে এখনি যমালয় দেখাইতেছি।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

রাক্ষস্। এই যমালয়ে যাও। (রাজার বক্ষস্থলে মুষ্ট্যাঘাত)

রাজা । (ধনুষ্টঙ্কার ও বাণ যোজন পূর্ব্বক) ওরে দুষ্ট, এখন বন্ধু বান্ধবকে স্মরণ কর, এই আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা তোর জীবন নাশ করিতেছি।

(রাক্ষসের পলায়ন)

রাজা ও সেনাপতি। } ঐ যায়, ধর ধর! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয়াঙ্ক।

(রাজপথ)

সন্দেশের মালসা হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। (স্বগত) ঐ তালব্য আস্‌চে, বসন্তক শর্ম্মা যেদিন পাল্কি চড়ে যান্ সেদিন কারুর সঙ্গে দেখা হয়না আর যেদিন হাতে কিছু থাকে সেদিন যেন সকল শালারি রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকা চাই। (বস্ত্রদ্বারা মালসা আবরণ)

তালব্য। (নিকটে আসিয়া) কেহে, বসন্তক ভায়া নাকি? নমস্কার! হাতেকি? দিন দুত্তিন দেখিনাই কেন?

বিদূষক। নমস্কার ভাই,! বড়দাদার ছেলেটীর বড় ব্যারাম হয়েছে, তাই নিমের পাতা নিয়ে যাচ্ছি।

তালব্য। দেখি, কি রকমের নিমের পাতা; (আবরণ উত্তোলন) রাম বল, ছি ভাই! মিছে বল্‌বার আবশ্যক কি,! সত্য বল্লেইতো হতো, আমিকি, তোমার সন্দেশ কেড়ে খেতেম্।

বিদূষক। (মাথা চুলকাইয়া) দেখ্‌লেম, তোমার বুদ্ধিটা কেমন, নিমের পাতাগুলি কেউ চেকে নে যায়।

তালব্য। আরে হাঁ, হাঁ, বুজ্‌লেম, আমার বুদ্ধি যেমন তেমন হোক, তোমার বুদ্ধি বড় মন্দ নয়, যাক্ ওসব কথায় কাযনাই, কোথা পটালে ?

বিদূষক। রাজ বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজন ছিল।

তালব্য। এখন বেলা কত আছে ?

বিদূষক। বড় বেয়াদা নাই, পর খানেক আছে।

তালব্য। আজি সন্ধ্যার পর রাজার কাছে যাবে ?

বিদূষক। নাহে, না, রাজা বড় পীড়িত।

তালব্য। তাতো শুনিও নাই, কি পীড়া হয়েছে ?

বিদূষক। সেদিনকার রাক্ষসের কথা মনেনাই।

তালব্য। হাঁহাঁ, ভালকথাটা মনে করেচ, আমিও ভেবেছিলেম জিজ্ঞাসা কর্‌বো, রাজাকি রাক্ষস্‌টা মেরেছিলেন ?

বিদূষক। না, মার্‌তে পারেন নাই, সেই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস্ রাজার বুকে একটা কিল মেরে পলায়, রাজা আর সেনাপতি মাঠ পর্য্যন্ত তার পিছে পিছে তাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তার পর সে যে কোথায় গেল তার আর ঠিকানা হয় নাই।

তালব্য । তবে রাজার পীড়ার কারণ কি ?

বিদূষক । ঐ যে বল্লেম, রাক্ষস্ রাজার বুকে কিল মারে, তাতে তাঁর বুকের কয়েক খানা হাড় ভেঙ্গে গেছে ।

তালব্য । উঃ কি ভয়ানক ! হাড় ভেঙ্গেছে, তবেতো বাঁচা কঠিন দেখ্‌ছি ।

বিদূষক । হাঁ আমারও তাই বোধহয়, কালি প্রাতঃকালে পারিতো একবার দেখ্‌তে যাব ।

তালব্য । যখন যাও আমাকে ডেকে যেও আমিও যাব, কেমন ডেকে যাবেতো, দেখ যেন ভুলে যেওনা ।

বিদূষক । না, ভুলে যাব কেন ? যাবার বেলা তোমার বাড়ি হয়ে যাব, দেখো তুমি যেন আর কোন দিকে বেরিয়ে পড়োনা ।

তালব্য । না, কোনখানেই যাবনা, বাড়িতেই থাকুবো, চল এখন যাওয়া যাক্ ।

বিদূষক । তালব্য ভায়া ! ঐ দেখ, নীলু কব্‌রেজ রাজাকে দেখে আসচে, একটুক অপেক্ষা কর, ওর কাছে খবর টা জিজ্ঞাসা করে যাই ।

তালব্য । এসো, তবে এই গাছের ছায়াটায় দাঁড়াই ।

(উভয়ের বৃক্ষ তলে অবস্থিতি)

(নীলু কবিরাজের প্রবেশান্তর পরিক্রমণ)

বিদূষক । কব্‌রেজ মশয়, কব্‌রেজ মশয়, দাঁড়ান গো ও ও,

একটা কথা আছে।

কবিরাজ। (দণ্ডায় মান) কি কথা হে?

বিদূষক। কোথা হতে আস্‌চেন?

কবিরাজ। রাজাকে দেখে আস্‌চি।

বিদূষক। রাজাকে কেমন দেখ্‌লেন বলুন দেখি?

কবিরাজ। পীড়াটা শক্তই বটে, হাড় ভেঙ্গেছে, আবার বায়ু কিছু উগ্র, শ্লেষ্মা ক্রুদ্ধ, দ্বন্দ্বজ রোগ, চিকিৎসা বড় কঠিন।

বিদূষক। তা বটে, এখন ব্যবস্থা কল্লেন কি?

কবিরাজ। শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা, নিদান দেখে চিন্তামণি সেবন ব্যবস্থা করেছি।

বিদূষক। আমিও নিদান দেখ্‌ছি, চিন্তামণি সেবনি এ রোগের প্রকৃত ঔষধ, চিন্তামণির অনুপান আবার (অস্ফুটস্বরে) গয়া, গঙ্গা, হরি।

কবিরাজ। চিন্তামণি টা বড় উত্তম ঔষধি, ত্রিদোষঘ্ন, অনেক ব্যামোহে চিন্তামণি ব্যবস্থা করা যায়।

বিদূষক। তার আর কথা কি? আজি কালি কব্‌রেজরা গোরু হারালেও চিন্তামণি ব্যবস্থা করে থাকেন।

কবিরাজ। দূর্ ব্যালিক্, সংপ্রতি বেদনায় রাজার নিদ্রা হইতেছেনা, একটা মুষ্টি-যোগ দিতে হচ্চে।

বিদূষক। মশয়ের যে প্রত্যক্ষ ঔষধ, তা দিতে দিতেই, রা-

জার মহানিদ্রা হবে, এ কথা বল্‌ছি কেন, না একে হাড় ভাঙ্গা, তাতে মুক্তি-যোগ।

তালব্য। কবিরাজ জেঠা, এক বার আমার হাতটা দেখুনতো, বড় মাথা ধরেছে।

বিদূষক। কথাই আছে, নাপিত দেখলে নখ বাড়ে, কব্‌রেজ দেখ্‌লেন, আর অমনি ওঁর মাথা ধর্‌লো, মাথাধরা যেন কোথায় বসে ছিল, আমি বল্‌ছি, আজ্‌ রাতে কিছু খেয়োনা, তাহলে সব সেরে যাবে।

তালব্য। যাও, আর চালাক কর্‌তে হবেনা; কবিরাজ জেঠা হাতটা দেখুন। (হস্তদান)

কবিরাজ। (হাতধরিয়া) নাড়ীটে কিছু গরম, আর চঞ্চল হয়েছে, কেমন কোষ্ঠতো খোলসা আছে।

বিদূষক। কোষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করেন কি? " স্রোতোভি শর্চালিতঃ,,।

তালব্য। আজ্ঞে, আজি কদিন ধরে কোষ্ট হয়না, আর পেট বেদনা করে।

কবিরাজ। গা জ্বালা করেকি?

তালব্য। হাঁ, সকালে, বিকালে, একটুক একটুক, চক্, মুক্, পোড়ে।

বিদূষক। কিসলে, চক্ মুখ পোড়ে? তবেই হনুমান হবে, এ রোগ্‌তো তোমার মঙ্গলের জন্য দেখ্‌ছি, কেননা

তাহলে দলে নিস্‌তে পার্‌বে, কব্‌রেজ মশয়, এখন এঁকে এমনি একটা ঔষধ দেবেন, যেন দুচারি দিন মধ্যে একটা লেজ হয়।

ভালব্য। এমন চতুষ্পদতো দেখিনি, লোকের সঙ্গে কথ কইতে দেয়না, কবিরাজ জেঠা, মাচ্‌ টাচ্‌ খেতে পারি?

কবিরাজ। মাচ্‌টা জ্বরে বড় সুপথ্য নয়, তবে ক্ষুদ্র মৎস্যের একটুক্‌ আদটুক ঝোল খেলেও হানি নাই।

বিদূষক। কব্‌রেজ মশয়, একবার আমারও হাত খানা দেখুন না।

কবিরাজ। দেখি হাত দেও; (হস্ত ধরিয়া) তোমার রাত্রে একটুক্‌ একটুক্‌ জ্বর হয়, ধাতুটা দুর্ব্বল দেখ্‌ছি, সাবধান হয়ে আহারাদি করো, বড় কুপথ্য টুপথ্য করোনা।

বিদূষক। মশয়, একটুক্‌ একটুক্‌, দুদ খেতে পারি?

কবিরাজ। বড় ঘন দুদ খেওনা।

বিদূষক। আচ্ছা মশয়, কলায়ের ডালি, মাচের টক্‌, এগুলো খেতে পারা যায় কিনা?

কবিরাজ। হাঁ, তাও পারো।

বিদূষক। কব্‌রেজ মশয়, আর কি খেতে পারিগা?

ভালব্য। আর বাকি থাকলো কি, যে খেতে পার কিনা, জিজ্ঞাসা কর্‌ছো।

বিদূষক। কব্‌রেজ মশয়, আর কি খেতে পারি বলুন না।

ভাসব্য। তবুও ছাড়্‌লে না, আর তোমার বাপের ডিম খে-তে পার।

বিদূষক। ভাল, কব্‌রেজ মশয়, কথায় বলে।

" শতমারি ভবেৎ বৈদ্য,
সহস্র মারি চিকিৎসক ,,।

আপনার হাতে সহস্র হয়েছে কি না ?

কবিরাজ। হুঁ, বেশী বই বড় কম হবেনা।

বিদূষক। এবার কিছু চালান দেবেন, না নিজেই নিকেশ দিতে যাবেন ?

কবিরাজ। কি বল্লে, বুজ্‌লেম না, আমরা বুড়ো-মানুষ, কানে কিছু খাট শুনি।

বিদূষক। (চীৎকার পূর্ব্বক) না, বল্‌ছি কি, মুক্তি-যোগ তৈয়ারি করে পাঠিয়ে দেবেন, না নিজেই গিয়ে খা-ওয়াবেন ?

কবিরাজ। নিজেই যাব।

বিদূষক। তাহলেই মঙ্গল, তবে এখন যাই।

কবিরাজ। যাই বল্‌তে নাই, আসি বল।

বিদূষক। আসি বল্‌তে পারি, কিন্তু আপনি যদি তার উপ-র বিষ প্রয়োগ করেন, তাহলেতো আসা বলাহয়, সো বল্লেই আমার গয়া।

কবিরাজ। এখনকার ছেলে গুলোর কথা বোঝা ভার।

বিদূষক। বোঝা আর কবে পাতলা হয়ে থাকে।

তালব্য। ওহে বসন্তক! কঞ্চুকী যে বড় দৌড়া দৌড়ি এদিগে আসচে, ব্যাপারটা কি?

বিদূষক। অপেক্ষা কর শুনা যাক্।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। (বিদূষকের প্রতি) রাজা আপনাকে ডাকচেন, একটুক শীগ্গির আসুন।

বিদূষক। কেন, কিজন্য ডাক্‌চেন, বল্‌তে পার?

কঞ্চুকী। না, তা বল্‌তে পারিনা, বল্লেন বসন্তক কে শীগ্গির ডেকে আন।

বিদূষক। তালব্য ভায়া যাবে? যাওতো এসো।

তালব্য। না হে, কাপড় চোপড় গুলো বড় ময়লা, এ বেশে রাজার নিকট যেতে লজ্জা হয়, কবিরাজ জেঠা, আসুন, আমরা যাই।

(কবিরাজ ও তালব্যের প্রস্থান)

(নির্জ্জন গৃহ)

রাজা একান্তে শয়ন।

বসন্তকের পরিক্রমানন্তর প্রবেশ।

বিদূষক। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ! ডেকেছেন

কেন ?

রাজা । একা থাক্‌তে কষ্টবোধ হচ্ছে, তাই তোমাকে ডেকে-ছি, দুজনে কথায় বার্ত্তায় থাকি।

বিদূষক । আপনার বুকের ব্যাথাটা কেমন ?

রাজা । ক্রমেই বৃদ্ধি হতেছে, এখন, হয় এধার নয় ওধার হলেই বাঁচি।

বিদূষক । এধার ওধার কি ? তাতো বুঝ্‌লেম না ?

রাজা । হয় আরাম হোক্, নয় মৃত্যু হোক্, আর যাতনা সহ্য কর্‌তে পারিনে, তাই বল্‌ছি।

বিদূষক । চিন্তা কি, শীঘ্র পীড়া আরাম হবে।

রাজা । সখে, বসন্তক ! আর আমার আরোগ্য হবার আ-শা নাই।

বিদূষক । বলেন কি, আপনার বা কি পীড়া হয়েছে ? আমি কত শত লোকের এর চেয়ে ভারি ব্যারাম আরাম হতে দেখেছি।

রাজা । বসন্তক ! এমন কুস্থানে বাস, ভাল বৈদ্যটা নাই, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এক এক জন; এক একটি যম দূত বিশেষ, তাঁহার দিগকে দিয়া চিকিৎসা ক-রান চুলোয় যাক্, দেখ্‌লেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

বিদূষক । মহারাজ ! যথার্থ কথা, এখনকার কব্‌রেজ গুলো-কে দেখ্‌লে ভয়লাগে, বিশেষতঃ হাতুড়ে বেটাদের,

দিয়ে চিকিৎসা কর্‌লেই ধরা-বাঁধা মৃত্যু, বরং যমদূ-
তকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু হাতুড়ে বেটাদের
হাত থেকে এড়ান বড় পুণ্যির জোর নইলে হয়না।

শান্তি জল হস্তে
পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত। মহারাজ! আরোগ লাভ করুন; (গাত্রে শান্তি
জল প্রক্ষেপ) মহারাজ! কেমন আছেন? এক্ষণে
কিছু স্বাস্থ্য অনুভব হতেছে কি না?

রাজা। প্রণাম. বস্‌তে আজ্ঞা হোক।

পুরোহিত। (উপবেশন পূর্ব্বক) কেমন মহারাজ! শরীর-
তো সুস্থ হয়েছে?

বিদূষক। আজ্ঞে পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক ভাল।

পুরোহিত। না হবেকেন, শাস্ত্রে লিখেছে, "নচদৈবাৎ প-
রং বলং,, দৈব কর্ম্মের পর বল নাই।

বিদূষক। তাবটেইতো, দৈবকর্ম্মের পর কি বল সাজে।

পুরোহিত। একে দৈববল তাতে আবার আমি স্বস্ত্যয়ন ক-
র্‌ছি, অহংকার করামর, আমি এপ্রকার ব্যামোহ,
কেবল শালগ্রামকে তুলসী দিয়া, শত সহস্র আরা-
ম করেছি।

বিদূষক। মশয়! যে স্বস্ত্যয়ন কর্‌ছেন, তার কিছু শুভ ল-

রূপ দেখ্‌তে পান্ ?

পুরোহিত। না পাব কেন, প্রত্যহই দেখি, বল্‌তে কি, অকৃ-
ত কার্য্য হলে, পৈতে ছিঁড়ে ফেলাব।

বিদুষক। (জনান্তিকে) তোমার ও পৈতে আর ছিড়্‌তে
হবেন, আগে হতেই ছেড়া আছে।

রাজা। (জনান্তিকে) বুড়ো-মানুষ, বিদ্রূপ কর্‌তে নাই,
ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেবে।

বিদূষক। আমিও জোয়ান মানুষ, শাপের মুখে বেড়্
দেবো।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য) তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

বিদূষক। ভট্‌চায্ মশয় ! আপনি যে স্বস্তেন করেন, তার
আর কি বল্‌বো।

পুরোহিত। বাপু বেঁচেথাক, তুমিই কেবল আমার ব্রাহ্মণ-
ত্ব টের-পেয়েছো, দেখ্‌চোতো, ওপাড়ার কাশী মল্লি-
কের যে পীড়া হয়েছিল, কবিরাজেরা চিকিৎসায় অ-
পারগ হয়ে জবাব দেয়, এক্ষণে কেবল আমার স্ব-
স্ত্যয়নের জোরেই সে আরোগ্য হতেছে।

বিদূষক। কৈ মশয় ? সেতো আরোগ্য হয়নাই, আমি আজ-
ও তাকে দেখে এসেছি, তার যে রূপ লক্ষণ, তাতে
বোধ হয়, আজ্‌কের রাত যায় কি না ? এখন সে,
সিঙা হাঙড়াচ্ছে।

পুরোহিত। কি! সে মর্‌বে? কখনই নয়, আমি বল্‌ছি, ম-লেও বাঁচ্‌বে, যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তবে আ-মি অব্রাহ্মণ, এই বলেদিলাম, তুমি সত্য মিথ্যা দেখ্‌তে পাবে।

বিদূষক। মশয়, আমিকি অ পন চক্ষুকে অবিশ্বাস কর্‌বো, এই দেখে এলেম, তার শ্বাস হয়েছে।

পুরোহিত। না, সে কখনই মর্‌বেনা, আমি স্বস্ত্যয়ন করে-ছি, সে মলেও ফিরে আস্‌বে, যাই সায়ং কালীন্‌ হোমের সময় উপস্থিত।

(পুরোহিতের প্রস্থান)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজ আরোগ্য লাভ করুন, মহারাজ! দেবরা-জ সারথি মাতলি দ্বারে দণ্ডায়মান, কি অভিপ্রায় হ-য়, আজ্ঞে করুন।

রাজা। স্বত্বর আসিতে কহ।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি। মহারাজ! বিজয় লাভ করুন।

বিদূষক। আমি ব্রাহ্মণ।

মাতলি । প্রণাম ঠাকুর ।

বিদূষক । (হস্ততুলিয়া) দীর্ঘায়ু রস্তু ।

রাজা । মাতলি তোমারতো মঙ্গল ? এসো এই আসনে উপবেশন কর ।

মাতলি । মহারাজের দর্শন মাত্রেই তাবৎ মঙ্গল (উপবেশন) ।

রাজা । মাতলি ! ভগবন্‌ দেবরাজেরতো কুশল ?

মাতলি । আজ্ঞে হাঁ ।

মঙ্গলের মূলাধার যেই আখণ্ডল ।
কখন কি হতে পারে তাঁর অমঙ্গল ॥

রাজা । তুমি কি জন্য আগমন করিয়াছ ? দেবরাজ কি, আমাকে কোন আজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন ?

মাতলি । মহারাজ ! সংপ্রতি দেবরাজ আপনার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, যে আপনি বশিষ্ঠ দেবের প্রতি রাজ-কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অমরাবতীতে চলুন ।

রাজা । দেবরাজের এই আদেশে কৃতার্থ হইলাম ।

বিদূষক । সশরীরে স্বর্গ বাস, এতে আর কে কৃতার্থ না হয় ।

রাজা । সখে বসন্তক ! তুমি স্বয়ং গিয়া বশিষ্ঠ দেবকে এই সকল কথা কহিবা, আর আমার এই অনুরোধ জানাইবা, মদীয় অনাগমন কাল পর্য্যন্ত তিনি যেন

রাজধানীতেই অবস্থিতি করেন, কারণ মহিষী অন্তঃস্বত্ত্বা থাকিলেন।

বিদূষক। যে আজ্ঞে মহারাজ! আমি উপবনে যাইতেছি, আপনিতো স্বর্গে যাইয়া সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবেন, কিন্তু আমি আপনকার অদর্শনে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব।

রাজা। ভ্রাতঃ বসন্তক! তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবা, এবং বৃদ্ধদেবীর ও মহিষীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিবা, দেখো, এবিষয়ে যেন অণুমাত্রও ত্রুটী না হয়, আমি কিছু দিনের পর ফিরে আস্‌ছি।

বিদূষক। ব্রহ্মণ্যদেব আপনকার পথ মঙ্গলময় করুন।

রাজা। মাতলি, বিমান প্রস্তুত কর।

মাতলি। মহারাজ! সমুদয় প্রস্তুত, আপনি গাত্রোত্থান করিলেই হয়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক।

(রাজগৃহ)

বশিষ্ঠ একান্তে উপবিষ্ট।

বশিষ্ঠ। (স্বগত) রাজাতো ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছেন, কস্য ঋষি দিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁর পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, তা নাহইবার বিষয় কি? স্বর্গ-রাজ্য জ্বরা মরণ বিহীন, সেস্থানে গেলেকি রোগ শোক থাকে, ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট শুনিয়াছেন, রাজা আর মর্ত্ত-লোকে আগমন করিবেন না। যদি তাই সত্য হয় তবেতো আমার তপস্যার বিষম বিঘ্ন দেখিতেছি, আমরা একেত ব্রাহ্মণ, তাতে আবার উদাসীন, রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করাকি মাদৃশ লোকের কর্ম্ম, এই-কার্য্যে সমীক্ষ-কারিতা, দূর-দর্শিতা, লোক-ব্যবহার-অভিজ্ঞতা, দণ্ডনীত-জ্ঞান প্রভৃতি অনেক গুণের প্রয়োজন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কি তত গুণ হইতে পারে, এই কার্য্য ভার গ্রহণ করা

আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, যাহোক্ আর কৃতানুশোচনার প্রয়োজন নাই যা হইবার তা হইয়াছে এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহাতে সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় সেই চেষ্টা করা উচিত।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। ঠাকুর প্রণাম, বৃদ্ধদেবী আপনাকে একবার অন্দরে যেতে বলেছেন।

বশিষ্ঠ। চল যাইতেছি।

{ উভয়ের পরিক্রমানন্তর অন্তঃপ্রবেশ }

বৃদ্ধদেবী। (দূর হইতে বশিষ্ঠকে দেখিয়া স্বগত) ঐ বশিষ্ঠ আসছেন, আহা! কি সুন্দরাকৃতি, মাথার চুল গুলি সব শুক্লবর্ণ হয়েছে, গায়ের চর্ম্ম ঝুল্-ঝুল্ কচ্ছে, দেখ্লে ভক্তি হয়, আর প্রণাম কর্ত্তে ইচ্ছা যায়, (নিকটস্থ দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) ঠাকুর প্রণাম।

বশিষ্ঠ। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া) কল্যাণ হউক।

বৃদ্ধদেবী। এই আসনে বসুন।

(সকলে উপবিষ্ট)

বশিষ্ঠ। দেবী! আমাকে কিনিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন?

বৃদ্ধদেবী। মহর্ষে! ভেবেছিলেম্ বৌটীর একটী সুসন্তান হবে, তা বিধাতার বিড়ম্বনায় আজি তাঁর একটি কন্যা হয়েছে।

বশিষ্ঠ। (স্বগত) রাজা যে আর মর্ত্যলোকে আগমন করেন তাহার সম্ভাবনা নাই, ভাবিয়াছিলেম রাজমহিষীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান হইবে, সে আশাও বিফল হলো, এক্ষণে রাজ্য রক্ষণের উপায় কি? কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নিতান্ত উৎশৃঙ্খল দেখা যাইতেছে, যদি মহিষীর কন্যা জন্মিয়াছে, ইহা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে প্রজারা নিশ্চয় বিদ্রোহী হইয়া রাজজ্ঞাতির মধ্যে কোন ব্যাক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবে, এক্ষণে উপায় কি, এখন এই এক উপায় আছে, লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করা যাইবে, রাজার কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু বশিষ্ঠ ভগবান্ ভবানী-পতির আরাধনা করাতে, দেবাদিদেব মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কন্যাকে পুংস্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। (প্রকাশে) দেবী কন্যা জন্মিয়াছে, তারনিমিত্ত একটা ভাবনা কি? আমি অচিরাৎ ঐ কন্যাকে, পুত্র করিব।

বৃদ্ধদেবী। তা কিপ্রকারে হবে?

বশিষ্ঠ। কেন আমি তপস্যাদ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই কার্য্য করিব, হে দেবী! ব্রাহ্মণের অসাধ্য কোন্ ক-

র্ম্ম আছে, দেখুন মহা-তেজা অগস্ত্য গণ্ডূষ দ্বারা অসীম সাগর বারি পান করিয়াছিলেন, দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র হতশ্রী হইয়াছিলেন, আর বৃহস্পতির শাপে কুমুদিনী-নায়ক যক্ষ্মা রোগ্ গ্রস্ত হইয়া আ-ছেন।

বৃদ্ধদেবী। ঠাকুর তার আর কথা কি? আপ্‌নাদিগের মুখে আগুণ জ্বলে, আপনারা মনে কর্‌লে রাতকে দিন ও দিন কে রাত কর্‌তে পারেন, তা কন্যাকে পুত্র করবেন এ আর কোন্ এমন বড় কথা।

বশিষ্ঠ। আর একটী কথা বলিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, স্ত্রী লোকের কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান নাই, সাবধান, কন্যা-টী পুত্র হইল কি না ইহা কেহ দেখ্‌তে না যান, ঈ-শ্বরকে পরীক্ষা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নয়, যখন দেবতার বরে কন্যা পুংস্ত্ব লাভ করিবে তখন কন্যা পুত্র হইয়াছে কি না ইহার অনুসন্ধান করিলেই দেবতার পরীক্ষা হয়, কন্যা পুত্র হইয়াছে কি না ব-লিয়া যাহার চিত্তে সন্দেহ জন্মিবে তাহার ঘোর ন-রক হইবে, আর যিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন, দে-বতা দত্ত পুংস্ত্ব দর্শন মাত্রে তাঁহার কুষ্ঠ-রোগ জন্মি-বে, এবং চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইয়া যাইবে, এক্ষণে কন্যা-কে সর্ব্বদা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান্ করাইয়া রাখ

উচিত, আর লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা পুত্র হইয়াছে, ইহাই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ।

বৃদ্ধাদেবী । আপনি যে সকল আজ্ঞে কর্লেন, সকলই শিরোধার্য্য, এক্ষণে সন্তানটীর একটী নাম রক্ষা করুন ।

বশিষ্ঠ । কি সন্তানটীর নাম, (চিন্তাকরিয়া) নাম "সুদ্যুম্ন রাখিলাম ।

বৃদ্ধাদেবী । সু — দ্যি — শূদ্রমণি — বাঃ, বেশ নামটী হয়েছে ।

বশিষ্ঠ । শূদ্রমণি নয় — সুদ্যুম্ন ।

বৃদ্ধাদেবী । আমরা মেয়ে-মানুষ, আমাদের মুখে সকল কথা শুদ্ধ বেরোএনা, এ নামটী বড় শক্ত হলো, এ নাম ধরে ডাকা সকলের সাদ্ধি হবেনা, ভাল, এ নামটীও থাকুক, আর একটী সোজানাম রাখুন ।

বশিষ্ঠ । (ক্ষণেক চিন্তার পর) ভাল, তবে অপর নাম, ইলা রহিল ।

বৃদ্ধাদেবী । কি ? ইলা, এই বেস সোজা নামটী হয়েচে ।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী । মহর্ষে ! প্রণাম, শান্তিরক্ষক সভাগৃহে আপনার প্রতীক্ষা করিতোছেন ।

বশিষ্ঠ । আচ্ছা, চল যাইতেছি ।

{ উভয়ের পরিক্রমণানন্তর সভাগৃহে প্রবেশ }

শান্তিরক্ষক। ঋষে, আশীর্ব্বাদ করুন, প্রণাম।

বশিষ্ঠ। (হস্তর্তুলিয়া) দীর্ঘায়ুরস্তু।

শান্তিরক্ষক। ঋষে! অদ্য দুইটী কামিনী একটী বালক লইয়া, এ আমার বালক, এ আমার বালক, বলিয়া বিচারালয়ে পরস্পর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, কাহারও সাক্ষী নাই, প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন কিপ্রকারে বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ। আমি স্বয়ং বিচারালয়ে যাইতেছি।

শান্তিরক্ষক। তাহা হইলে বড় উত্তম হয়।

(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

(বিচারালয়

বশিষ্ঠ বিচারাসনে উপবিষ্ট।

নিকটে কর্ম্মচারি সম্মুখে বাদি প্রতিবাদি গণ।

কর্ম্মচারী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লিপী পাঠ) এই ধর্ম্মাধিকরণ এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে, বাদি প্রতিবাদীর বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, এমতস্থলে যিনি মিথ্যা ব্যবহার করেন, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাকে পরমেশ্বরের নিকট দোষী এবং রাজ নিয়মানুসারে শারীরিক অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, এক্ষণে সত্যাশ্রয় করিয়া যাহার যে অভিযোগ থাকে তাহা প্রকাশ কর।

বাদিনী। (কর যোড়ে ও সজল নয়নে) ধর্ম্ম অবতার শুনিতে আজ্ঞে হয়, আমার স্বামিরা দুই সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠের ভার্য্যা আমি, আর যার কোলে ঐ ছেলেটী দেখ্‌ছেন উনি কনিষ্ঠের স্ত্রী, হঠাৎ একই দিনে দুজনেই বিধবা হই, তখন আমাদের উভয়েরি সন্তানের সম্ভাবনা ছিল, মাঘ-মাসের ২২ বাইসে দুজনারি দুটী ছেলে হয়, পরশু দিন রাত্রে উনি আর আমি ছেলে কোলে করে শুয়ে আছি, প্রাতঃ কালে উঠে দেখি আমার কোলের ছেলেটী মরে রয়েছে, তার পর সেই মরা-ছেলেটিই আমার, এই মনে করে অনেকক্ষণ কাঁদলেম, আমার ছেলেটীর কপালে একটী তিল ছিল, তা আমি আগে দেখেছিলাম, যখন বেস ফর্শা হয়ে গেল, তখন দেখি যে, মরা ছেলেটীর কপালে তিলের দাগ নাই, তার পর ভাল করে অনুসন্ধান করাতে, দেখ্‌তে পেলেম, উঁহার কোলের ছেলেটীর কপালে তিল আছে, তখন এই ছেলে আমার বলে নিতে গেলে, উনি আমাকে নানা প্রকার জার বেজার করে গালি দিলেন, আমি আর কিছু দিশে বিশে নাপেয়ে আপনারদের কাছে নালাশ কর্‌লেম, আপনারা যথার্থ তজ্‌বিজ্‌ করে যার ছেলে হয় তাকে দেন।

বশিষ্ঠ। (প্রতিবাদিনীর প্রতি) বাদিনী যাহা যাহা কহিল
তাহাতো সকলই শুনিলে, এক্ষণে তুমি কি উত্তর
দেও?

প্রতিবাদিনী। ধর্ম্ম অবতার, ও যা বল্‌ছে সকলই মিছে, এ
সন্তান আমার।

বশিষ্ঠ। (বাদিনীর প্রতি) প্রতিবাদিনী তোমার অভিযো-
গ অযথার্থ কহিতেছে, এক্ষণে এসন্তান যে তোমা-
র, সাক্ষীদারা তাহার প্রমাণ করাইতে পার?

বাদিনী। না ধর্ম্ম অবতার, আমার সাক্ষী সাবুদ কিছুই নাই,
সাক্ষী থাকিলে কি বিচারালয়ে আস্‌তে হতো।

বশিষ্ঠ। যদি সাক্ষী না থাকে তবে আর কি হইবে, এক্ষণে
এই বিচার হইতে পারে, তোমরা উভয়ে সন্তুষ্ট হই-
য়া, পর্য্যায়ক্রমে এই সন্তানটীর লালন পালন কর,
অথবা যে হয়, একজনে গ্রহণ কর, বাঞ্ছানকূল তো-
মরা সন্তুষ্ট হয়ে এ দুয়ের একটা কর, ইহা ভিন্ন আ-
র কোন উপায় দেখিতেছিনা, বিশেষতঃ ইহাও বি-
বেচনা করিও, এই একমাত্র সন্তান কিছু দুজনের
গর্ভে জন্মেনাই, অবশ্যই একজন মিথ্যা ব্যবহার ক-
রিতেছে, এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক আপনারাই নি-
ষ্পত্তি করিয়া যাহার সন্তান হয় সে গ্রহণ কর।

প্রতিবাদিনী। না ধর্ম্ম অবতার, এমন হতে পারেনা, বিচা-

যে যার সন্তান হয় সেই পাবে।

বশিষ্ঠ। ভাল বিচারই করিতেছি, (যাতুকের প্রতি) ভদ্র! তুমি খড়্গদ্বারা এই বালকটীকে সমভাগে দ্বিখণ্ড করতঃ এক এক খণ্ড এক এক জনকে দিয়া বিদায় কর; (সন্তান চ্ছেদনের উদ্যোগ)

প্রতিবাদিনী। ধর্ম্ম অবতারের জয়হোক্, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের সভা, যথার্থ বিচার হয়েছে, এতে আমার কিছুই আপত্তি নাই।

বাদিনী। কোথাই ধর্ম্ম অবতার, অবিচারে আমার বাছার প্রাণ বিনাশ করবেননা, আমি উহাকে চাহিনা, যা-র ইচ্ছা সেই নে যাক্, তাতে আমার কিছুই দুঃখ না-ই, আমার বাছা বেঁচে থাকলেই হলো। (বসনাঞ্চ-ল মুখে দিয়া রোদন)

বশিষ্ঠ। (যাতুকের প্রতি) ভদ্র! স্থিরহও, আর বালকে কাটিতে হইবেনা, তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে; সকলে দে-খ, মাতা কখন সন্তানের জীবন বিনাশে দুঃখিতা হ-ইতে পারেনা, যখন আমি বালকটী সমখণ্ডে চ্ছেদ-ন করিতে বলি, তখন প্রতিবাদিনী যথেষ্ট সন্তুষ্ট হ-ইয়া, বিচারালয়ের প্রশংসাবাদ করিয়াছে, আর বাদিনী স্বীয় পুত্রের প্রাণ বিনাশ আশঙ্কায় অশ্রু বাষ্প বিগলিত লোচনে যথার্থ মাতৃ স্নেহ দেখাই-

য়াছে, এই সকল হেতু বশতঃ দেখা যাইতেছে, এ সন্তান বাদিনীর গর্ভ সম্ভূত, প্রতিবাদিনী কদাচ ইহার জননী হইতে পারেনা, অতএব ধর্ম্মাধিকরণ এই চূড়ান্ত আজ্ঞা করিতেছেন, যে বাদিনার সন্তান বাদিনী প্রাপ্ত হয়, আর প্রতিবাদিনী যাবজ্জীবন কারাগৃহে বদ্ধ থাকে।

দর্শকগণ। মহর্ষে! সাধু সাধু, সাধু বিচার হইয়াছে।

বশিষ্ঠ। (পদাতিকের প্রতি) ভদ্র! প্রতিবাদিনীকে কারাগৃহে লইয়া যাও।

পদাতিক। (ধাক্কাদিয়া) চল্ বে চল্।

(সকলের প্রস্থান)

(রাজপথ)

একজন নাগরিক ও বৃন্দকের প্রবেশ।

নাগরিক। কোথা যাও?

বৃন্দক। ব্রাহ্মণের পদধূলি কুড়াতে।

নাগরিক। তাতে কি করবে?

বৃন্দক। রাজ-পুত্রের সূতিকাঘরে দিতে হবে।

নাগরিক। রাজ-পুত্রের কি হে, সে রাজ-কন্যার।

বৃন্দক। নাহে না, ও বলোনা, তুমি শোননাই, রাজার কন্যা হয়েছিল, তা বশিষ্ঠদেব ঐ কন্যাকে পুত্র করে দিয়াছেন।

নাগরিক। আজি কিছু খেয়েছ না কি হে ?

বৃন্দক। কেন আমার কথাকি তোমার বিশ্বাস হলোনা ?

নাগরিক। আমিকি পাগল হয়েছি ? যে কন্যা পুত্র হয়েছে বলে বিশ্বাস যাব, একি বিশ্বাসের যোগ্য কথা ; কন্যা ওকি কখন পুত্র হতে পারে।

বৃন্দক। তুমিকি শোননাই, বশিষ্ঠ আপনি বলেছেন, এ কথায় যার বিশ্বাস না হবে সে নরকে যাবে।

নাগরিক। তাহলেতো বশিষ্ঠকেই আগে নরকে যেতেহয়।

বৃন্দক। তিনি নরকে যাবেন কেন ?

নাগরিক। তিনি যদি বলে থাকেন, একথায় যে বিশ্বাস না করবে. সেই নরকে যাবে, তাহলে তাঁরই এতো বিশ্বাস হতে পারেনা, কাযে কাযেই তাঁকে নরকে যেতে হবে।

বৃন্দক। ওহে, তুমি কিছুইযে বিশ্বাস করনা, বশিষ্ঠ মুনি ব্রাহ্মণ ; তিনি ব্রহ্মতেজে কি না কত্তে পারেন ?

ব্রাহ্মণের তেজ বলে, মুখেতে আগুণজ্বলে,
ত্রিজগতে ধন্য দ্বিজ বর।
বিপ্র সম মান্য নাই, তৎ ক্ষণাৎ ফলে তাই,
যারে যেই দেন শাপ বর ॥
দেবদ্বিজ নহে ভিন্ন, ভৃগুমুনি পদ চিহ্ন,
ভগবান ধরিলেন বুকে।

ব্রাহ্মণের পদ তলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
দেবের ভোজন দ্বিজ মুখে ॥

নাগরিক। ভাইহে! আমরা মুখ্খু সুখ্খু মানুষ, আমাদের তত ভক্তি নাই, ভাল স্বীকার বলদেখি, এ কথায় তোমার বিশ্বাস হয় কি না?

বৃন্দক। আমরাতো ভাই তোমাদের মত আলোতে যাই নাই, আমরা আজিও অন্ধকারে আছি, আমাদের বাপ, পিতামহেরা যা বিশ্বাস করে গেছেন, আমরা তা বিশ্বাস কর্বো, তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, কাযেই ও সব কথায় মন লাগেনা।

নাগরিক। ছি ভাই, এত রাগ কর কেন?

বৃন্দক। তোমাদের কথায় কেনা চটে, আমি চক্ষে দেখে এলেম, রাজার কন্যা বশিষ্ঠ বরে পুত্র হয়েছে, তাই বড়, না তোমার কথাই বড়।

নাগরিক। (হাস্য) আচ্ছাভাই, রাজ-কন্যা পুরুষ হয়েছে, তা তুমি আপন চক্ষে দেখেছ? সত্য করে বলদেখি?

বৃন্দক। যাদের কাছে শুনেছি, সে আপন চক্ষে দেখাচ্চেয়েও বাড়া, তারা মিথ্যা কথা কবার লোক নয়।

নাগরিক। তোমার যে লক্ষণ, তুমি যদি বল রাজারকন্যা-পুরুষ হয়েছে, আর তার মস্ত মস্ত মোচ-দাড়ি উঠেছে, তাহলেইবা তোমাকে কে ঠেকায়।

বৃন্দক। (হাস্য) হা ঈশ্বর! এই পাষণ্ড নাস্তিকদের কি গতি হবে?

নগরিক। তুমিযে হাড়ে চটে-উঠ্‌লে, চটকেন, কামড়াবে-নাকি?

বৃন্দক। তোমাদের কথা শুনে মহামানুষের রাগ হয়, পা-ভুক্তিন শ্রুতি পড়ে মনেকর আমরা মহাজ্ঞানী হয়েছি, দেবতা মাননা, ব্রাহ্মণ মাননা, লঘু গুরু ভেদ নাই, তোমাদের যে নরকেও স্থান হবেনা, দেখ্‌তেপাই।

নাগরিক। তোর্‌যাতে স্বর্গেযাবে, নাহয় সেইসময়, তোমাদের লেজ ধরেই যাব, তার জন্যে ভাবনা কি।

বৃন্দক। মুখ্‌সাম্‌লে কথাকোস্‌, বড়যে লোক্‌কে গাল্‌দিস্‌, ঘঘু দেখেছিস্‌ ফাঁদ দেখিস্‌নি, অতো ভালনয়, কোন্‌ দিন্‌ কোন গোয়ারের হাতে ঠেকেযাবি।

নাগরিক। তোরসঙ্গে মিছে বক্‌লে কিহবে, তুইযে একেবারে চটেলাল হয়ে উঠ্‌লি, মুখে যা আস্‌চে যায় বেজায় করেযে তাই বল্‌ছিস্‌, তুইবেটাকি আমার যোগ্য লোক, যে তোর্‌ সঙ্গে ঝকড়া করবো?

বৃন্দক। হুঁঃ, বেটাযেন নবাব-পুত্র এলেন, আমি ওঁর যোগ্য লোক্‌ নই, কি মান্যমান্‌ লোক্‌টা?

নাগরিক। কিঃ বল্‌লো তুই রাজবাড়ির খান্‌সামা, নই-

লে দেখাতেম, তোর্ ভাগ্গি ভালো যে বেঁচেগেলি।

বৃন্দক। ওমা, ভয়ে মস্লেম ; কোথা পালাব, রাজ-বাড়ির খানসামা নাহলে কি দেখাতে ?

নাগরিক। তোর ভাগ্গি ভালো যা, কি দেখাতেম, তা দেখ্‌লেই টের পেতিন্‌।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

(উদ্যানস্থ বৈঠক খানা)
বশিষ্ঠ একান্তে উপবিষ্ট।

বশিষ্ঠ। (স্বগত) এক্ষণে সকলেই এক প্রকার রাজ কন্যা ইলার পুংস্ত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছে, বয়ঃক্রম প্রায় এই দশবর্ষ অতীত হয়, এক্ষণে বিবাহ দেওয়া উচিত, বিবাহ দিলে লোকেরা উহাকে পুরুষ বলিয়া আরও অধিক বিশ্বাস করিবে, বিশেষতঃ যদি এখন বিবাহ না দেই তাহা হইলে আর দুই চারি বৎসর পরেই সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণ-কন্যা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে, তখন আর আমার ধূর্ত্ততা গোপন থাকিবেনা; এক্ষণে বিবাহ দেওয়া যাউক, তার-পর " ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে ,, যাহর ভাই হবে নাহয় এক জন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া গোপনের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করাইয়া লওয়া যাইবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ঋষে! আশীর্ব্বাদ করুন, দ্বারে নব ঘটক উপস্থিত, তিনি কহিলেন, আপনকার সহিত তাঁহার কোন কথা আছে!

বশিষ্ঠ। আসিতে কহ।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

(নব ঘটকের প্রবেশ)

ঘটক। মুনিবর! নমস্কার।

বশিষ্ঠ। নমস্কার, এই আসনে উপবেশন কর। এত বিলম্ব-কেন, কিকরে এলে বল দেখি?

ঘটক। আর মশয়, ব্রহ্মাণ্ড ঘুরেং হয়রান্ হয়েছি।

বশিষ্ঠ। তারপর ঘটাতে পেরেছ কি না?

ঘটক। আজ্ঞে একেবারে সম্বন্ধ স্থির করে এসেছি।

বশিষ্ঠ। কোথায় স্থির করে এলে বলদেখি? মেয়েটী কে-মন আর বরইবা কিপ্রকার?

ঘটক। আজ্ঞে, কান্যকুব্জের রাজা সুবিজয়ের নাম শুনে থাক্‌বেন, তাঁহারই কন্যা, নাম চন্দ্রকলা; ঘরের বিষয় আর কি বা বল্‌বো, বাজিয়ে লবেন, তাঁদের কুলের বিষয় কিছু নিবেদন করি শুনুন্।

আদি পুরুষের নাম, মহাযশা কীর্ত্তিরাম,
কামদেব তনয় তাঁহার।
কম নন্ কোন অংশে, অযোধ্যায় সূর্য্য-বংশে,
আদান প্রদান ঘর যাঁর ॥
কামদেব অতি ধন্য, কুলীনের অগ্রগণ্য,
তাঁর পুত্র শ্যাম মহাশয়।
শ্যামের অপত্য কাশী, হন্ কান্যকুব্জ-বাসী,
পেয়ে মাতামহের বিষয় ॥
কাশীর তনুজ দ্বয়, ভদ্র আর সুবিজয়,
ভদ্র গেল হইয়া সন্ন্যাসী।
সুবিজয় রাজ কন্যা, চন্দ্রকলা মহীধন্যা,
মূর্ত্তি মতী যেন চাঁদ আসি ॥

বশিষ্ঠ। হাঁ, আমার জানা আছে, সেটা করণীয় ঘর বটে, সুবিজয় রাজার সহিত তোমার কোন কথা বার্ত্তা হয়েছে?

ঘটক। আজ্ঞে, আমি পূর্ব্বে অনেক দিন সুবিজয় রাজার সভায় ছিলেম, রাজাও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন তার পর যখন এই মিথিলার রাজ ঘটকের পদ শূন্য হয় তখন আমি সুবিজয়ের সভায় আপন পুত্রকে রাখিয়া এখানে নিযুক্ত হই, আমার পুত্র তদবধি ঐ রাজ সভাতেই আছেন, আমি রাজাকে

এই সম্বন্ধের বিষয় জানাইলে, তিনি কহিলেন, ই-হাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, পাত্র দেখিবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই, কেননা একে রাজ-পুত্র, তাতে আমার তুমি ভাল বল্তেছ, যাহোক্ যথাকালে বাগ্ দানের সামগ্রী সহ ব্রাহ্মণ পাঠান, যাবে, আগামি শ্রাবণ মাসের একাদশ দিবসে শুভ দিন আছে, যদি তোমরা প্রস্তুত থাক তবে বশিষ্ঠ দেবকে কহিবা, তিনি যেন কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া আমাকে সংবাদ দেন, আমিও ইতি মধ্যে সমু দ্র আয়োজন করিতেছি।

বশিষ্ঠ। তাতে আর আমার বিশেষ আপত্তিকি? আগামি মাসের একাদশ দিবসেই বিবাহ দেওয়া যাইবে, "শুভস্য শীঘ্রং,, বিলম্বের প্রয়োজন নাই, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, তুমি এক খানী পত্র লিখিয়া পাঠাও, যে মহাশয়ের মতেই বশিষ্ঠ দেব সম্মত আছেন।

ঘটক। যে আজ্ঞে মহাশয়! আমি পত্র লিখে পাঠাব, বোধহয় আর চারি পাঁচ দিন মধ্যে বাগ্‌দানের জিনিস-পত্র নিয়ে লোক-জন আস্‌বে।

বশিষ্ঠ। কন্যাটী দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন, অঙ্গ-সৌষ্টবতো আছে?

ঘটক। বলেন কি মশয়! পরমা-সুন্দরী, যেন রূপার থাল-

খানি।

কুন্দবিনিন্দিত, দন্ত রুচির কিবা,
শোভিত, তাম্বুল দাগে।
বিম্ববিড়ম্বিত, ওষ্ঠযুগল তাহে,
রঞ্জিত, আপন রাগে ॥
চঞ্চল খঞ্জন, নিন্দিয়া লোচন,
চঞ্চলা জিনিয়া সুবর্ণ।
তন্মুখ দর্শনে, লজ্জিত চন্দ্রমা,
অগ্নিতে পুড়িল সুবর্ণ ॥

বশিষ্ঠ। মেয়েটীর বয়স কতো ?

ঘটক। আজ্ঞে এই চৈত্র-মাসে পাঁচ-বছরে পড়বে।

(নেপথ্যে)

বীণাবাদন ও গীত।

রাগিণী বেহাগ
তাল আড়া।

চিন্ময় চিন্তামণি, গোপাল বেশে গো ছলে।
ভুবন মোহন রূপ, বেষ্টিত ব্রজ রাখালে ॥
অকলঙ্ক কালশশী,
করেতে মোহন বাঁশি,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি,

দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে।
রতন নুপুর পায়,
হাতে কাঞ্চন বলয়,
মকর কুণ্ডল দ্বয়,
শ্রুতি যুগলে।
কটীতটে পীত ধড়া,
গলে গুঞ্জ-মালা বেড়া,
শিরে চূড়া বামে ভেড়া,
বেড়া তাহে বন ফুলে॥

বশিষ্ঠ। ঐ শুন, ঝকড়ার গুরুঠাকুর আস্‌ছেন, চুপকর, বিবাহের কথায় আর দরকার নাই, অন্যান্য আলাপ করা যাক্. উনি সামান্য পাত্রটী নন, যদি এ বিবাহের বিন্দু বিসর্গও টের পান তবেই একটা কারখানা বাধিয়ে বস্‌বেন?

ঘটক। আজ্ঞে, আমি ওঁকে বিলক্ষণ চিনি, কিসে পরে পরে ঝকড়া লাগে সর্ব্বদাই সেই চেষ্টাতেই ফেরেন, ত্রজাণ্ডে কেহই উঁহাকে ভালবাসেনা, যেখানে যান সেই মনেকরে, এআপদ বেরুলে বাঁচি, এর কথাটী ওকে বলা, ওর কথাটী একে বলা, এই ওঁর স্বভাব।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। ঋষে, নমস্তে।

বশিষ্ঠ। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, নমস্কার, এইআসনে উপবেশন করুন; এবার অনেক দিনের পর দেখা হলো, কেমন ব্রহ্ম লোকেরতো মঙ্গল।

নারদ। আজ্ঞা হাঁ, সমুদায় মঙ্গল, এবার অনেক দিন পর্য্যন্ত তীর্থ পর্যাটনে ছিলেম, সংপ্রতি বদরিকাশ্রম হইতে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে যাইতেছি, পথ ঘটিত ভাবিলাম একবার আপনার সহিত দেখাটা করেযাই।

বশিষ্ঠ। আমার প্রতি আপনার এই প্রকার অনুগ্রহই বটে, আপনার সন্দর্শনে আমি পবিত্র হইলাম।

নারদ। (ঘটকের প্রতি ঈঙ্গণ) ঋষে! ইটী কে?

বশিষ্ঠ। আজ্ঞা, ইনি রাজ কুলাচার্য্য।

নারদ। (ঈষৎ, হাস্য) ও কি মহাশয়, বুড়োকালে যে কুলাচার্য্য নিয়ে বসে আছেন, তপোবনে একাকী থাক্‌তে ভয় লাগে নাকি, আপনার স্ত্রী অরুন্ধতীতো জীবিতা আছেন?

বশিষ্ঠ। (হাস্য) না, না, আপনি যা ভাব্‌ছেন, তা নয়, রাজা বৈবস্বত স্বর্গে গমন করেছেন, এক্ষণে আমা-

কেই সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করতে হয়।

নারদ। ওহো, তাতো শুনি নাই, আপনিই এখন একটাং রাজা, আর একবার না সূর্য্যবংশের কোন্ রাজার একটাং হয়েছিলেন, যাতে আছালতন্ হতে পারেন সেই চেষ্টা দেখুন্। আচ্ছা যত দিন একটাং থাকেন ততদিনও রাজার মতন চল্‌তে হয়, যদি আছালতন রাজার দশটী রাণী থাকে, তা হলে এক্‌টাং রাজার অন্ততঃ তিনটীও থাকা চাই, তার কম হলে মান সম্ভ্রম থাক্‌বে কেন?

বশিষ্ঠ। (হাস্য পূর্ব্বক) আমার বিবাহ নয় মহাশয়, আমার বিবাহ নয়, আমি আর বুড়ো কালে বিবাহ করে কিকরবো, আমার তিন কাল গেছে, এক-কাল আছে, এখন আর এ কার্ত্তিক কে কেগছ্‌বে?

নারদ। তা যেমন দেবা তেমনি দেবীও আছে, ভাল আপ-নার বিবাহ নয় তবেকার?

বশিষ্ঠ। রাজ কুমারের বিবাহ।

নারদ। কোন রাজ কুমার? রাজা বৈবস্বতের কি পুত্র আ-ছে? না, আমরা যেন শুনেছি, রাজা যখন স্বর্গে যান তখন রাজমহিষীর গর্ভ ছিল, সেই গর্ভে একটী ক-ন্যা জন্মিয়াছে।

বশিষ্ঠ। হাঁ, একটী কন্যাই জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমি কঠোর

তপস্যাদ্বারা দেবতা দিগকে প্রসন্ন করাতে সেই ক-
ন্যাই পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

নারদ। সেটির বয়ক্রম কত হয়েছে?

বশিষ্ঠ। এই, নয়বর্ষ অতীত হইয়া দশবর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে।

নারদ। অরে এত অল্প বয়সেই পুংস্ত্ব প্রাপ্তি, হাঁ, রাজারে-
শ্বর, হলেও হতেপারে, বড় অসম্ভব নয়, মহাশয় বা-
ল্মীকির লিখিত রামায়ণ সমুদয় পাঠ করেছেন?

বশিষ্ঠ। হাঁ, আদ্যোপান্ত সকলই দেখেছি।

নারদ। আদিকাণ্ডে যে, ভগীরথের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত আ-
ছে, তাতো কিছু-মাত্র বিশ্বাস হয়না, আর বিশ্বাস
না করেই বা কি করি? যেমন কাল, দেশ, পাত্র,
পড়েছে, তাতে হলেও হতেপারে।

ঘটক। মশয়কে যে বড় রসিক দেখ্‌তে পাই, কথায় কথায়-
ই যে ঠাট্টা, এত কেন, একটুক চেপে চলুন।

নারদ। দুর্গে! তোমার ইচ্ছা, মা! মনোবাঞ্ছাটা সিদ্ধি হ-
লোবটে, কিন্তু পঞ্চোপচারে হলো।

বশিষ্ঠ। কিবল্‌ছেন, পঞ্চ উপচার কি?

নারদ। আজ্ঞা, অনেক দিন ঝকড়াটা দেখা হয়নাই, পরে২
বাধ্‌লেই কিছু তামাসা দেখা যায়; কিন্তু তা নাহয়ে
ঘরে ঘরেই বাধাতে হলো, তাই বল্‌ছি, পরে পরে
হলে ষোড়শ উপচারে হতো, তা নাহয়ে পঞ্চ উপ-

চারে হতে চল্লো।

ঘটক। (অপ্রস্তুত হইয়া) পায়ধরি মশায়! মাপ করুন, আমি আপনার সঙ্গে ঝকড়া করতে চাহিনা, আমি এত পাগল নই।

বশিষ্ঠ। থাকুক. কথায় কথা বাড়ে।

নারদ। চল্লেম মহাশয়, নমস্কার।

বশিষ্ঠ। মহাশয় নমস্কার! যখন এদিগে আসাহয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক, দর্শন দিয়ে যাবেন।

নারদ। (হাস্য পূর্ব্বক) আম্রা দরিদ্র লোক, আম্রা কিছু দিতে পারিনে, আপনি এক্ষণে একটাং রাজা, আপনার নিকট পাইবার প্রত্যাশা করি, বরং মাঝে মাঝে এসে দর্শন নিয়ে যাব।

বশিষ্ঠ। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)! আপনার সঙ্গে কথায় কে পার্‌বে ?

(নারদের প্রস্থান)

(মধু মিত্রের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। কেহে, মধু নাকি ?

মধুমিত্র। আজ্ঞে, প্রণাম।

বশিষ্ঠ। কেমন্ কতো জরিপ হলো ?

মধু। আজ্ঞে, আজি দাগ্ পচিশেক্ জমীর জেয়াদা জরিপ

হয়নাই।

বশিষ্ঠ। কেন, এত অল্পায়ে?

মধু। আজ্ঞে, খানিক ব্রহ্মোত্র জমী দাগে পড়েছে যে বামুনের জমী তার সনদ্ নাই, গ্রামের গোমাস্তা মণ্ডল সকলেই বলে এজমী ঐ ব্রাহ্মণের পৈতৃক, বরাবর ভোগ দখল করে আস্‌চে, সেই গোলে পড়ে আজি সারা দিনটে গেছে।

বশিষ্ঠ। কি? সনদ্ নাই, অথচ ভোগ দখল করে, সেকি? তুমি সেজমী সরকারে জব্দ করো, যার সনদ্ নাই তার জমী বাজেআপ্ত হবে।

মধু। আপনারও খানিক জমী আছে, তার সনদ্ টনদ্ না-ই, সেজমীর (অস্পট স্বরে) কি করা যাবে?

বশিষ্ঠ। ভাবটে, ভাবটে, এসংসারে পূর্ব্বহতেই ব্রহ্মস্ব গ্রহণ নাই, মধু, তুমি ব্রহ্মকন্টকে হাত দিওনা, ব্রহ্মোত্র দেখলেই ছেড়ে দেবে।

মধু। (স্বগত) আছাড় খেয়ে শয়নে প্রণিপাত, এখন দেখলেন আপনার লোকসান, কাযেই ছেড়েদিও বই আর কি বলবেন। (প্রকাশে) যে আজ্ঞে, আমি চাকর, আমাকে যেরূপ হুকুম কর্‌বেন আমি তাই করবো।

বশিষ্ঠ। মধু, তুমি বিদ্যাভূষণের কাছে জিজ্ঞাসা করে এস,

শ্রাবণ মাসের ১১ এগারেই বিবাহের দিন হয় কি না ? আর সেই দিনটা কেমন ?

মধু । যে আজ্ঞে, আমি চল্লেম।

(মধু মিত্রের প্রস্থান)

(বিদ্যাভূষণের টোল)

বিদ্যাভূষণ ও ছাত্রগণ উপবিষ্ট ।

ছাত্রগণ । ভাল, ভট্‌চায্‌ মশয়, আজ্ঞ মাংস খেতেই বা নিষেধ কেন ? আর মৎস্য খেতেইবা বিধি কেন ?

বিদ্যাভূষণ । (মাথাচুলকাইয়া) ভাল বাপু সকল, ভাল কথাটা জিজ্ঞাসা করেছ, ওনাকি মাংস, বুজলে কিনা, ওনাকি মাংস, এজন্য খেতে বিধিনাই, আর এনাকি মৎস্য, বুজতে পাল্লেতো, এনাকি মৎস্য, এজন্য খেতে বিধি আছে।

(মধু মিত্রের প্রবেশ)

মধু । খুড়োঠাকুর আশীর্ব্বাদ করুন।

বিদ্যা । কে, বাপু মধু নাকি ? এসো২, কেমন ভালো আছতো ?

মধু । আজ্ঞে, যেমন রেখেছেন।

বিদ্যা । বাড়ীরলো সব ভাল ? অনেকদিন হতে দেখ্‌তে পা

ইনে কেন বলদেখি ? কোনঠাঁই কিছু বিষয় কর্ম্ম আছে কি না ?

মধু । আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সকলেই ভাল, এই মাসস্থুক্তিন পর্য্যন্ত রাজসরকারে এক পরতলের আমিনি কর্ম্মে মকরর হয়েছি ।

বিদ্যা । কি, পরকালের আমীন, সে আবার কেমন কর্ম্ম ?

মধু । আজ্ঞে, পরকালের নয়, পরতলের আমীনি কর্ম্ম ।

বিদ্যা । তাতে কি কত্তে হয় ?

মধু । প্রথমে যে আমীন জরিপ করে, তাকে একন্দাজের আমীন বলে, একন্দাজের জরিপে তঞ্চক আছে কি না, তাই জান্‌বার জন্যে যে জরিপ হয়, তাকে পরতল্‌ বলে ।

বিদ্যা । পূর্ব্বমাটে আমার কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্র জমী আছে, সনদে তিন-বিঘা লিখা যায়, কিন্তু আমার দখলে সাতাইশ বিঘা আছে, পূর্ব্ব আমীনকে পাঁচটী টাকা দিয়েছিলেম, এক্ষণে তুমি আমীন হয়েছ, তুমি কি আর আমার কাছে টাকা কড়ী নেবে ?

মধু । (কর্ণেহস্ত) রাম, রাম ! খুড়ো-ঠাকুর, আমি আপনার কাছে টাকা নেবো, আপনি যে পায়ের ধুলা দেন তাই যথেষ্ট ।

বিদ্যা । মধু, কি মনেকরে বল দেখি ?

মধু । বশিষ্ঠ দেব জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন, শ্রাবণের ১১ এগারই তারিখে বিবাহের দিন আছে কি না ?

বিদ্যা । আমার ছাত্র কালী পঞ্জিকা খানি বন্ধ করে রাজবাড়ী গেছেন, বসো, তিনি এলেই দিন দেখে দিচ্ছি।

মধু । তিনি রাজবাড়ী গেছেন কেন ?

বিদ্যা । রাজকুমারের জন্য এক জন শিক্ষক নিযুক্ত হবে, বশিষ্ঠ দেব শিক্ষক নিযুক্ত করার ভার তালব্যের প্রতি দিয়েছেন, তালব্য আমার নিকট এক পত্র লিখেছিলেন, আমি তদনুসারে কালীকে পাঠিয়েছি কালী বড় ভাল ছেলে, অতি শান্ত, কাহারও সহিত বড় কথাটী নাই, পড়াশুনাতেও বিলক্ষণ, এবৎসর শ্রাদ্ধ তত্ত্ব পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, বল্‌তেকি, সেটী-তো ছেলেনয়, রত্ন বিশেষ, বুাংপন্ন কেশরী।

মধু । খুড়োঠাকুর, আমার ঘোষালদের বাড়ী একটুক বরাৎ আছে, ততক্ষণ সেখান থেকেই কাযটা সেরে আসি আপনি দিন দেখে রাখুন আমি যাবার বেলা এ-দিগ হয়ে যাব।

বিদ্যা । আচ্ছা বাপু তবে সেই ভাল।

(মধু মিত্রের প্রস্থান)

(ঐ)

(কালী সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

বিদ্যা । কি কালী, যেতে যেতেই যে ফিরে এলে, যেজন্যে গেছিলে তার মঙ্গলতো ?

কালী । কিছুতো বুঝ্‌তে পার্‌লেমনা ।

বিদ্যা । কিকি কথাহলো বলদেখি ?

কালী । আমি রাজ বাড়ি গিয়ে তালব্যের কাছে গেলেম্, তিনি তখন পুস্তক দেখ্‌তেছিলেন, আমি আপনার পত্র দিলেম ।

বিদ্যা । তিনি পত্র পড়ে কি বল্লেন ?

কালী । তিনি লিখন পাঠ করে আমাব দিগে চেয়ে বল্লেন, এই চৌকির উপর বসুন, আমি বস্‌লেম ।

বিদ্যা । তার পর ?

কালী । তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন, তোমার কিকি পড়া আছে ?

বিদ্যা । তাতে তুমি কি উত্তর দিলে ?

কালী । আমি বল্লেম, শব্দশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র এবং পুরাণাদি পড়েছি ।

বিদ্যা । তালব্য তোমার সহিত কিছু শাস্ত্রীয় আলাপ কল্লেন ?

কালী । হাঁ, তাঁকে দেখ্‌লেম, তিনি বিলক্ষণ বিদ্বান্, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বল দেখি, শকুনি দুঃশাসনে

র কে ছিল ? আমি বল্লেম, শকুনিতো দুঃশাসনের পিসী।

ছাত্রগণ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, (উচ্চহাস্য) খুববলেছ, কেবল সুধু কথাটা বলা ভাল হয়নাই, অমনি ঐ সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের বিভীষণ বধের পালাটা শুনিয়ে দিতে পার্‌লে না।

কালী। রামায়ণের খবর তোমরা যত জান আমি তার এক আনাও জানিনা, তোমাদের সেসব চখে দেখা, আর আমার কাণে শুনা।

বিদ্যা। ওরাতো বেশ বল্‌ছে, তাতে রাগ কর কেন, তুমি যাবলে এসেছ, সেকি তোমার মাথা, না মুণ্ডু।

কালী। কেন মশয়, শকুনি ইকারান্ত, আপনি বলে দিয়েছেলেন, আকারান্ত ও ইকারান্ত শব্দ হলেই স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাই আমি বলে এসেছি শকুনি দুঃশাসনের পিসী।

বিদ্যা। হা মূর্খ, সকল ইকারান্ত শব্দ যদিস্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে যে হরি, অগ্নি, ইত্যাদি শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে, শকুনি যে দুঃশাসনের মামী, বিষ্ণু, — মামা।

কালী। তা মামাকে পিসী বল্‌তে দোষকি ? মামা মায়ের ভাই, আর পিসী বাপের বোন্।

ছাত্রগণ। বিদ্যে যে অগাধ, একে বারে মা সরস্বতীকে জ-

নদিয়ে গুলে খেয়েছ, আজি হতে যে আমরা তোমার কাছে অনেক শিখ্‌লেম, (বিদ্যাভূষণের প্রতি) ভট্‌চায্‌ মশয় ! বাপ হতেও সন্তান জন্মে, এবং মা হতেও সন্তান জন্মে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কৌশল্যা রামের কে ছিল ? তবে আমরা এখন হতে বল্‌বো, কৌশল্যা রামের বাপ।

কালী। (অপ্রতিভ হইয়া বিদ্যাভূষণের প্রতি) ভাল ভট্‌চায্‌ মশয় ! আমি আর কতদিন পড়্‌লে আপনার মতন হতে পার্‌বো গা ?

বিদ্যা। বাপু তোমার যে লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে তোমার আর আমার মতন হতে হবেনা, যদি তুমি আর কিছু দিন আমার কাছে পড়, তাহলে আমিই তোমার মতন হব।

ছাত্রগণ। ঠিক্‌ কথা মশয়, এমন বোকাও কি কখন ভূভারতে থাকে।

বিদ্যা। যাক্‌, ওসব কথায় আর কায্‌নাই, তার পর তালব্য তোমাকে কি বল্লেন ?

কালী। তিনি বল্লেন কি, আপনি এক্ষণে গমন করুন, দরকার হলে আপনাকে সংবাদ দেওয়া যাবে।

বিদ্যা। হাঁ, তা বৈ আর কি বল্‌বেন, (ছাত্রগণ প্রতি) কালী প্রতিপৎ অন্ধ্যায়, তোমরা কোথাও যেয়োনা,

সকলকে কঠ শ্রুতি লিখ্‌তে হবে।

ছাত্রগণ। যে আজ্ঞে, আপনি এখন স্নান আহ্নিক করুনগে, বেলাটা অনেক হয়েছে।

বিদ্যা। যাই, স্নান করিগে, তোমরাও স্নান কর্‌তে যাও, এতক্ষণ পাক শাক প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক।

{ কাণ্যকুব্জ রাজভবন, }
{ বিবাহ সভা। }

বরযাত্রি এবং কন্যা যাত্রিগণ উপবিষ্ট।

বিদূষক। (স্বগত) ছেলেগুলো যে পিছিয়ে পিছিয়ে, পিছে বস্‌চে এর কারণ কি, ও—হো, বুজেছি, এখানকার ছেলে পিলে গুরু মশয়ের মামুলি সাধ্‌তে এসেছে, (প্রকাশে) কিরে যন্তু, পলাস্‌কেন, আঁক কর্‌তে বল্‌ছে নাকি ?

যন্তু। না, কেবল আঁক কষা নয়, কাপোড়ে ছাপাও দিচ্ছে।

বিদূষক। কে ছাপাদেয়, তাকে ধর্‌ত, একবার দেখিয়ে দেই।

কন্যাযাত্রি বালক গণ। } (পরস্পর) ওহে, ঐ বেটাই পালের গোদা,

চল; ওকেই ভিড়ে নেওয়া যাক্, (বিদুষকের প্রতি) নমস্কার মশয়, আপনিই বুঝি পালের গোদা হবেন?

বিদুষক। আমলো, একটু একটু ছেলে গুলোর কথা শোন দেখি, এমন খরাগে চোঁচ পাকা ছেলেতো কখন দেখিনি, (মুখভঙ্গি করিয়া) কচু পোড়া খাও।

বালকগণ। ওহে ওটা পাগল, ওর সঙ্গে কথা কবার দরকার নাই, দেখ্‌ছনা, যেন মুচে ঢোলের মত চড়েই র-য়েছে।

রাম। মশয় আপনি কি লোক?

কালী। দেখ্‌ছনা, ওর গলায় পৈতে।

মধু। হাঁ, ও বামন বটে।

রাম। আপনার বাড়ি কোথা?

বিদুষক। বাড়ী দেড়া, কখন কখন ডুনাও হয়।

কালী। আপনার কোন গাঁই?

বিদুষক। আমরা গাই নই, এঁড়ে।

কালী। (জনান্তিকে) ওহে রাম, ওবেটার সঙ্গেতো কথায় পারা যাবেনা, ওকে চটায়ে কাযনাই, এসো আগে গুরু মশয়ের মার্মালি আদায় করি, তার-পর বোঝা শোঝা আছে।

রাম। সেই কথাই ভাল, আগে-ভাগে চটান কিছুনয়, কায হাসীল হলে তারপর দেখা যাবে।

কালী। (বিদূষকের প্রতি) ওগো মশয়, আমাদের গুরু মশয়ের মামলি দিতে হবে।

বিদূষক। আচ্ছা, তোমরা, কে কেমন লেখাপড়া শিখেছ, আগে পরীক্ষা দেও, তার-পর মামলির কথা বোঝা যাবে।

কালী। আচ্ছা, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন করুন দেখি।

বিদূষক। ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষতে পার ?

কালী। ভাল, জিজ্ঞাসাই করুননা ; পারি কি না, বুঝ্‌তে পার্‌বেন এখনি।

বিদূষক। ভাল, বলদেখি, যদি একটাকায় পাঁচসের খাঁটী সর্ষার তৈল পাওয়া যায়, তবে গিরে কলুর বাপের নাম কি ?

কালী। (হাস্য) খুব ত্রৈরাশিক বটে।

বিদূষক। আরে হাস্‌বার কর্ম্ম নয়, এই সোজা কথাটা বল্‌তে পাল্লেনা ? আমি বলেদেবো, গিরে কলুর বাপের নাম নীলে পাটুনি, কেমন হলোতো ?

কালী। (হাস্য) খুব হয়েছে, পাটুনির বেটা কলুই বটে. আপনার নাড়িজ্ঞান যে টণ্‌টনে দেখতে পাই।

বিদূষক। আচ্ছা যাক্, ও কথাটাতো বল্‌তেই পাল্লেনা, ভাল, ভারত বর্ষের ইতিহাস পড়েছ ?

কালী। হাঁ, পড়া আছে।

বিদূষক। একটা সোজাকথা জিজ্ঞাসা করি বলদেখি, ভূত কার বেটা?

বালকগণ। মশয়েন্তো বড় বিদ্যা দেখ্‌তে পাই; এক বারে চারিকলমে উত্তোর।

বিদূষক। হা-আমার দশা, এটাও বলতে পাল্লেনা, এতেই গুরু মশয়ের মামলি সাধ্‌তে এসেছ, ভাল আমি বলে দিচ্চি, তোমরাকি প্রসিদ্ধ কথাটাও জাননা, যে আবাগের বেটা ভূত, আরো ভূতের বাপের নাম আবাগে।

বালকগণ। ভাল, মশয়, আপনি কালি করতে পারেন?

বিদূষক। হা-আমার দশা! কালি করতে কর্‌তে হাড় কালি হয়ে গেছে, তোমরা কোন্ কালির কথা বল্‌ছো, কাঁচা কালি, না পাকা কালি?

বালকগণ। আচ্ছা, পাকা-কালির আযোটাই বলুন দেখি শুনা যাক্।

বিদূষক। তবে শোন।

"বয়েড়া আর হরিতকী, তাতে মিশাই আমলকি।
ছাগল দুদ্ ভ্যালা রস্, বাবলা আটা হীরেকস।
দিন তুত্তিন রদে ভাজি, কালির সেরা পাকা-কালি"।

বালকগণ। (উচ্চহাস্য) এতো খুব আযো, ভাল কাচা-

কালির আর্য্যোটা কি ?

বিদূষক। তোমরা ভদ্রের ঘরের মূর্খ ; কাঁচা-কালির আর্য্যো-টাও জাননা, তবে শুন।

" ভুষো গুঁটে চাল্‌-ভেজে ফেল তপ্ত জলে।
তবে কাঁচা-কালি হয় শুভঙ্করে বলে ,, ॥
মতান্তরে আরো লিখেছে।
" কালি ঘোটন কালি ঘোটন সরস্বতী পায়।
সব দোয়াতের ঘন কালি-মোর দোয়াতে আয় ,, ॥

বালকগণ। উঃ! আপনারতো কোন বিদ্যেই বাকিনাই, বিদ্যের চৌষট্টি কলার মধ্যে উন-পঞ্চাশ সম্পূর্ণ দেখতে পাই।

বিদূষক। (মুখভঙ্গী করিয়া) অত জেঠামিতে কাযনাই, ছেলে মানুষ, চুপ করে থাক্, নতুবা বিরেশী দশ-আনার এক একটা, চড় খাবে।

বালকগণ। (উচ্চৈ-স্বরে) হো, হো, হেরেগেল, পাল্লেনা, পাল্লেনা।

(বালকগণের পলায়ন)

(অন্তঃপুর)

বর ও রামাগণের প্রবেশ।

মুক্ত। শ্যামা, দিদ্দি ছেলেটাতো না, রাজার ঘরের ছেলে,

নাহবে কেন।

শ্যামা। ওলো মুক্ত, বেস্ ন ক্ ', আর কাণ দুটীইবা কেমন সুন্দর, একবার মলে দেনা।

বর। এসো, কিন্তু গায়ে জোরচাই, এনাক কাণ মলায় বড় সহজ হবেনা।

শ্যামা। ওমা এইটুকু ছেলে, কথাগুলাতো পাকা পাকা, ও-রসঙ্গে ভাই কথায় কাযনাই, যে গোঁয়ার দেখ্‌চি।

বর। ছিভাই, ভরাও কেন, এত সাধকরে নাক কাণ মলতে এলে, এসো এসো, আমি কিছুবল্‌বোনা, আর আবার তোমরা বাসর ঘরের দোসর, তোমাদিগকে চটান উচিত নয়।

শ্যামা। ওলো বিন্দু, বল্লেকি শুন্‌ছিস? ওমা-এর যে, লজ্জা সরম নাই, যাই মেনে ভাই, আমিতো অমন লোকের সঙ্গে রা কাড়বোনা।

বিন্দু। ছিভাই, এককজনকে চটিয়ে দিলে।

বর। আমারতো ভাই, চটাতে ইচ্ছে ছিলনা; তা যদি আপনা আপনি, চট্‌লেন তবে আর উপায় কি?

বিন্দু। নাভাই! দুটো বলে করে শান্ত কত্তে হয়।

বর। তবে তোমরা আমাকে যোগী সাজায়ে দেও, আমি ওঁর কুঞ্জে যেয়ে মান ভিক্ষা করিগে।

শশী। নূতন জামাই, ওঁকে ঠাট্টা করোনা; উনি সম্পর্কে

তোমার শাশুড়ী হন।

বর । খুড়ি, তবে আর নয়।

শশী । বর, এইটী তোমার সালাজ্।

বর । ভাই, বড় খুসি হলেম, আজ্কের বাসরে তবে ভারি আসর জম্কাবে, দুই একটী ঠাকুর ঝি, আছে কি না : যদি থাকে তবে এই বেলা আলাপ করিয়ে দেওনা।

শশী । খুঁজে নিতে পাল্লে তাও আছে,। কথায় বলে,
"যে হয় যোগার বেগে,
সেই ভাল যোগা চেনে ,, ।

বর । যোগা থাক্লেতো চেনা যায়, আচ্ছা ভাই, আমি যেন নাই চিন্লেম, তোমরাই নয় নিজগুণে চিনিয়ে দিলে।

শশী । পারেছে, পারে, কিছুতেই ত্রুটী হবেনা, আগে যা পারার তাইতে পাও, তারপর কাণ ধল্লে আপনিই মাথা আসুবে কথায় বলে " গাছে না উঠ্তেই এক কাঁদি ,, ।

বর । তাইতো বলি, মজুরীর ঘরে ভাতের অভাব, তোমরা যেগুলি আছ, যদি শালি শালাজ, নাও থাকে তাহলেও কাম আট্কাবেনা।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। (রামাগণ প্রতি) তোরাকি রঙ্গ কর্‌ছিস ? লগ্ন যে উৎরে যাচ্ছে, শিগ্‌গির বরণ ডালা নে আয়, বরণ করেদি।

শশী। ওলো বিন্দু ! ডালা টালা গুলো কোথায় রাখ্‌লি, ছিভাই তোরাকি এমন আগোছাল মেয়ে, কোথায় কি রাখিস্ কাযের সময় খুঁজে বেরকরা যায়না।

বিন্দু। নেও, তোমার আর সর্দ্দারি করতে হবেনা, নবাবি দেখে আর বাঁচিনে, বরণ ডালাতো মগের দেশে রাখিনি, এই ঘরেই আছে, খুঁজে নিলেইতো হয়, এতো কথা কস্ কেন ভাই।

শশী। নাভাই, তোরা কথায় কথায়, রাগকরিস্, আমি এখান থেকে চল্লেম, তোরাই যাহয় তা কর।

বিন্দু। ওলো, যানা কেনেলা, তুই ভাবিস্ আমি নইলে কিছুই হবেনা, আমরা কিছু পারি কি না তাই দেখ, ঠ্যাকারে আর মাটামাড়াস্‌নে। (হুলুধ্বনি শঙ্খবাদ্য পূর্ব্বক বরণ)

(সকলের প্রস্থান)

(অন্তঃপুরের দারাণ্ডা)

বিন্দু, মধু ও মোহিনীর প্রবেশ।

বিন্দু । ওলো মোহিনী, বিয়েতো প্রায় হয়ে গেল, যেমন ছোট মেয়েটী ছেলেটীও তেমনি ছোট, ছেলেটী এমন বেঁটেও নয়, ঢ্যাঙাও নয়, মানান সই।

মধু । ওলো, ছেলেটার রং যেন চাঁপাফুলের মত, পাগুখানি ছোট ছোট, নাক, মুখ, চোক, কাণ, বেস টানা টানা, দেখ্‌তে ভালবটে, কিন্তু গড়নটা কিছু মেয়েলি মেয়েলি।

বিন্দু । হ্যালো, আমিও তাই পছন্দ করে দেখ্‌ছি, যদি গড়নটা মেয়েলি মেয়েলি না হতো তাহলে আরও সুন্দর দেখাতো, তা আজিও মোচ দাড়ি উঠিনি, বয়েস কেবল এই দশ বারো বছর বইতো নয়; বড় হলে ও রকম চেহারা থাকবেনা।

মধু । কিবলিসরে মোহিনা! বয়েস হলে কি গড়ন বদল হয়?

মোহিনী । তাচয় বই কি, বয়েস কালের কুকুরটাও ভাল দেখায়।

মধু । তুই যে আবার ধান ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লি. আমিকি তোকে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি; চেহারা বদল হয় কি না তাই বল্‌না।

মোহিনী । আমি কি বল্‌লেম, চেহারা বদল হয় বইকি।

বিন্দু । ওলো মধু, দেখ্‌লি; ছুঁড়িকে কত করে শিখিয়ে

দিয়ে ছিলেম, যে তুই শুভ দিষ্টির সময় চাস্, তা ও এমনি মেয়ে দুটা চোক্ বুঁজে রয়েছে।

মধু। ওর বুক দুরু দুরু কি বোন্! বাঁচাছেলে, সারাদিনটে উপোষ করে রয়েছে, কিছুই খায়নি, চাইতে পার্বে কেন।

বিন্দু। উপোষ কর্লে কি আর চোক্ মেলা যায়না, ওর একটু একটু দুষ্টুমিও আছে।

মধু। ওলো বিন্দু! রাত অনেক হয়েগেল; আয়, আমরা এখন বাসরের আয়োজন করিগে।

বিন্দু। তোরাই যা বোন্, আমাকে এখন দিতে থুতে কর্তে কর্ম্মাতে হবে, আমার বাসরে যাওয়া হয় কিনা, আগে তোরা যা, আমি যদি পারি, তবে খানিক বাদে আসবো এখনি।

মধু। না বোন্, তুই না গেলে, আমোদ কর্বে কে? নূতন জামাই যেমন চটপোটে তার সঙ্গেকি আমরা কথাকয়ে জিতে উঠ্তে পারি, তুই থাক্লে সমান সমান, পাল্লা চল্বে।

বিন্দু। তোরাতো বোন্ জানিসনে, এ কেমন বাড়ি? সকলেই কাঁচাখেগো দেবতা, দেখে ভয় লাগে, চুনে থেকে পাণ খস্লেই সর্ব্বনাশ, তোরা যেয়ে উযুগ সুযুগ কর্গে, আমি দেখে আসি, কি হলো কি

না হলো।

মধু। আচ্ছা বোন্ তুই এখন যা, কিন্তু আমার দিব্বি লাগে, একটুক শিগ্‌গির করে আসিস্।

বিন্দু। তোরা কিছুই বুঝিস্‌নে, আমিকি জোপেলে ছেড়ে কথাকই।

(বিন্দুর প্রস্থান)

(বাসর ঘর)

বর, কন্যা, ও রামাগণের প্রবেশ।

কনে। আঁ, আঁ, আঁ, (রোদন)

শশী। চুপকর্, কাঁদিস কেন? এই দেখ দেখি; তোর কেমন রাঙা বর এসেছে, এই খানে সো।

কনে। আঁ, আঁ, আঁ, (রোদন) আমি একা থোবোনা, আমি মায়েল কাতে দাবো। (অর্দ্ধস্ফুট বাক্য)

শশী। ওহে নতুন জামাই! এতো তোমার কাছে থাকতে চারনা, এখন উপায় ভাবছো কি?

বর। কেন তোমরাতো থাকবে? মাত্র আমাকে একলা থাকতে নাহয়, তোমরা থাকলেই হলো।

শশী। মুরোদ বড় ভারি, তার বা বাড়ি কাছারি; যার উপর দখল তাকেই বড় পারলে, তা আবার পরের উপর লোভ।

বর। কেন ভাই মন্দ বল্লেম্ কি? এও কিছু আপন ছিলনা, পরের জিনিস্ দখল করেছি, নয় তোমাদিগকেও দখল করে নিচ্ছি।

শশী। সে আর তোমার এ কাটামে নয়।

বর। কেন এ কাটামে হবেনা কেন? পোন্‌বাহা কিছু জেয়াদা ভাবলেই একেবারে মৌরশী জোত লওয়া যেতে পারে।

শশী। এ ছুঁড়িযে কেঁদে কেঁদে মাথায় মগজ নেড়ে দিলে, কান্ যে ঝালা পালা কল্লে, ওলো কাঁদিস কেন? তোর কি হয়েছে বল্ না? আমরাতো এখানে আছি, তোর ভয়কি, চুপ করে শুয়ে থাক।

কনে। মা কোথা? আমি মায়েল কাতে দাব।

শশী। ওহে নতুন জামাই, তোমার কেমন রাস্, তাতো বুজলেম না, এ তোমার কাছে থাকতে চায়না কেন? এখন কয়ে বলে হাতে পায়ে ধরে মান ভঞ্জন কর।

বর। ভাল বলেছ, (কর যোড়ে) প্রিয়ে রাধে, অতি মান ক্ষমা কর রাধে, (রামাগণ প্রতি) ওহে! কিছুইতো, হলোনা, আমার এত টাকার মান ভঞ্জনের পালাটা জলে গেল. তা হবেইবা কেন! সে বুদ্ধে নাই, সে বড়াই নাই, আচ্ছা তোমাদের

অধ্যে এক জন নয় বৃন্দেই হলে, এখন বড়াই পাও-
য়া যাবে কোথায় ; যদি ঠাকুরান দিদীকে ডেকে
আন্‌তে পার তা হলে থাকে থাকে সব মিলে
যায়, এ সকলতো হলো, এখন চন্দ্রাবলী হবে কে ?
সেই বন্দোবস্ত কর।

শশী। কেন ভাই, তোমার বন্‌কে চন্দ্রাবলী সাজান
যাবে।

বর। ভাই বলে যে ওটাও হাত্‌ ক'রে বস্‌লে, তবে
চল আজি তোমার কুঞ্জেই রাত্রি বাসটা করা যাউক।

শশী। এ ছুঁড়ির জ্বালায় যে আর টেকা গেলনা, হাঁলো
পোড়ার মুকী বিছানায় শুয়েকি তোকে পোকায় কাঁ-
মড়াচ্ছে ; কি বিট্‌কেল, ওলো মধু এ পাপটাকে ওর
মায়ের কাছে রেখে আয়, ঘুমুলে পরে আনিস্‌
এখানে।

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। রাত্‌ দুই পোহোরের সময় আমাদের ঘরে পুরুষ
কেন ?

বর। সেকি ভাই ! অবাক কল্‌লেযে, তুমিই না এইকতক্ষণ
আমার বিছানা থেকে উঠে বাইরে গেছিলে,
এখন আবার নতুন কথা কও কেন।

শশী। বিন্দু, তোর হাতে কি ? দেখিলা।

বিন্দু। মধু, তাস আনতে বলেছিল, তাই এনেছি; সে গেল কোথা?

শশী। সে কনে রাখতে গেছে।

বর। এস ভাই! আমরা তিন জনে ততক্ষণ বুরুজ খেলি।

শশী। না, মধু আসুক্, তা হলে চারি জনে গ্রাপু খেলব এখনি।

বিন্দু। বড় দিদী! এখন খেলায় কাযনাই, নতুন জামাই নাকি ভাল গাইতে পারে, তাই ওর একটা গান শোন।

শশী। কেমনহে! গাইতে পার? একটা গাওনা।

বর। বড় ভাল গাইতে জানিনে, তবে যাজানি শুনবে এ-খনি, বাজাতে জানে কে?

শশী। কেন, সকলেই জানে, তুমি হাতে মুখে পারণা?

বর। তোমরা যদি রাজি হও তা হলে তাও পারি, তবে কি যান, গাছের পাড়া আর তলার কুড়ান কিছু মেহনতের কর্ম্ম।

শশী। আরে সাবাস্, চালাকির বিচি খেয়েছ নাকিহে? প্রতি কথাতেই যে ঠাট্টা, বিন্দু, তবলা জোড়া দেতো।

বিন্দু। এই নাও বোম্‌টার গাব চোটে গেছে।

বর। তা যাক, আবার গাব করে দেওয়া যাবে।

শশী। গাওনা আর কচু কেমি কর কেন।
বর। বাজাও দেখি আগে হাতটা বুঝি।
শশী। গাইলেই বুঝ্‌বে এখনি।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। আসোর যে বড় গরম দেখ্‌ছি?
শশী। কনে রেখে এলি?
মধু। হাঁ ভাই, ছুঁড়ি এমনি বজ্জাত্‌, আমাকে আনমারা করেছে, তোমাদের আসোর যে বড় গরম দেখ্‌ছি?
শশী। বোস্‌ নতুন জামায়ের একটা গান শোন্‌।
মধু। আচ্ছা তবে লাগে।
বর। বাজাও ভাই।

গীত।

রাগিণী ললাত।
তাল আড়া।

যে জাগিছে মম মনে কোথা পাবো তারে দেখা।
তুলনা নাহিক তার ত্রিভুবনে সেই একা॥
অল্প মালি অনুভাবে,
মজিলে তাহার ভাবে,
কুল মান সব যাবে,
কি আছে কপালে লেখা।

তার তত্ত্ব সুধাইলে,
সবে নানা কথা বলে,
স্থির নাহি পাই ফলে,
কোথা থাকে সখা।
ভুলিবারে মনে করি,
ভুলিতে নাহিক পারি,
তাহার পিরিতি যেন,
লেগেছে পাষাণ রেখা॥

মধু। সাবাস্ ভাই, জিতে রহ, যে রূপ গাইলে তোমাকে কি বক্শীস দেব।

শশী। কিরে মধু? গান শুনে কি তোর দশা হয়েছে, তবে কোল দে।

বর। আমি যদি কোল পাই তবে বাজিয়েরও হিস্যা পাওয়া উচিত, এখন আমার কাছে হিস্যা বুজে নিলেই বাঁচি।

শশী। ওলো! বাইরে যে পাখি ডাক্‌ছে, বুঝি রাত্ পুয়েচে।

বিন্দু। (দ্বার খুলিয়া) ওলো, এখন ভালকরে ফর্শা হয়নাই।
চিচি কুচি, চিচি কুচি, দহিয়াল বলে।
অতি মিঠা সিশ দেয় শ্যামাদলে দলে॥
পিয় পিয় ডাকিতেছে চাতকের কুল।

কুহু কুহু কোকিল চুবুক বুল বুল ॥
ঘুম ভেঙে কাঁদে শিশু জননীর কোলে।
সোহাগ ক'রছে মাতা সুমধুর বোলে ॥

শশী। তবে কনে এনে বরের কাছে শোয়া।

বিন্দু। মধু যাতোলা, ক'নকে নিয়ে আয়।

শশী। তুই যানালা, তোর আর ফরমাস্ কত্তে হবেনা, কথায় বলে ইঁদুরের গোলাম চামচিকে, ছুঁছকে ব-লে ঘরনিকে।

বিন্দু। তুইযে হুকুম দিচ্ছিস্ আমরাকি তোর চাকর? আমি যেতে পার্‌বোনা।

শশী। তুই ভাবিস্ বুঝি তোনইলে কোন কর্ম্ম হয়না, এই দেখ আমি নিয়ে আস্‌চি।

(শশীর প্রস্থান)

বিন্দু। নতুন জামাই ঘুমুলে নাকি? আর রাত্ নাই, তোর বেলা ঘুম যাওয়া ভালনয়, উঠে বসো।

বর। (চক্ষু মুছ্তে মুছ্তে উত্থান) এইনেও উঠ্‌লেম্, একটু খান ঘুম হয়েছিল, ডাকা ডাকি করে উঠিয়ে দিলে।

বিন্দু। (শয়ন) এই তোমায় ফাকি দিয়ে উঠিয়ে শুলেম, শয়নে পদ্মলাভ।

বর। সেকিগা! এখন আপনি যে শুলে?

বিন্দু । আমি তোমার উপরে মান করেছি, আর কথা ক-
বোনা ।

বর । বটে, মান কল্লে, ভাল, মান ভেঙ্গে দিচ্ছি ; আজি
কার রাত্রুটে মান ভঞ্জনেই কাবার হলো ।
(মধুর প্রতি)
ওহে ! তবলা জোড়া নেওতো ।

গীত ।

রাগিণী ঝিঝিট ।
তাল পোস্তা ।

কথাকও বিধু মুখী অধোমুখে রৈলে কেন ।
মলিন মুখ দেখ্‌তে নারি রাহু গ্রাসি শশী যেন ॥
যদি কিছু থাকে মনে,
ক্ষমাকর নিজগুণে,
আমি তোর ঐ চরণে,
বাঁধা আছি দাস হেন ।
বদন ঢেকেছ বাসে,
মরি প্রাণ যায় হুতাশে,
একবার ঈষৎ হেসে,
কিনি মূলে আমায় কেন ॥

(নিদ্রিত কন্যা ক্রোড়ে শশীর প্রবেশ)

শশী । নতুন জামাই! শোও, যোড়ভাঙা হয়ে উঠে যেতে নাই।

বর । ওহে! যোড় হলোকই ? বিযোড় হলোযে ; যখন তোমরা তিন-জন, আর আমি ছিলেম, তখনই বেস যোড় মিলেছিল, এখন যে, পাঁচ-জন হলেম ; তোমরা হিসেবে ভুলেছ।

শশী । হুঁ-কুঞ্জরও চিত হয়ে শুতে সাধযায়, আর চালাকি কর্ত্তে হবেনা, এখন শোও।

বর । তোমরা যে সকল কথাতেই—কু—ধর কি অন্নাই বল্লেম, গুণে দেখ দেখি ; পাঁচ-জন কি না, কেমন বিজোড় নয় ?

শশী । হাঁ! হয়েছে, তুমি এখন শোবে ; রাৎ যে, ভোর হয়ে যায়।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ-অঙ্ক সমাপ্ত

(সপ্তমাঙ্ক)

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রাজপথ ।

(বিশ্বনিন্দুক ও শিব বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ । এমন বেটার বাড়িতেও কি কেউ নিমন্ত্রণে যায়, আমি কি যে সেলোক, যে সকলের বাড়ি যাই, কোনদিন যা না হয়ে ছিল, আজ্ তাই হলো ।

বিশ্ব । কোথা গিয়ে ছিলেন মশায়! বড় যে, ক্রোধ দেখ্‌তে পাই; বিষয়টা কি?

বাচ । কি বল্লে, এতেও ক্রোধ হয়না, মূর্খ বেটারা, যা ইচ্ছা তাই কর্‌বে, আমরা চুপকরে থাক্‌ব, এতই কি ছোট লোক ।

বিশ্ব। মশায়! বিষয়টা বলুন্ না; শুন্‌লে বুজতে পারি।

বাচ। ঐ যে মিথিলায় একবেটা রাজা আছে, তার পিতা-মহীর শ্রাদ্ধ করেছিল।

বিশ্ব। তাতে আপনার ক্রোধের বিষয়টা কি?

বাচ। আমি নিমন্ত্রণে গেছিলেম, সেখানে সম্মন্ত্রী নাই, তা আমার মান কে বুজবে। মূর্খ বেটরা, সদ্বিচার বিরুদ্ধ করে, আমার বিদায়টা করেছে; নিমু ভট-চায কি ছাই জানে, যে সে আমার সমান বিদায় পায়, আমিকি যার তার বাড়ি যাই, তর্কসিদ্ধান্তই কিরোল ধরে ভদ্র ঘটিয়েছেন, তাঁর জন্যে কেবল আমার এত অপমান সহ্য করতে হয়েছে, ওহে! দুঃখের কথা বল্লে কি হবে, তর্কসিদ্ধান্ত মিনসে, এত বড় লোকটা, তাঁকেও দুটি টাকা।

বিশ্ব। হুঁ! খাওয়া দাওয়ার বিষয় যেমন হয়েছে পণ্ডিত বিদেয়ের দশাও তেমনি, আপনারা কর্ম্মের অনেক পরে এসে ছিলেন, যদি সময় সময় কালে আসতে-ন, তা হলে আরও কত তামাসা দেখ্‌তে পেতেন।

বাচ। কি বল্লে, খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা কি? ভেঙে চুরে বলদেখি - শ্রাদ্ধের গোড়া আগা সব শুনি।

বিশ্ব। বলবো আর কি ছাই, শুনেছিলেম, তিল কাঞ্চনের শ্রাদ্ধ দান সাগরের কাল, ত এ শ্রাদ্ধে সত্তি পত্তি

ই দেখে নিলেম।

বাচ। শ্রাদ্ধে কটা যোড়শ হয়েছিলো ?

বিশ্ব। গোটা তের চোদ্দ, রূপোর দান সাগর হয়েছিলো, আর হাজার পাঁচশেক বামুনকে একটা কল্সার দিয়েছিলো, তাতে আর এত যেয়াদা খরচ হয়েচে কি, হদ্দ দশ বারো লাক টাকা, তা এ আর এমন অধিক কি।

বাচ। ফলারের আয়ো জন্টা কেমন জিনিস পত্র গুলোত, ভাল হয়েছিল।

বিশ্ব। হা মশায়! আপনিও যেমন, জিনিস গুলি ভাল হলে আর কথা থাকতো কি, এক গোরা ওজনে এক এক খানা পুরি খেয়ে ফুরান যায় না, সন্দেশ গুলো ছেনা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিল কিছুমাত্র মিষ্টি ছিলনা, বল্তে কি গেলাযায়না, আর কথক গুলো মেঠাই কেঁচাই ছানা স্বর ক্ষীর করছিলো বেটারা ভারি কৃপণ।

বাচ। দক্ষিণার বিষয়টা কি রূপ ?

বিশ্ব। দূরকরুন মশায়! ওসব কথায় আর কাযনাই! রকম সকমে ভেবে ছিলাম দক্ষিণা টা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নগর নগরই মিল্বে তাও অদৃষ্ট গুণে দুটা টাকা হয়েছে! ভাইরা এমন অধিক কি, দক্ষিণার বাবদে

হদ্দ মুদ্দ [illegible] হাজার টাকা খরচ হয়ে থাকবে।

বাচ [illegible] ওল কত?

বিশ্ব। তা [illegible]ড় মেয়াদে হবেনা; জোর হাজার পঞ্চাশেক তাও ভালরূপে বিদায়করা হয়নাই, অন্ধ আতুর স্নোনা জাত্ এক এক টাকা আর বাকী লোক আট আট আনা যদি ওর মধ্যে দুই একটী ভাল লোক থাক্‌তো তা হলে কর্ম্মে যশ হতো, ভালো লোক একে কালে নাই, সকলে আপন আপন দিকে টানে, এতে সুখ্যাতি হবে কি।

বাচ। তাবটেইত, কর্ত্তা কোন সকল কর্ম্ম দেখে বেড়ান যারা যে বিষয়ের অধ্যক্ষ থাকে তা দিগেরই বিবেচনা করা উচিত।

বিশ্ব। মশয় ঠিক্ বলেছেন। বশিষ্ঠ মুনি অধ্যক্ষ তাঁর আহার গাছের ফল, আর যদি বড় ভারি ভোজ হলো তবে আলোচালি আর বেঁড়ে কলা, পরণে গাছের বাকল, এমন লোকের প্রতি ভার দিলেই প্রতুল।

বাচ। ওহে মানুব হলেও হয়না দানাই থাকলেই হয়! কথায় বলে যেমন তেমন কাঠের বিরাল ইঁদুর ধরলেই হলো, বাবুতো আমাকে পাঁচটী টাকা দিতে ইচ্ছা করে ছিলেন, তা সেখান ভালর্য্য নামে এক বেটা বিটুলে বামুন ছিল, সে বল্লে কি, কর্ম্ম হয়ে

গোস্ব এসেছেন, এখন দুটো [illegible] ই যথেষ্ট। ভাইহে! কথায় বলে দাতার দানক[illegible] [illegible]ীলের [illegible] দূর করে।

বিশ্ব। ভাল, গোটা-দুই মিষ্টি জুতো মেরে এলেনা কেন?

বাচ। ভেবেছিলেম গোটা-দুই কথা বলে যাই, শেষে [illegible]লেম, বেটা-পাঁচ ছয় দেশোয়ালি, কালান্তক য[illegible] নার দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে ভাবলেম, [illegible]দেরতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধা নগদ; কেব[illegible] অখ্যাতির ভয়ে, জন কয়েককে নিমন্ত্রণ করেছে, এদিগে কিছু বলে শেষকালে কি, অপমৃত্যুটা লাভ করবো।

বিশ্ব। তা কিছু না বলে বেস করেছেন, বেটারা পাষণ্ড, ঘো র কৃপণ, এককড়া কড়ি গায়ের রক্ত দেখে, অমন সোম বুঝি দুনিয়ার জুটি পয়দা হয়নাই।

বাচ। ভাল তার ভাবনা কি; বেটা কি কখন ব্যাবস্থা নিতে যাবেনা, তখনই শিক্ষা দেব।

বিশ্ব। চুপ করুন, মশায়! এদিগে দুজন ভদ্র লোক আসচে বড় ঘরের কথা কি জানি, কে শুনেগিয়ে পাচে বলে দেয়।

বাচ। চুপ করলেম বটে এ রকম কারখানা কি গায়ে সয়, দেশে কি ভদ্র লোক নাই, যার যা ইচ্ছে সেই তা করবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিষ্ণু সর্ম্মা ও সুমতির প্রবেশ)

বিষ্ণু। হাঁ, বলুন আমি শুনছি।

সুমতি। শাস্ত্রে লেখে, মিথ্যাকথন আর দারোপ-সেবন, এই দুইটি না করিলেই সকল ধর্ম্মই হয়।

বিষ্ণু। পরদার গমনে হানি কি, বিশেষতঃ শাস্ত্রে দেখা যায় যাঁরা অনেক লোক কে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরাই পরদার গামী, দেখুন মুনির শ্রেষ্ঠ পরাসর বুড়োকালে কি করলেন।

সুমতি। মহাশয়! যা বলিলেন সত্য, কিন্তু পরাসর পরদার করিয়াছেন, বলিয়াই যে, আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে এমন নয়, উপদেশকের কার্য্য দেখিয়া যে আমরা উপদেশ লইব তাহা নহে, তাঁহারা যে সকল শিক্ষা করিয়াছেন, তদনুসারেই চলিতে হইবেক।

বিষ্ণু। আচ্ছা মহাশয়! আপনাদের ধর্ম্মেতো জাতি বিচার নাই; তবে আপনারা জাতি বিচার করেন কেন? যদি আপনি কেশে হাড়ির ভাত খেতে পারেন, তা হলে বুঝতে পারি, কৈ খান্ দেখি।

সুমতি। মহাশয়! এ ধর্ম্মে জাতি বিচার নাই, যথার্থ বটে, কিন্তু আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, আহার প্রবৃত্তি মাত্র, যাহার প্রতি প্রবৃত্তি জন্মে,

তা ‍ারই অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিষ্ণু। ভাল কথা, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেম চালে এসেছেন, আপনারা সেমতে চলেন না কেন? তবে কি তাঁরা নির্ব্বোধ ছিলেন।

সুমতি। না, তাঁহারা নির্ব্বোধ ছিলেন না, আর আমরাও নির্ব্বোধ নহি, পরমেশ্বর, এ কাল, সে কাল, বিবেচনা করিয়া কিছু মনুষ্য দিগকে জ্ঞান দেননা, তখনকার লোকেরা যেরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এখন কার লোকেরা তদ্রূপ জ্ঞানবান, বরং বহুদর্শীত্বের দরুণ সেকাল হইতে একালের মনুষ্যেরা সমধিক বুদ্ধিমান হইয়াছেন।

বিষ্ণু। আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেলা হয়ে উঠ্‌ল আপনি এখন কোথায় যাবেন?

সুমতি। আমি ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে যাইতেছি, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

বিষ্ণু। একবার রাজবাড়ি যাওয়া হয়েছিল, (সম্মুখে দৃষ্টিপাত) ঐ সোম শর্ম্মা আসছেন, (সুমতির প্রতি) মশায়! আপনি চলুন, আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করবো।

(সুমতির প্রস্থান)

(সোম শর্ম্মার প্রবেশ)

সোম । কোথা গেছিলেহে ? সকাল বেলা তোমাকে তিন বার তল্লাস্ করেছি ।

বিষ্ণু । ওহে ! এখন সুমতির সহিত দেখা হয়ে ছিলো ।

সোম । দূরকর নাস্তিক বেলিক বেটাদের কথায় প্রয়োজন কি ; জন কথক যণ্ডা জুটে হিঁদুয়ানিটে নাশ কল্লে ।

কালে কালে আরো ভাই দেখা যাবে কত ।
ব্রাহ্মণের ছেলে পিলে ব্রহ্ম তেজ হত ॥
তন্ত্র মন্ত্র নাহি মানে বেদ মাতা বন্ধ্যা ।
উড়িয়েছে গায়ত্রিকে পুড়িয়েছে সন্ধ্যা ॥
বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ শুনে করে উপহাস ।
বলে বসে মরা গোরু নাহি খায় ঘাস ॥

বিষ্ণু । নাহে না ! তারাযে কথা বার্ত্তা কয়, বিবেচনা করে দেখলে সে সব সারকথা ।

সোম । হা আমার দশা গোটাজুই টপ্‌পা শুনে কি একে বারে ভুলে গেছো, তাদের ধর্ম্ম কিসে ভালো ? ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল আমোদ তা তাদের কিছুই নাই !

মদ, গুলি, গাঁজা, আর অফিঙ, চরশ ।
নেসার মাঝেতে রাজা পাঁচটী সরস ॥

খেলে যাহা স্বর্গ লাভ হাতে হাতে হয়।
তাহা অপকর্ম্ম বলে ব্রাহ্মগণ কয়॥
চালাকি প্রকাশ যতে প্রতারণা চুরি।
মিথ্যা কথা পরদারি যাতে বাহাদুরি॥
ব্রাহ্মগণ মতে ভালো নহে এসকল।
মুনি হয়ে ঘরে বসে থাকিবা কেবল॥
ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে জীব হিংসা করিবারে নাই।
মা খেয়ে পাঁঠার মাস খাইনো কি ছাই॥
বাপ পিতামহ যাহা এসেছে মানিয়া।
কেমনে থাকিবো বল সেমত ছাড়িয়া॥
হায়! হায়! ঈশ্বরের কি প্রকার খেলা।
এই সব ব্রাহ্মগণ অধর্ম্মের চেলা॥
সোম গেল, আর কোথা হিঁদুয়ানী থাকে।
তাহাদের করিয়া কাঁধে মাধিনারে মাকে॥

ভাইতোহে, ওসব কলের ব্রাহ্মধর্ম্ম ওতে মন দিবার দরকার কি।

বিধু। কলের ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন?

সোম। এই কথাটি বুজতে পাচ্চেনা, কলে যেমন সব কর্ম্ম সহজে হয়, তেমনি এখনকার কালে ব্রহ্ম জ্ঞানও সহজে হচ্চে, দেখ পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা কতো কঠোর করে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারেন নাই,

এখন তাই সহজে হচ্চে, একে কলের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বৈ কিবল্‌বো, যাক্ সেসব কথা কৈতে গেলে অনেক হয় তুমি আজ কোথা গেছিলে ?

বিষ্ণু । রাজ বাড়ী গিয়েছিলেম, বশিষ্ঠ ডেকেছিলেন ।

সোম । কেন কিজন্যে ডেকে ছিলেন ? কোন গোপনীয় কথাতো নয়, আমরা শুন্‌তে পাইনা ?

বিষ্ণু । হাঁ ! কথাটা গোপনীয়ই বটে, তা তোমাকে বল্‌তে পারি, কিন্তু তুমি আর কাকেও বলোনা ।

সোম । তুমিকি জাননা আমার স্বভাবই এই, এক জনের কথা অনেকে বলে বেড়াই ।

বিষ্ণু । না না, তাবল্‌ছিনা, তথা পও বারণ করে দিতে হয়,

সোম । কথাটাকি ?

বিষ্ণু । বশিষ্ঠ আমাকে ডেকেছিলেন, তা আমি গেলে বল্লেন কি, " তুমিতো কাকেও বল্‌বেনা ",

সোম । আঃ ! কি জ্বালায় পলেম্ , এক বার বারণ করে দিলে হয়না, যাও আমি শুন্‌তে চাইনা ।

বিষ্ণু । না ভাই শোন, বশিষ্ঠ বল্লেন কি, রাজ নন্দনের অদ্য পিও কাত্যায়নী ব্রত উদ্যাপন হয়নাই, যত দিন তাঁর ব্রত প্রতিষ্ঠা না হতেছে তত দিন স্ত্রী সঙ্গ করা হইবেনা, তুমি যদি স্বীকার কর তবে তোমাকেই রাজ বধূ নিয়োগ করি, [illegible] তোমাকে হবেই

ধনও দেওয়া যাইবে।

সোম। তুমি কি উত্তর দিলে ?

বিষ্ণু। আমি বল্লেম, আচ্ছা মশায়, বিবেচনা করে দেখি তারপর যা হয় বল্‌বো।

সোম। তা আর বিবেচনা কর্‌বে কি, স্বীকার করগে, কথায় বলে" রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে,, আমাদিগকে যদি কেউ কিছু ঘুষ দিয়ে নিয়োগ করে তাতেও রাজি আছি, তুমিতো আবার টাকাকে টাকাও পাবে।

বিষ্ণু। তাই ভাব্‌ছি ভাই! কি করি।

সোম। তার আর ভাবনা কি, আমি বল্‌ছি তুমি স্বীকার করগে, কথায় বলে " গঙ্গাস্নান হবে, পাথর কেনা-ও হবে,, এমন সুবিধা" কি কেউ ছাড়ে।

বিষ্ণু। তুমি বলতো বটে, কিন্তু ভাই! আমার মন বুঝ্‌ছে-না, হাতেহাত ধরা বাঁধা পাপ কর্‌তে কে যায় ?

সোম। থাম ভাই! আর জেঠামিতে কায নাই।

বিষ্ণু। (মাথাচুলকাইয়া) আচ্ছাভাই! তুমি বল্‌ছো কা-যেই স্বীকার করতে হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিথিলাপুরি।
রাজভবনের নির্জ্জন গৃহ।

বশিষ্ঠ, ও তালব্যের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। তালব্য! সংপ্রতি আমি একটা মানস করিয়াছি।

তালব্য। কি মানস করিয়াছেন; আজ্ঞা করুন।

বশিষ্ঠ। মানস করিয়াছি কি, এক্ষণে ইলা সম্পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজ কার্য্যেতেও সুদক্ষ দেখিতে পাইতেছি, আমারও তপস্যা করা হইতেছেনা, অতএব ইলাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হই, কেমন ইহাতে তুমি কি বল?

তালব্য। আপনি যাহা আজ্ঞা করলেন, তাহাতে কোন আপত্তি দেখিতেছিনা, কিন্তু ইলাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াই, আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না, আপনার আরও কিছুদিন রাজ কুলে থাকিয়া নব নৃপতিকে শিক্ষাদিতে হইবেক।

বশিষ্ঠ। কেন ; তুমি যে এ কথা কহিতেছ, ইলাকি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না।

তালব্য। আজ্ঞে না পারিবেন কেন, কিন্তু তাঁহার বয়েস অতি অল্প, এক্ষণেও সমপূর্ণ বালকতা যায়নাই, রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করা বহুদর্শি লোকের কর্ম্ম, যাহার হস্তে অসংখ্য লোকের জীবন ন্যস্ত, তাহাকে সমদর্শিতা, নীতিজ্ঞতা, প্রকৃত গাম্ভীর্য্যতা ইত্যাদি সদ্গুণ সমূহে বিভূষিত হইতে হয়, এই সমস্ত গুণ হঠাৎ কোন মনুষ্যের হয়না, ক্রমে ক্রমে দেখাশুনার দরুণ হইয়া থাকে, ইলাকে যদি রাজ্যাভিষিক্ত করেন তাহা হইলেও আপনাকে মন্ত্রীত্ব করিতে হইবে, আপনি উত্তর সাধক থাকিলে অল্প কালের মধ্যেই ইলার সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতা জন্মিয়া উঠিবে, আমি বিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি, এক জন বালকের হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না।

বশিষ্ঠ। হাঁ! যথার্থ বলেছ, আমার আরও কিছু দিন এস্থানে অবস্থিতি করিয়া ইলাকেশিক্ষা দিতে হইবেক।

তালব্য। আজ্ঞে, আমাদিগেরও এই অভিলাষ।

বশিষ্ঠ। তুমি তবে মন্ত্রিকে বলো, তিনি অভিষেকের সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত করুন, আর রাজ কুমার অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া রাজ্য মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়।

তালব্য। যেআজ্ঞা, তবে আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

(তালব্যের প্রস্থান)

বশিষ্ঠ। ভৃত্যেরা কে কেউ পস্থিত :

বৃন্দক। আজ্ঞা করুন, আমি উপস্থিত আছি।

বশিষ্ঠ। ভদ্র! দেখ দেখি, পুরোহিত বুঝি দেবী গৃহে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে বলিবা, পাঠ সমাপ্ত হইলে যেন এক বার এদিগে আসেন।

বৃন্দক। যেআজ্ঞা, (পরিক্রমণানন্তর দেবী গৃহ প্রবেশ)

দেবী গৃহ।

{ চণ্ডি পুস্তক, ও নৈবেদ্য সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট, নিকটে পুত্র }

পুত্র। (অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে) বাবা আমি মোন্দা খাব।

পুরোহিত। (অঙ্গুলি ভঙ্গী দ্বারা তর্জ্জন পূর্ব্বক) নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। যাদেবী সর্ব্বভূতেষু———

পুত্র। বাবা! ঐ থন্দেশ তা দে।

পুরোহিত। হুঁ; না খেতে নাই (ওঁ বিষ্ণু) নমস্তস্যৈ

পুত্র। খেতে আছে বাবা। ঐথন্দেশ তা দে।

পুরোহিত। ওরে এখানে কে আছহে? দীপটা প্রজ্জ্বলিত করে দেও, আর আগুণে একটুক ধুনা দেও। (ওঁ বিষ্ণু) জয়ন্তী মঙ্গলা কালী?

পুত্র। ওবাবা! ঐ থন্দেশতা দে বাবা! দিবিনে দিবিনে?

পুরোহিত। কি জ্বালা ওরে নিবেদন হয়নাই! এখন কি খেতে আছে, ওকল্‌তেও নাই, (ওঁ বিষ্ণু) নারায়ণী নমস্তুতে কলা কাষ্ঠাদি রূপেণ ———

পুত্র! ওবাবা! কলাখাব।

পুরোহিত। (মুকভঙ্গী করিয়া) বাপের ডিম খা; চণ্ডীপড়তে দিলেনা যে।

পুত্র। কৈ বাবা! বাপের দিম কৈ? তুই যে খেতে বল্লি, বাপের দিম কেমন লাগে বাবা?

পুরোহিত। ছোঁড়াতো বড় জেঠা হয়ে উঠ্‌লো, (মুখভঙ্গী করিয়া) কচুপোড়া খাও।

পুত্র। (রোদন) বাবা! ঐ থান্দেশ তা দে।

পুরোহিত। ওরে! এখানে কে আছহে! একটা সন্দেশ দিয়ে এ গরার পাপতো আগে থামাও, এমন লক্ষ্মছাড়া

ছেলে, চণ্ডীপড়্তে দিলেন।

(বৃন্দকের প্রবেশ)

বৃন্দক। পুরুত ঠাকুর প্রণাম।

পুরোহিত। কস্ত্বং, কে তুমিহে ?

বৃন্দক। আজ্ঞে, আমি বৃন্দক।

পুরোহিত। হুঁ, হুঁ, শূদ্র, শূদ্র, এখানে শালগ্রাম আছেন।

বৃন্দক। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পশ্চাৎ গমন) আজ্ঞে পুরুত ঠাকুর।

পুরোহিত। হুঁ, হুঁ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, চণ্ডীপাঠ করিতেছি, (স্বগত) নৈবেদ্য নিতে এসেছে, আজি দেখ্‌ছি, নৈবেদ্য খানা বাড়ি যায়না, আমার ভৃত্য বেটা এমন আল্‌সে, বলে এসেছি, একটু শীগ্‌গির আস্‌তে, এতো বেলা হলো, তবুও বেটার খোজ্ খবর নাই, (প্রকাশে) ইতি। সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধঃ। (ঘণ্টাধ্বনি)

বৃন্দক। আজ্ঞে ভট্‌চায্ মশয়।

পুরোহিত। ওহে ! কি বিরক্ত কর্‌তে এলে, এখনও নৈবেদ্য নিবেদন হয়নাই, একটু বিলম্বে এসো, (পুত্র সম্বোধনে) ওরে সাতকড়ী শীগ্‌গির বাড়ীহতে কানাইকে ডেকে নিয়ে আয়।

বৃন্দক। মশয় আমি নৈবেদ্য নিতে আসিনাই, বশিষ্ঠ দেব

দেব বলেছেন, চণ্ডী পড়া হলে আপনি যেন একবার তাঁর কাছে যান ; আর আজি মধ্যাহ্নে ফলারের নিমন্তন্ন।

পুত্র । (বগল বাজাইয়া) আমি বাবাল থংঙে ফলালি কত্তে দাব এখনি, —লে—লে—লে।

পুরো । কিবল্লে ? বশিষ্ঠ যেতে বলেছেন, হেথা এসো, কেন কিজন্য যেতে বলেছেন ; ধর,—এই নির্ম্মাল্য পুষ্প আর চরণামৃত লও।

বৃন্দক । আজ্ঞে, তাতো জানিনে, শুল্লেম কাল্‌নাকি রাজকুমারের অভিষেক, বোধহয় সেই জন্যেই হবে।

পুরো । আচ্ছা, বলগে, আমি আহ্নিক করে যাচ্ছি।

বৃন্দক । যে আজ্ঞে মশয়।

(বৃন্দকের প্রস্থান)

(কানাইয়ের প্রবেশ)

কানাই । (স্বগত)পুরুত ঠাকুর ভাল, কিন্তু ঠাক্‌রুণের জ্বালায় জ্বলে মলাম, মাগী কি বজ্জাত, আট্‌পোর কাল চৌকির উপর ঘুরায়, এত করে যদি দুবেলা চাড্ডে, চাড্ডে, প্যাট ভরে খেতে দেয়, তা হলেও বাঁচি, তা খেতে দেয়না। আর কথায়, কথায়, গালাগালি, মাগীর কথা শুল্লে সর্ব্বাঙ্গ শরীর ধাঁ,

ধাঁ, করে জ্বলে যায়, আমি যেন ওর বাপের কর্জ্জ করে খেয়েচি, (প্রকাশে) বাবাঠাকুর, আমি এয়েচি, কি কত্তে হবে ?

পুরোহিত। কেরে কানাই নাকি; এতক্ষণ কিকত্তেছিলি ?

কানাই। এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলাম।

পুরো। (মুখ ভঙ্গি করিয়া) তো বেটার বড় মুখ বেড়েছে, উচ্ছন্ন যা।

কানাই। (স্বগত) ধরে বামন সেও দোষ, ধাকে বামন সেও দোষ, এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও তাই, (প্রকাশে) আর রাগ কত্তে হবেনা, এখন আমি কি করবো তাইবলো।

পুরো। গরুর জাব্না দেওয়া হয়েছে ?

কানাই। সকাল বেলা হতে তাই কর্‌তে ছিলাম।

পুরো। তবে এখন নৈবেদ্য খানা নে যা।

কানাই। (নৈবেদ্য লইয়া) এখন যাই ? আরতো কিছু নিতে হবেনা।

পুরো। না, আর কিছুনাই।

(কানাইয়ের পরিক্রমণ)

পুরো। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কানাই! ওকানাই হই হই, ওরে ফের ফের।

কানাই। ঐ আবার কানাই, তখনি বল্লাম্‌ যদি আর কিছু থাকে তবে একেবারে দ্যাও, (নিকটে আসিয়া) কি, আর কিছু আছেনাকি? যাথাকে একেবারে দি-তে পারনা।

পুরো। এই আতব তণ্ডুল গুলো নে যা।

(কানাইয়ের পরিক্রমণ)

পুরো। ওরে কানাই! ওকানাই ই, ই, ওরে ফের ফের।

কানাই। আমলো, আবারকি, বেটা বামণ একেবারে কো-ন মর্ম্ম কত্তে পারেনা, যাচ্ছি আবার পেছু ডাকচে, রাস্তাঘাট যে পেচোল হয়েছে, পড়ে দেখ্‌ছি আমার হাড়-গোড়-ভেঙে যাবে এখনি, (নিকটে আসিয়া) আবার কি, আমাকে কি একশ বারই আনা-গো-না কত্তে হবে।

পুরো। এই কলার খোসা গুলো নিয়ে যা, গোরুটাকে দি-স।

কানাই। (স্বগত) হুঁ, আজ্‌ বাড়িতে গালি-খেয়ে গিরস্তা-লিতে বড় মন দেখ্‌তে পাই, (প্রকাশে) যা দিতে হয় একেবারে দ্যাও, এবার কিন্তু আর কানাই ফির্‌-বেন না, যাই দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, দেখো যেন পেছু ডে-কোনা।

(কানাইয়ের প্রস্থান)

পুরো । যাই আবার বশিষ্ঠ ডেকেছেন, ওরে সাতকড়ী, যা-
সুত্তো আয় ।

সাত । বাবা ! পথ বড় পেথল হয়েতে, আমাকে কোলে
কলে নে ।

পুরো । ইস্, ঘোরতর করে যে মেঘ এলো, মুষল ধারে
বৃষ্টি হতেছে, এক্টুক দাঁড়ান যাক্, অভদ্র বর্ষাকাল,
সর্ব্বদাই বৃষ্টিহচ্ছে, আমাদের এমনি কপাল, ঝড়
নাই, বৃষ্টি নাই, কেবল পেটের চিন্তাতেই ব্যস্ত, হা,
অদৃষ্ট ! একটা ছাতিও নাই যে মাথায় দেবো, এই
সময়ে যাদের প্রতি কমলার অনুগ্রহ আছে, তারাই
পরম সুখে বাস কর্‌ছে, আমরা টো টো, করে তা-
দের দ্বারে দ্বারে, খোসামুদি করে বেড়াচ্ছি; সকলি
পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি, আমিতো আমার তিন জন্মের
খবর দিতে পারি, কেননা, পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপ
করেছি, সেই-ফল এজন্মে ভোগ কর্‌ছি, আর এজন্মে
ই বা কোন কাশীতে মঠ দিলেম, যে পর জন্মে সুখ
ভোগ কর্‌বো, আহা ! বর্ষাকাল কি রমণীয় ।

কাটা কুটা ভাসাইয়া বরষার জল ।
প্রণালি বাহিয়া চলে করে কল কল ॥
স্থির দৃষ্টে ভেক গণ বসিয়া ডাঙায় ।
দলে দলে ডাকে আর জল পানে চায় ॥

নব জলধরোদয় দেখিয়া আকাশে।
পেখাম ধরিয়া নাচে ময়ুর উল্লাসে ॥
পিয়ে পিয়ে পয়োদের শীতল উদক।
পিয় পিয় রবে উড়ে বেড়ায় চাতক ॥
এলো মেলো বায়ুবয় পলকে পলকে।
দেখিলে তরাস লাগে দামিনী নলকে ॥
কেতকী কদম যুই বেলি কৃষ্ণ কেলি।
ফুটেছে বিবিধ ফুল টগর চামেলী ॥

(উভয়ের রাজ সভা প্রবেশ)

{ রাজসভা }
{ বশিষ্ঠ উপবিষ্ট }

পুরো । অভিবাদন করি, ডেকেছেন কেন ?

বশিষ্ঠ । কালি যুবরাজের রাজ্যাভিষেক, পূজার কি কি দ্রব্যাদি লাগবে, তার একটা ফর্দ করে দেন্।

পুরো । হাঁ, তা হবে এখনি, সমুদায় তীর্থোদক আহরণ হয়েছে ?

বশিষ্ঠ । ভাল কথা মনে করেছেন, পরিচারক ব্রাহ্মণ দিগকে বলিয়া যাইবেন,

" যত যত পুণ্যনদী আছে ত্রিভুবনে।
সে সব তীর্থের জল আনিবা যতনে ॥ "

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তমাঙ্ক সমাপ্ত।

অষ্টমাঙ্ক।

কুমার বন।

(বুধের প্রবেশ)

বুধ । (স্বগত) আহা ! কি মনোহর স্থান, উন্নত তরু শাখায় রবি কিরণ আচ্ছাদন করিয়াছে, স্থানে স্থানে, লতাকুঞ্জ শোভাপাইতেছে, বিকশিত কুসুম গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। ভ্রমরগণ মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া একপুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বেড়াইতেছে, বসন্ত ঋতু উদ্যান পালের ন্যায় এস্থানে বারো মাস বিরাজিত রহিয়াছে, স্থানের এমনি গুণ প্রবেশ মাত্রেই আমার অন্তঃকরণ শীতল হইল।

নেপথ্যে । হা বিধাতঃ ! আমার ভাগ্যে কি এই লিখন লিখিয়াছিলে।

বুধ । একি, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে, এই নির্জ্জন বনে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আইল, (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) হাঁ, মনুষ্য বটে, উহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে রাজনন্দন হবে, যদি রাজপুত্রই হয়, তবে এমন অবস্থায় এমন স্থানে কি জন্য বিলাপ করিতেছে, অথবা মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্ত হয়। যাহোক এই লতাজা-

লের অন্তরালে ব্যবহৃত হইয়া উহার আর্ত্তনাদের কারণ অবগত হই। (সেই প্রকারে অবস্থিতি)

{ বামগণ্ডে করার্পণ করিয়া ইলা উপবিষ্ট। }

ইলা। হাবিধাতঃ! তুমি আমার ভাগ্যে এই লিখন লিখেছিলে, পুরুষ বেশে কাল যাপন করিতে যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা কাহাকে বলিব, এই বনমধ্যে একাকিনী অসহায়া হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, এখন কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। সখীরাই বা আমাকে এখানে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় গেল।

বুধ। (স্বগত) ওহো! এ পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক, পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছে।

ইলা। হা, অদৃষ্ট তুমিই সকল কর্ম্মের মূল, এখন আমি কিকরি কোথায় যাই।

(কমলা ও চপলার প্রবেশ)

কমলা। সখি! অনেক খুঁজেছি, কিন্তু মানুষ-জন দেখতে পেলেমনা।

চপলা। সখি! দূরেথেকে তুহিন মণ্ডিত পর্ব্বত দেখে অট্টালিকা জ্ঞান হয়, কিন্তু সে লোকালয় নয়, এখানে মানুষের বাস নাই।

ইলা । সখি, তবে আমরা এখন তিনটী মেয়েমানুষ কোন পথ দিয়ে কোথা যাব। হা ঈশ্বর! এখানেকি কে-হই নাই, যে আমাদিগকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করে।

(বুধের প্রবেশ)

বুধ । ভয়কি,! তোমাদিগের কি বিপদ হয়েছে? কোন দুরাত্মা গন্ধর্ব্বকি তোমাদিগের সহিত কোন দুর্ব্ব্যবহার করেছে? বল বল, আমি এখনি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।

স্ত্রীগণ । (সহসা অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মহাশয়! রক্ষাকরুন, রক্ষাকরুন।

বুধ । ভয়কি ; তোমরা কে, আর কিজন্যইবা এত ব্যাকুল হইয়াছ?

কমলা । মহাশয়! ইনি আমাদিগের মিথিলাধিপতি রাজা বৈবস্বত মনুর দুহিতা, ইহার নাম ইলা, বোধ করি ভগবান বশিষ্ঠ মুনির নাম শুনে থাকবেন।

বুধ । হাঁ. তিনি একজন ভুবন পূজ্য, তাঁহাকে কেনাজানে।

কমলা । সেই মুনিই, রাজার এই কন্যা জন্মিলেই একে পুরুষ বেশে রাখেন।

বুধ । কেন সেরূপ করিবার প্রয়োজনকি?

কমলা। মহাশয়! আমরা শুনেছি, রাজকন্যা যখন গর্ভে ছিলেন তখন রাজা স্বর্গারোহণ করেন, সেই কালে প্রজারা নিতান্ত উৎশৃঙ্খল ছিল, রাজার কন্যা জন্ম বৃত্তান্ত শুনিলে তাহারা রাজজ্ঞাতির কোন ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিত, বশিষ্ঠ দেব এই কথার সন্ধান পেয়ে, কন্যা জন্মিলে, পুত্র জন্মিয়াছে বলে প্রকাশ করেন।

বুধ। হাঁ, সত্য, মন্ত্রিরা এপ্রকার চাতুরী দ্বারাই রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া থাকেন, ভাল তোমাদিগের এখানে আস্‌বার কারণকি?

কমলা। আমরা মৃগয়া কর্‌তে এসেছিলাম, যখন শ্বেত পর্ব্বতের উপত্যকায় মৃগয়া করি তখন একটী মনোহর হরিণ আমাদিগের নেত্র গোচর হয়, আমরা তিন জনেই অশ্বারোহণে ছিলাম, ধনুর্ব্বাণ নিয়ে তিন জনেই সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হলেম, হরিণটাও প্রাণ ভয়ে ছুটে পলাতে লাগ্‌লো, অনেক দূর এরূপ করে এসে দেখি যে, হরিণ আর দৃষ্টি গোচর হয়না, তার পর ফিরে যেতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু আমরা পথ চিনিনা, আর সঙ্গের লোক জন যে কত দূর আছে তা বুঝ্‌তে পার্‌লেম-

না, পরে তিনজন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে এথায় এসেছি, এখন যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাদিগকে পথের সন্ধান বলেদিতে পারেন তবে ... দেশে যেতে পারি।

বুধ। আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা নাই, আজি আর বেল... ই তোমরা এখানেই থাকো, কালি প্রাতে লোক জন দিয়া তোমাদিগকে পাঠিয়ে দেব।

কমলা। মহাশয়, এই নিবিড় বন, এখানে জন মানব নাই, আমরা তিনটী মেয়েমানুষ কোথায় থাকি?

বুধ। এই পূর্ব্ব দিগে অনতি দূরে আমার ক্রীড়াকানন আছে, তোমরা সেই কাননস্থগৃহে থাকিবে।

কমলা। মহাশয়ের অনুগ্রহে চিরকৃত হলেম।

বুধ। তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

কমলা। চলুন মহাশয়! (ইলা ও চপলার প্রতি) এস তবে এই মহাশয়ের সঙ্গে যাই।

(সকলের পরিক্রমণ)

বুধ। এই দেখ আমার ক্রীড়া কানন, পূর্ব্বকালে ভগবতী ও ভগবান ভবানীপতি, ক্রীড়া করিবার জন্য এই কানন প্রস্তুত করেন।

কমলা। হাঁ, আমিও তাই অনুমান করতেছি।
আ মরি কি মনো লোভা, ক্রীড়াকাননের শোভা,

পরিখা বেষ্টিত চারিপাশে।
উজ্জ্বল স্ফাটিক নিভা, নির্ম্মল সলিল কিবা,
বিকচ কমল তায় হাসে॥
রাজ হংস দলে দলে, সাঁতার দিতেছে জলে,
স্থানে স্থানে কুমুদ কহ্লার।
পরিখা পারের হেতু, নির্ম্মিত হয়েছে সেতু,
বর্ণিবারে হারে বর্ণ হার॥
ফুলের বাগান মাঝে, অতি অপরূপ সাজে,
লতাময় কুঞ্জ স্থলে স্থলে।
ভ্রমর করিছে রব, ছোট বড় তরু সব,
সুশোভিত পত্র ফুল ফলে॥

এই উদ্যান মহাদেবের কৃত নাহলেকি এরূপ হতো।

বুধ। এই আমার ক্রীড়াকাননস্থগৃহ, তোমরা ততক্ষণ এই স্থানে বাস কর, আমি তোমাদিগের ব্যবহার্য্য যাবদীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।

কমলা। আপনাকে অত পরিশ্রম করতে হবেনা, আসুন এই লতাময় কুঞ্জে বসে ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করি।

বুধ। ভাল, তবে এই শীলাতলে উপবেশন কর।

(সকলে উপবিষ্ট)

ইলা। (স্বগত) আহা, কি মধুরাকৃতি, (পুনঃ পুনঃ দর্শন)

বুধ। (ইলার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্বগত) আমি ত জন্মে

এমন মনোহারিণী আকৃতি দেখিনাই।

কমলা। মহাশয়, একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্তে চাই?

বুধ। কি কথা, যা হয় অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা কর।

কমলা। মহাশয়, আপনি কে? আপনার মনোহর আকৃতি দেখে বোধ কর্ছি, আপনি কোন দেবকুলে জন্মে থাক্‌বেন।

বুধ। হাঁ যথার্থ অনুভব করেছ, আমি ভগবান চন্দ্রের পুত্র, আমার নাম বুধ।

কমলা। হাঁ, পুষ্পেই মকরন্দ জন্মে. ভাল মহাশয়, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি একাকি এই জন শূন্য স্থানে থাকেন কেন?

বুধ। ভগবান চন্দ্র আমাকে এস্থানে থাকৃতে আদেশ করেছেন।

কমলা। এরূপ আদেশ কর্‌বার কারণ কি?

বুধ। আদেশের কারণ আর কিছুই জানিনা; কেবল বলেছেন, তুমি কুমার বনে গিয়া বাস কর, সুদ্যুম্ন রাজা ঐ বনে মৃগয়া করিতে যাইলে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হইবে।

ইলা। (স্বগত) ইনি কি বলিতেছেন, এ কথা যে আমাকেই লক্ষ্য করে।

কমলা। (জনান্তিকে ইলার প্রতি) সখি, এখন চাঁদের হাট

হয়েছে, কেবল চন্দ্র বংশের উৎপত্তি বাকি।

ইলা । (ঈষৎ হাস্য) সখি, দেখতেছ, ইনি কেমন রসিক, যে কথাগুলি বলছেন, শুনে কাণ জুড়াচ্ছে।

কমলা । সখি, কেবল কাণ কেন, এর পর প্রাণও জুড়াবে।

ইলা । (ঈষৎ হাস্য) তোমরা আর কিছু মনে কর্‌তেছ কিন্তু আমি তেমন মেয়ে নই।

চপলা । আমরামনে করি, আর না করি, কিন্তু ভাই তুমি খাঁটিই কিছু মনে করেছ, কথায় বলে " ঘরেকে, আমি গুড় খাইনাই ,,।

বুধ । (চপলার প্রতি) ওগো একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি,

চপলা । কিকথা, যা হয়, আজ্ঞাকরুন।

বুধ । তোমাদিগের সখীর কি বিবাহ হয়নাই ?

চপলা । প্রায় হয়েছে।

বুধ । প্রায় কেমন ?

চপলা । পুরুষের সঙ্গে নয়।

বুধ । তোম্‌রাকি আমাকে বিদ্রূপ কর্‌তেছ ?

কমলা । না মহাশয়! বিদ্রূপ কর্‌বো কেন, সখী আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ছেন না, আমাদিগের সখী, যখন পুরুষ বেশে ছিলেন তখন বশিষ্ঠ দেব একটা কন্যার সঙ্গে এঁর বিয়ে দিয়েছিলেন।

বুধ । তবেকি, ভগীরথের জন্ম হবে, ভাল হলো, আমি

চন্দ্র বংশের উৎপত্তি জন্য সুদ্যুম্ন রাজার প্রতীক্ষা করতেছিলাম, তা ভগীরথের জন্ম হলে সূর্য্য বংশও দেখতে পাব, কুমার বনে সূর্য্য চন্দ্র উভয় বংশেই একত্র হবে।

চপলা। মহাশয়, আপনার বিবাহ হয়েছে ?

বুধ। নাগো না ; আজিও বিয়ে করিনাই।

কমলা। কেন মহাশয়, বে করেননাই কেন ?

বুধ। উপযুক্ত পাত্রী পাইনাই।

কমলা। (ইলার প্রতি জনান্তিকে) এখন উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যাবে।

ইলা। (জনান্তিকে) ছি সখি, ওসকল কথা কেন, (অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা তর্জ্জন)

চপলা। (ইলার প্রতি) সখি, তোমার আঙুলেযে বেড়ে আঙটী টী দেখছি, ওটা একবার খুলে দেওতো।

ইলা। (অঙ্গুরীয় মোচন পূর্ব্বক) এই নাও।

চপলা। (বুধের প্রতি) মহাশয় ! আপনার আঙুল গুলি চাঁপার কলির মতন, এই আঙটীটা দিলে কেমন দেখায়, দেখি। (অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী প্রদান)

বুধ। (অঙ্গুরীয় দেখিয়া স্বগত) একি, অঙ্গুরীয়কে সুদ্যুম্ন নাম অঙ্কিত কেন, বোধ করি ইহার অপর নাম সুদ্যুম্ন হইবেক, ভাল জিজ্ঞাসা করি।

চপলা । মহাশয়! আঙুটি হাতে দিয়া কি ভাবছেন?

বুধ । না কি ভাবেবো, বলি আঙুটীতে কার নাম খোদা আছে তাই পড়ছি।

চপলা । পড়তে পারলেন? সেই চন্দ্র বংশউত্পত্তির নাম।

কমলা । মহাশয়! বেড়ে জায়গাটি, বস্তে বস্তে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বুধ শরীর আর কই, কেবল চোক্ দুটী বলনা কেন?

কম । চোক্ দুটী কেমন?

বুধ । বলছি কি, কেবল চোক্ দুটী ঠাণ্ডা হলো।

কমলা । (ইলার প্রতি) সখি, এঁর সব সুদ্ধ ঠাণ্ডা করেদেওনা।

ইলা । আপনি নাহলে, কে ঠাণ্ডা করতে পারে।

কমলা । (জনান্তিকে) সখি, চপলে, কিছু বুজতে পেরেছ, হরিণতো জালে পড়ে।

চপলা । সখি কমলে! আমারও তাই বোধ হতেছে, তা না পড়বে কেন, ব্যাধকে বিলক্ষণ চতুর দেখ্‌চি।

(নেপথ্যে)

এই ধরেছি, বেটা আমাকে কয় দিন পর্য্যন্ত হয়রান করেছে।

পুনঃ । ধরেছ, তবে শীগ্‌গির ওর গলাতে শিকল দাও।

চপলা । (বুধের প্রতি) ও কারাগা? ওরা কি ধরেছে?

বুধ । ওরা আমার ভৃত্য, আজি ক দিন হলো, আমার

পালিত বানর শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছিল, তাই বুঝি ধরেছে।

চপলা। সখি কমলে, আমি বানর দেখে আসিগে, তুমি যাওতো এস।

(চপলার ও কমলার প্রস্থান)

ইলা। সখি কমলে, তোমরা দুজনেই গেলে?

কমলা। একটু অপেক্ষা কর, আমরা কোন দিকে বানর দেখে শিগ্‌গির আস্‌চি।

বুধ। (ইলার প্রতি) একিগো, ঠাণ্ডা কর্‌তে চেয়ে এখন আপনিই যে গরম হয়ে উঠ্‌লে; (কর গ্রহণ)

ইলা। একি, হাত ধর কেন? ছাড় ছাড়, বাইরে যাই।

বুধ। তবে ক্ষণ কাল বিলম্ব কর, আগে আমার প্রাণ বাহির হোক্।

ইলা। (স্বগত) এ শুনেতো আর যেতে ইচ্ছা করেনা। (প্রকাশে)

বড় মাথাধরেছে, আমি আর যাবনা, কিন্তু তুমি কিছু বল্‌তে পারেবনা।

বুধ। না কিছু বল্‌তে চাহিনা, যদি নাবল্লে চলে তবে আর কে বলে।

ইলা। ইঃ, বড় মাথা ধরেছে, আর বস্‌তে পারি না।

বুধ। তবে তুমি শোও, আমি তোমার মাথা টিপে দি।

ইলা । না, তার আর কাযনাই।

বুধ । কায নাথ' দিল চল্‌বে কেন ; তুমি শোও।

ইলা । আচ্ছা, শুলেম, কিন্তু তুমি আমার মাথা টিপ্‌তে পাবেনা।

বুধ । না, তা টিপ্‌তে চাইনা, কেবল গায় হাত বুলাই, (গাত্রে হস্তদান) আহা! শরীর কমল হইতে কি মনোহর গন্ধ আস্‌চে

পুফুল্ল পঙ্কজ সম তোমার বদন।
তার গন্ধ বহিতেছে নিশ্বাস পবন ॥

যদিবল তবে একবার ভালকরে আঘ্রাণ লই।

ইলা । তোমার যাইচ্ছা তাই কর, আমি নিষেধ কতে পারিনে।

বুধ । তবে সেইভাল, আমার ইচ্ছা মতন কর্ম্ম করি, তুমি কথা বর্ত্তা নাকয়ে চুপ করে থাক।

(নেপথ্যে)

এস সখি! যাই আর এখানে থেকে কিহবে ; যা-দেখতে এসেছিলেম, তাতো নিয়েগেল।

বুধ । প্রিয়ে! সন্ধেহলো, চল আমরা গৃহ-মধ্যে যাই।

সম্বরণ করি কর, অস্তগত দিনকর,

হিমকর প্রাচীতে উদয়।
চল প্রিয়ে ! নিকেতনে, এবে আর কুঞ্জ-বনে
বাসকরা উচিত নাহয় ॥

(সকলের)

অষ্টমাঙ্ক সমাপ্ত।

নবমাঙ্ক।

{ কুসুম বন
{ মাতাল দ্বয়ের প্রবেশ

প্র। বুধ-দেব যে কোথায় গেলেন তা বলা যায়না।

দ্বি। তিনিকি বাড়ীথেকে রাগ করে গেছেন।

প্র। না না, রাগ করবেন কেন; তুমিকি শোননাই, যে এখানে ইলানামে একটি স্ত্রী, এসেছিল।

দ্বি। না, তাতো শুনওনাই, সেস্ত্রী কিকরেচে।

প্র। শুনেছি বুধ তাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করেছিলেন, তার-পর সে স্ত্রী-লোকটা তাঁকে নাবলে-কয়ে কোথা চলেগেছে, বুধও তাকে খুজতে, খুজতে, পাগলের মত হয়ে আজ চার-পাঁচ-দিন, কোথা গেছেন।

দ্বি। তবে আর তাঁকে কোথা খুজে বেড়াব, চল আমরা ফিরে ঘরে যাই।

প্র। তাকি হতেপারে, একবার খুঁজে দেখি, তাতে পাই ভাল আর যদি নাপাই, তবে কাযেই ঘরে ফিরে যাওয়া যাবে, এখন চল খুঁজতে যাই।

দ্বি। তবে আগে একটু মদখেয়ে লও।

প্র। আচ্ছা, দাও, (উভয়ের মদ্যপান)

দ্বি। ওহে! মামারবাড়ী, (শুঁড়ির দোকান) দেখা যাচ্চে।

প্র। মামারবাড়ী দেখাগেলে কিহয় রুধির কোথা।

দ্বি। আমার কাছে চারিআনার পয়সা আছে, তোমার বোতলটা দাও, একবোতল লয়ে আসি।

প্র। অতো ফচ্‌কি বেন বাবা! রোজ রোজ, মদ নেবো বলে বোতল নে যাও, তার-পর মদকিনে সবটুকু পথে সেবা দিয়ে, খালি-বোতলটা, আমাকে ফিরেদাও, আজ আর তা পারবেনা; ফাকি ঝুকিতে চলবেনা, আজ জ্ঞান টন্টনে, আগে আমার ভাগের মদটুকু রাখ, তার-পর বোতল পাবে।

দ্বি। সেকি, আগে বোতল দেনা, মদ নে আসি, তার-প-র ভাগ দেব।

প্র। তা হবেনাবাবা! আগে আমার ভাগের মদটুকু রাখ তার-পর বোতল দিচ্চি, তুমি ভেবেচ বুঝি আমি মাতাল হয়েছি, তানয় বাবা! আজ জ্ঞান টন্টনে।

দ্বি। ভাল, বোতল নাদিলে-দিলে, চল এখন বুধের অন্বে-

ষণে যাই।

প্র । আজনয় বাবা ! এখন রাতহয়ে উঠলো, আমিতো পাখী হয়েচি ; যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারি, কিন্তু, আমরা পাখির জাত রাতহলে দেখতে পাইনে, অত লেঠা ফেটায় দরকার কি, আজ এখানে শুয়ে থাক, কাল বুঝাযাবে।

দ্বি । কি উৎপাত, এত মাংলামি করিস্কেন ; তুই এখন যাবি।

প্র । নেহাত ছাড়বেনা, তবে শো, শুয়ে শুয়ে, হেঁটে যাই।

দ্বি । শুয়েকি হাঁটাযায় ?

প্র । বটেওতো, তবে বসে হাঁট।

দ্বি । নে, এখন আর তামাসায় কাযনাই, যেতেহয় আয়, আর নাবাসুতো থাক, আমিতোভাই চল্লেম।

প্র । দাঁড়াও, বুজ্লেম তুমি নাছোড়বান্দা ; আমি যাচ্ছি।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দ্বি । এত খুজ্লেম তবুও নাগাল্ পাওয়া গেলনা।

প্র । আমিও তাই বল্‌ছি, বুধতো পাখানয়, যে উড়েগেল।

দ্বি । (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে, ঐদেখ, বুধ পাগলের মত, পুকুরধারে, বেড়াচ্ছেন।

প্র । কিছু বলোনা, দেখাযাক্ উনি কি করেন।

(পুষ্করিণী তীর)
(বুধের প্রবেশ)

বুধ । ও-হো, আমিকোথায় প্রিয়ার অন্বেষণ কর্‌ছি,
জলমাঝে ফুটিয়াছে কমলের ফুল ।
প্রিয়ামুখ বলে মোর হইয়াছে ভুল ॥

এতো প্রিয়ে নয়, (জলে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন)
আমিকি জলেডুবেছি, না, আমিতো এই ডাঙায়,
তবে জলের মধ্যে ও কে? হাঁ, এখন বুঝেছি, ও আ-
র-একজন-আমি। বাহবা — কি — বাহবা ! আমার
যে একজন আমি আছে, তাতো এতদিন জান্তে পা-
রি নাই, ভাল, জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, ওযদি প্রিয়ার অনু-
সন্ধান বল্‌তে পারে, (আহ্বান) ও-আমি ! তোমা-
কে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, কই, কথাতো কয়-
না, আমিবুঝি কালা হবে, তাই শুন্তে পাচ্ছেনা. (উ-
চ্চৈঃস্বরে) ও আমি—— ওহে আমি——

প্রতিধ্বনি । ওহে আমি —

বুধ । (ঊর্দ্ধ-নয়নে) কে আমাকে বিদ্রূপ করে।

প্রতি । কে আমাকে বিদ্রূপ করে ।

বুধ । তুই কেরে ?

প্রতি । তুই কেরে ।

বুধ । আমি যা বলি এও দেখি যে তাই বল্‌ছে, অথচ মানুষ-জন দেখিনে, এ বুঝি ভূত বে, যাহোক আমার এখানে থাকা ভাল নয়, স্থানান্তরে গিয়ে প্রিয়ার অন্বেষণ করি. (পরিক্রমণ) ওহো, আমি উন্মত্ত হয়েছি, যে এমন করে বেড়াচ্ছি, প্রিয়া মানকরে এই বনের কোন স্থানে লুকায়ে রয়েছেন, এবার নাগালে পেলে পায়েধরে মান ভেঙেদেব ।

(নেপথ্যে)

বউ — কথা — ক, বউ — কথা — ক ।

বুধ । (ঊর্দ্ধ-নয়নে) কি আশ্চর্য্য পাখিরাও মান ভঞ্জন জন্য প্রিয়ার অনুনয় কর্‌ছে, আমি কি নির্দ্দয়, প্রিয়াকে সম্বোধন করে একটাও প্রিয়-কথা বল্‌লাম না ।

(পুনর্নেপথ্যে)

একটা খোকাহোক —— একটা খোকাহোক ।

বুধ । (হাস্য) ওরে বিহঙ্গ ! তুই কি উন্মত্ত হয়েছিস, প্রিয়া কোথায় যে, খোকাহোক বল্‌ছিস, (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) পাখি-গুলোকে যে আমার শুভানুধ্যায়ী দেখ্‌ছি, (সজল নয়নে) হা প্রিয়ে ! তুমি-কোথা লুকালে, একবার দেখাদাও, ঐ শুন পাখিরা কি বল্‌ছে,

পাখি বউকথা কও, বলে বউ কথা কও,
বেনেবউ বলে খোকাহোক ।

একবার কথাকও, খোকার আধার হও,

ওঠুটো পাখির মত শোক ॥

হা! আমি তাকে বৃথা অন্বেষণ করছি, সে কি জীবিত আছে, যে কথা কবে; তাকে বিনাশ করে শরীরের সমুদয় উৎকৃষ্ট অংশ কথক-গুলি পশু পক্ষিতে নিজে ভাগ যোগ করে নিয়েচে।

কেশরী লইয়া কটী পলাইল বনে।

উরুদ্বয়ে করি গেল কদলী কাননে ॥

হরিণ হরিণ লয়ে যুগল লোচন।

কাড়া-কাড়ি করিতেছে ভাগের কারণ ॥

পেখম লইয়া শিখি নাচিয়া বেড়ায়।

কোকিল লইয়া স্বর মিষ্ট গান গায় ॥

করিণী লইল গতি হংস নিজ গতি।

নাসিকা লইল শুক, আর খগপতি ॥

যা হোক, ঐ সরোবরে চকবাক, মিথুন দেখাযাচ্চে, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সন্ধান বলেদিতে পারে, (পরিক্রমণানন্তর করযোড়ে) ওহে চকবাক! তুমিকি আমার প্রিয়াকে দেখেছ, যদি দেখে থাক, তবে বল, কোথাগেলে তাকে পাব।

চকবাক। কেও—কেও, (রব করিয়া উড্ডীয়মান)

বুধ। পাখিরা আমাকে চেনেনা, তাইতে কে ও, কে ও, ব-

লে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছে. পাখির কাছে পরিচয়-
টা দিতে লজ্জা হচ্ছে, অথবা কোন অাট্‌কালে, মানা-
পমান বিবেচনা কর্‌তে গেলে চলেনা. ভাল. পরি-
চয়ই দিচ্ছি, না, ওরা যে চলেগেল, তা যাবেইতো
ত্বঃসময়ে কেহই আত্মীয়তা করেনা, হা ! কি-কষ্ট ।
সকলে আত্মীয় হবে সম্পদ সময় ।
বিপদের কালে-দেখি কেউ কারু নয় ॥
হা— প্রিয়ে ! তোমার সেই প্রফুল্ল মুখ-কমল আর
দেখতে পাবনা. (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ হেম-
কূট শিখর. দেখাযাচ্ছে, ভাল উহাকে জিজ্ঞাসা করি,
ওহে গিরিবর !

যদি দেখেথাক তুমি প্রেয়সী আমার ।
বল তবে ওহে গিরি তার সমাচার ॥

কই কিছুই ত উত্তর দিলেন, আমিও যেমন, কাকে
জিজ্ঞাসা কর্‌ছি. ওরা পাষাণ. জান্‌লেও বলবেনা.
পাষাণ শরীরে কি দয়া মায়া আছে, আচ্ছা. এই বৃক্ষ
দিগকে জিজ্ঞাসা করি. ওরা কখনই প্রবঞ্চনা কর্‌বেনা
(আকাশে দৃষ্টিপাত) উঃ রাত্রি হয়েছে. ঐযে পিতা
নক্ষত্র মালায় বেষ্টিত হইয়া অম্বর রাজ্য শাসন কর্‌-
ছেন, আমি কি নির্লজ্জ, পিতা আমার সমুদয় ক-
ষ্টইযে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, (লতাকুঞ্জে আত্মগোপন ;

কেন পলাইয়া থাক্‌বারইবা প্রয়োজনকি ? পিতা কি অত দূর থেকে আমাকে চিনতে পারবেন, যে আমি পলাইয়া রয়েছি, তাই পিতাকেই জিজ্ঞাসাই করিনা কেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি অতদূর থেকে চিন্তে পারবেননা, তা বেন, কেনা, কে, উঃ পশ্চিম দিগে একটা রাক্ষস দেখ্‌ছি, উহার নেত্রদ্বয় হতে ক্রোধে অগ্নি নিঃসৃত হচ্ছে, । ওহো, আজিযে আমার সকলই ভ্রম হতেছে, ও ত রাক্ষস নয়, ওযে মেঘ, এক এক বার বিদ্যুৎ হতেছে, যাক্ মরুকগে, পিতার নিকট প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি. (কর যোড়ে ঊর্দ্ধ মুখে) ভগবন্ ঊর্দ্ধপতে ! যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখে থাকেন তবে বলুন প্রেয়সী কোথায়.

(মেঘ গর্জ্জন ।)

বুধ । এতোপিতা, কিবল্‌ছেন, তাইতোবলি, আপনার জন ভিন্ন কেকার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হয়, বল্লেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারাগেলনা. (উচ্চৈঃ স্বরে) কি বল্লেন কিছুইযে বুঝতে পাচ্চিনা, ভালকরে বলুন ।

(নক্ষত্র পাত ।)

বুধ । এযে পিতা আমার কাছে দূত পাঠালেন, দেখি এসে

কি বলে, যেরূপ শীঘ্র আস্‌ছে তাতে বোধহয় ও প্রিয়ার সমুদয় সংবাদ জানে।

(নক্ষত্র অদর্শন)

বুধ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) এখনকার চাকর গুলো নেহাৎ নেমক হারাম্, মনিবের সাম্‌নে হলে রোগীর ওষুধ গেলার মত দায়ঠেকে কায করে, একটু চোকের আড়াল হলে আর কিছুই করে না, ঐ দেখ যতক্ষণ পিতার সাম্‌নে ছিলো, ততক্ষণ বেগে আস্‌তে ছিলো, তারপর যে কোথায় গেল, তার আর খোজ খবর নাই, বোধ হয় আজ্ রাস্তাতেই রয়েগেলো, কাল্ আস্‌বে, যাহোক্ তাইবলে আমি প্রেয়সীর অন্বেষণে ক্ষান্ত হবনা, সাধ্যমত খোজ্ করে দেখ্‌বো। হা প্রিয়ে! যখন তোমার সেই অমায়িক ভাব মনে পড়ে, তখনি প্রাণ কেঁদে উঠে।

আরকি দেখিতে পাব তোর চাঁদমুখ।
দারুণ দুখেতে মোর বিদরিছে বুক॥
আরকি শুনিব তোর মধুমাখা ভাষা।
জনমের মত মোর ফুরায়েছে আশা॥
পুনরায় যদি পাই তোরে দেখিবারে।
লুকাইয়া রাখিতবে হৃদয় মাঝারে॥
নাপাইলে তোরদেখা কাযকি জীবনে।

অনলে পশিব কিবা ডুবিব জীবনে ॥
নাহেরিলে প্রিয়া তোর মুখ শতদল।
বাঁচা বিড়ম্বনা মাত্র, মরণ মঙ্গল ॥

হা প্রিয়ে! হা লোচনানন্দ দায়িনি, হা জীবিতেশ্বরি.! হা মদেক প্রিয়সখি! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার সহিত যে আমার একপ অসহনীয় চিরবিচ্ছেদ হইবে, তাহাতো স্বপ্নেও জানি না।

হা জীবন! তুমিকি পাষাণে বিনির্ম্মিত হইয়াছ! যে প্রিয়ার বিচ্ছেদে এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া দেহে বাস করিতেছ. হা হৃদয়! তুমি প্রেয়সীর বিরহের পূর্ব্বেই বিদীর্ণ হইলেন কেন, ওহো—আমি নিতান্ত মূর্খ, আমি ভাবিতাম্ প্রেয়সী, আমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট আছেন, আর আমি যে কার্য্যকরি তাহাতেই কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু আমার সে সমস্ত ভ্রম মাত্র।

সমস্ত কার্য্যে হইবে সুকর্ম্ম
সমানরূপে সকলি তুষিবে,

ঈদৃক্ দুরাশা করিবে যে মূর্খ
কদাপিও সে হবেনা কৃতার্থ ॥

হা প্রিয়ে ! আমি সরল হৃদয়, তুমি যে এতাদৃশ নিষ্ঠুরতা করিবে, তাহাতো পূর্ব্বে জানিতে পারি-নাই, আহা ! তোমার তাদৃশ প্রণয় কি পরিণামে আমার, মরণের কারণ হইল, (মূর্চ্ছিত)

প্রথম, (দ্বিতীয় মাতালের প্রতি) ওহে ঐ দেখ বুধ চেতনা শূন্য হয়ে ধরায় পতিত হলেন ।

দ্বিতীয়, আর বিলম্ব কেন, চল ওঁকে ধরাধরি করে ঘরে নে যাই, ।

(সকলের প্রস্থান)

নবমাঙ্ক সমাপ্ত ।

দশম অঙ্ক।

মিথিলাপুরী.
রাজভবনের নির্জনগৃহ,
বশিষ্ঠ উপবিষ্ট ।

বশিষ্ঠ. (স্বগত) ইলার গর্ভেতো একটী পুত্র জন্মিল, পূর্ব্বে লোকের নিকট প্রকাশ করা গিয়াছিল, বৈবস্বত মনুর একটী কন্যা জন্মে, আমি যোগবলে ঐ কন্যাকেই পুত্র করিয়াছি. এক্ষণে সেই পুত্রের গর্ভেইতো আবার পুত্র জন্মিল, কি কর্ম্মভোগ, একটি মিথ্যা কথা কহিয়া সেই মিথ্যা গোপন করিবার জন্য যে কতশত মিথ্যাই কহিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, এখন যদি কেহ এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাকরে তাহাহইলে কি বলিব, (কিঞ্চিৎ চিন্তাকরিয়া) হাঁ হইয়াছে এই কথাই বলা যাইবে।

(প্রতীহারির প্রবেশ)

প্রতীহারী. ঋষে প্রণাম, দ্বারে নারদ দণ্ডায়মান হইয়া আ-

পনার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বশিষ্ঠ, (স্বগত) হাঁ, [illegible] যাহা চিন্তা করিতেছিলাম তাহাই ঘটিল, এ পাপটা আমার এল কেন বোধ করি ইহার গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাই শুনিয়া আমোদ করিবার জন্য আসিয়াছে, উহাকে কি [illegible] দিতে অ- [illegible] দিব, অথবা না দিয়াই বা কি করি. সে ত [illegible] লোক নয়। কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ [illegible] [illegible] হইলে [illegible] শাপ দিয়া প্রস্থান করিবে।

প্রতিহারী. মহাশয় [illegible] দ্বারে দণ্ডায়মান।

বশিষ্ঠ, আসিতে কহ।

(প্রতিহারির প্রস্থান)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ, ঋষে নমস্তে।

বশিষ্ঠ, নমস্কার। এই আসনে উপবেশন করুন, ওরে কে আছিস্, মধুপর্ক আনয়ন কর।

নারদ, (আসন পরিগ্রহণ পূর্ব্বক) কেমন মহাশয়, তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

বশিষ্ঠ, আপনার দর্শনেই, বিশেষ বৃদ্ধি, আপনি এক্ষন কোথা হতে আসিতেছেন?

নারদ, অদ্য মানস সরোবর হইতে আসিতেছি।

(পুরুরবা প্রভৃতির প্রবেশ)

পুরুরবা, (বশিষ্ঠের প্রতি) দাদা মশয়, আমাকে একটা নাটীম দিতে হবে।

বীমল, দাদামশয়, আমি একটা মাটির হাতী নেবো।

উৎকল, ওদাদামশায়, আপনি ময়ূরদিতে চেয়েছিলেন, কই দিলেন না।

গয়, দাদামশয়, পুরুরবাকে নাটা [illegible] দে [illegible] উনি [illegible] কথা কোয়েছেন,

বশিষ্ঠ, কি মিথ্যাকথা ?

গয়, উনি অ [illegible] গুরু [illegible] শয়ের [illegible] মিছেমিছী করে ছুটী নেবার জনে [illegible] ল্লনকি ; গুরু মশয় মা-বলেছে আমা [illegible] পেট [illegible] ড়াচ্ছে, তাই ছুটীদ্যাও, গুরু মশয় বল্লে [illegible], হারে দুর্বৃত্ত, এক জনের পেটকামড়ালোকি অন্যে টেরপায়, এইবলে ওঁকে তিন বেত্ মেরেছেন সত্যমিথ্যা দেখুন, এখনও দাগ্ আছে।

পুরুরবা। গয় তুমি বাইরে চল, তোমার মাতা ভেঙে দেব এখনি।

গয়। কি - মার্‌বেন, মার্ আর ঘরে ধরেনা।

পুরুরবা। [illegible], মার্ত্তে পারিনে, (চপেটাঘাত্) এই মার্‌লাম,

গয়। একবার মাল্লে বইতনা, আবার মার দেখি, মার্ আর ঘরে ধরে না, এবার মাল্লে বুঝ্‌তে পার্‌বা এখনি।

পুরু। এই মাল্লাম্ (চপেটা ঘাত)

প। আঁ আঁ আঁ (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

পুরু। দাদা মশায় ওটা কি ?

ব। ও বলতে নাই, উনি নারদ, ওঁকে প্রণাম কর।

পুরু। প্রণাম।

না। স্বস্তি ভবদ্ভিঃ।

পুরু। হাঁগা দাদা মশায়, ওঁর হাতে ওটা কি।

[illegible] ও বল[illegible] উনি ঠাকুর।

[illegible] তা[illegible] এর [illegible] টা কি ?

ব। ওটা বীণা[illegible] নারদের

পুরু। বীণাযন্ত্র কি করে, দাদা [illegible], ওটা কি খায়।

ব। না, খাবে কেন, বীণাযন্ত্র [illegible]জায়।

পুরু। বাজাও দেখি।

ব। আমি কি বাজাতে জানি যে বাজাব।

পুরু। তবে কে বাজাতে জানে ?

ব। যাঁর হাতে দেখছ, তিনিই জানেন।

পুরু। (নারদের প্রতি) হেঁগো মশায়, একবার বাজাও না।

না। আচ্ছা তুমি আগে আমার কাছে এস তার পর বা-জাচ্ছি।

ব। ওঁর কাছে যাওনা।

পুরু। আমি যেতে পারিনে, আমার ভয় করে, হেঁগো মশায়

তোমার পায়ে ধরি, একবার বাজাও না।
আপনার জটা ও দাড়ি দেখে, এ ভয় পেয়েছে।
(ঈষৎহাস্য) আপনারি কোন্ জটা ও দাড়ি নাই।
একে আপনি অপরিচিত, তাতে আবার জটা ও দাড়ি বিশিষ্ট।
হেঁগো মশায়, বীণাযন্ত্রটা একবার বাজালে না।
তবে শোন বাজাই, (বীণাবাদন)
(হাস্য) আবার বাজাও।
বশিষ্ঠদেব এ সন্তান গুলিকার।
এগুলি [illegible] না রাজার সন্তান, ইহার মধ্যে
দন করিতে করিতে গেল, [illegible] এই দুটী হ
ইর্য্যাগর্ভে, আর এই পুরুরবাটী ইলার গ
য়েছে।
সে কি বল্লেন্, পুরুষের গর্ভে কিরূপে সন্তান হল।
আপনি কি জানেন না, ইলা প্রথমে কন্যা ছিলেন, আমি তাঁকে যোগবলে পুরুষ করি।
হাঁ তাতো শুনেছিলাম, তার্ পর্ বুঝি পুনর্ম্মুষিকো-ভব, অর্থাৎ কেঁচেবসেছেন।
ইলা পুরুষাবস্থায় যে বিবাহ করেন, সেই মহিষীর গর্ভে, এই তিনটী সন্তান জন্মে।
হাঁ সেটা বুঝতে বাকী নাই, এক্ষণে ইলারগর্ভে কি

রূপে সন্তান হল তাই বলুন।

পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা নগ্নবেশে সপ্তকুমার কাননে ক্রীড়া করিতেছিলেন, কতক গুলিন ঋষি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যান।

আমি পুরাণ শুনিতে চাই না, ইলারগর্ভে কি রূপে সন্তান হল তাই বলুন।

হাঁ তাই বলতেছি. ঋষিগণকে দেখিয়া, ভগবতী লজ্জিত হইয়া এই শাপ দিলেন, অদ্যাবধি এই বনে যে পুরুষ আসিবে, সেতৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইবে, ইলা মৃগয়া উপলক্ষে দৈববশতঃ সে কাননে প্রবেশ করিয়া পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্তহন. তারপর চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে এই সন্তানটী জন্মে।

প্রথম বারতে, [illegible]র তপোবলে ইলা পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবার কোন উদ্যোগ করিতেছেন, না কেন।

হাঁ এবারও উদ্যোগ করা গিয়াছিল।

তাতে কিছুফল হইয়াছে কি না।

সম্পূর্ণ নয়।

তবে কিরূপ।

আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ভূতপতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, ভূতভাবন্ আবির্ভূত হইয়া

কহিলেন. বৎসা, বশিষ্ঠ আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, আমি কহিলাম জগদীশ যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন. যেন ইলা পুংস্বলাভ করেন, ভবানী পতি কহিলেন, ইলা সপ্ত কুমার কাননে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভগবতীর অভিশাপ ছিল যে. যেপুরুষ এইবনে প্রবেশ করিবে সে স্ত্রী হইবে, ইহা তুমি জান, আমি কহিলাম, হে দেবাদিদেব আমি সকলই জানি, তথাপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইলাকে পুংস্ব প্রদান করিতে.

তার পর।

শিব কহিলেন আমি দেবীর বাক্য কদাচ রিতে পারি না, তবে তোমার অনুরোধে, এই পর্যান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন হইতে পারে, ইলা পর্য্যায়, ক্রমে একমাস পুরুষ, আর একমাস স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিবেন, ইহা বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এবার শাকদিয়ে মাচ ঢাকা মত হল।

আপনি কি আমার কথায় প্রত্যয় করেন না আমি কি মিথ্যা কথা কহিতেছি।

নারায়ণ. (কর্ণে হস্তদান) সে কি বল্লেন্ আমি আ-

পনার কথায় বিশ্বাস করি না, আমি বল্‌ছি শাবু-
দিয়ে মাচ্‌ঢাকা হল, অর্থাৎ বড় সুবিধা হলনা।
হাঁ একথা সত্য, সংসারে সুবিধা নাই।

কখন দুঃখের দিন কভু সুখোদয়।
চক্রবৎ পরিবর্ত্ত সুখ দুঃখ হয়॥

মহাশয় এক্ষণে একবার শ্বেত দ্বীপে যাইবার প্র-
য়োজন আছে, তবে বিদায় হই।
অদ্য এখানে অবস্থিতি করিলে ভাল হতনা।
না মহাশয়, [illegible] আছে, অতএব বিদায় হই-
।

[illegible] প্রস্থান)

দাদামশয়, ওটাযে এ[illegible], ওটা কি গা।
ও বল্‌তে নাই, তিনি নারদ।
হাঁগো দাদামশয়, নারদে [illegible]য়।
সেকি, তিনি যে দেবর্ষি, [illegible], তিনিও
তেমনি।
দাদামশয়, তিনি ঠিক্‌যেন আমাদের চিড়িয়া খা-
নার সিংহিটার মতন, কেমন, নয় কি।
(ঈষৎহাস্য) ও বল্‌তে নাই।
বল্‌তে নাই কেন, এসেই একটা হরিণের বাচ্চা খেয়ে
ফেল্লেন্‌, তাই দেখে ভাবলেম্‌, এটা সিংহি, কিম্বা

পরাধ করিয়াছি।

দেখ দেখি প্রিয়ে! তোমার বিরহে আমার কিদশা ঘটিয়াছে।

(বশিষ্ঠের পুনঃ প্রবেশ)

নাথ! ঐ দেখ বশিষ্ঠদেব আসিতেছেন, গুরুজনের সম্মুখে তোমার নিকট থাকিতে আমার লজ্জা হয় এসে। স্থানান্তরে যাই, (গমনোদ্যোগ)

বৎসে! লজ্জা কি, তোমার স্বামিকে শান্তকর আমি কেবল এই কৌশল করিয়া তোমার পিতৃ সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি, আমার নিকট লজ্জা করিওনা, [illegible]ই সকল জানি।

([illegible]ত ও অধোমুখ)

(বধের প্রতি) মহাশয়! আমাকেই ক্ষমা করিতে হইবে, আমি আপনাদিগের সকল দুঃখের কারণ কোন নিগূঢ় হেতু বশতঃ আপনাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম।

ঋষে! প্রণাম করি, আপনার অনুগ্রহেই পরস্পর মিলিত হইলাম।

মহাশয়! আমি বহুকালাবধি তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে আমার অভিলাষ আপনি রাজ্যভার গ্রহণ

করুন, আমি ধর্ম্মারণ্যে প্রস্থান করি।

আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম।

মহাশয়। ইলাগর্ভে ও আপনার ঔরসে এই যে পুত্রটি জন্মিয়াছেন ইনি দৌহিত্র সম্বন্ধে বৈবস্বত মনুর উত্তরাধিকারী হইবেন, ইঁহার নাম পুরুরবা। ইনিই চন্দ্রবংশধর এবং সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। এই ইলার মহিষী গর্ভজাত বিমল, উৎকল, গয়, নামে যে এই তিনটী সন্তান জন্মিয় ইঁহাদিগকে দক্ষিণাপথের রাজত্ব প্রদান করি।

যে আজ্ঞা মহাশয়।

বৎসে ইলে! তুমি স্বামির সহিত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া এই রাজ সিংহাসনে উপবেশন কর!

যে আজ্ঞা! (সেই প্রকারে উপবেশন)

(অপ্সরা দ্বয়ের প্রবেশ)

(বশিষ্ঠের প্রতি) ঋষে! অভিবাদন করি।

তোমরা কে, এবং কিজন্যে কোথা হইতে আইলে?

মুনিবর! আমরা স্বর্গ বিদ্যাধরী, আমার নাম মেনকা, আর ইহার নাম রম্ভা, দেবরাজ অদ্য ইলার সহিত বুধের মিলন হইবে জানিতে পারিয়া আমারদিগকে এখানে আনন্দোৎসব করিতে প্রেরণ করি-

য়াছেন।
দেবরাজের এই অনুগ্রহে নিতান্ত বাধিত হইলাম।
তবে তোমরা নৃত্যগীত আরম্ভ কর।
যে আজ্ঞা! (উভয়ের নৃত্য)

(গীত)

রাগিনী ললিত ঝিঝিট।
তাল আড়া।

আমরি কি শোভা হেরি মধুর বসন্ত কালে।
মলয়া[illegible] স[illegible] বহে সুরভি মিশালে॥

ফুটেছে বিবিধ ফুল, মধুমালতী বকুল
গুঞ্জরিছে অলিকুল, কোকিলা ডাকিছে ডালে

বৎসে ইলে! বল আর আমি তোমার কি উপকার করিব।
মহাভাগ! আপনি সকল প্রকার উপকারই করিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে আর কিছুই নাই, তবে এই এক প্রার্থনা, করিতেছি, যেন সময়ে সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই।
বৎসে ইলে! আজি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।